সম্পাদকীয়

"সময় বেগে ধায় নাহি রয়

ইহা নিছক সত্য। দেখতে দেখতে আমাদের এই
২৯টি বৎসর পার হয়ে ৩০ বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছে
এই পূজার প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে হয়ত
আঙ্গিক জড়িত নেই—নূতনের দল এসে তাঁদের সেই ফাঁক
তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাই সাধুবাদ জানাই আন্তরিক

এই ফাঁকে একটি কথা বলে রাখি—আমাদের যদি কে
থাকে—তাহলে অনুগ্রহ করে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

—বিশ্বাস করি সমাজ আজ নূতনের সঙ্গে পাল্লা দি
পুরাতন তাকে পেছনে ফেলে দিতে সে কুণ্ঠিত হয়নি—কিন্তু
তাঁদের জাতীয় পূজা বলে আদিম কাল থেকে মেনে আস
কেন—নূতনের যত সাদর আহ্বানই আসুক না কেন—তাবে
এই পূজা আমাদের কাছে চিরনূতন তা-সে-যত পুরাতনই হে
সমাজের এক তীর্থস্থান—নূতন পুরাতনের ইহাই একমাত্র
দল মিলিত হয়ে ক্ষণিক আনন্দমুখর অবসর গ্রহণ করে
আমাদের কাছে এত আদরের—তাই বোধহয় তার এত

দৈন্য আছে দারিদ্র্য আমাদের প্রায় প্রতিটি ঘরে
এই পূজার প্রয়োজন আছে, "মা-দুর্গা" যেরূপ বিপুল বিক্রমে
শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন—আসুন এই তীর্থক্ষেত্রে আ

শ্রীমৎ

পরম হংস শিবনারায়ণ স্বামীর

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

---

৫ বৈশাখ ১৮১৪ শক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

মুখবন্ধ।

যাঁহারা দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা পরমার্থ প্রাপ্তির কামনা করেন, যাঁহারা সত্যে শ্রদ্ধা করেন, এগ্রন্থ খানি তাঁহাদের বিশেষরূপে উপাদেয় ও আনন্দপ্রদ হইবে—এই বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত হইল।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

জীবনী।

এই সুখ-দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবনারায়ণ দেবের বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর হইল তখন হইতে তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই ভাব উদয় হইতে লাগিল যে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? এবং—শুনিতে পাই সকলে বলেন পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আছেন, তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়—তাঁহার স্বরূপ কি? আমি কি স্বরূপ হইয়া তাঁহার কি স্বরূপের ভাবনা এবং উপাসনা করিব? তাঁহার উপাসনা করিলে কি হয় এবং না করিলেই বা কি হয়? আমি এতদিন কোথা ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি এবং আমাকে কোথা যাইতে হইবে? আমার কি করা কর্ত্তব্য? এবং যাঁহাদের গৃহে আমি শরীর ধারণ করিয়াছি সেই মাতা পিতা আমার এই শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন না অন্য কেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কিম্বা আমি নিজে আপনার শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়া শরীর ধারণ করিয়াছি? যদি আমি নিজে এই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিকে রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার মনে থাকিত কিন্তু আমার তো মনে নাই যে আমি রচনা করিয়াছি। যদ্যপি আমি এই সকল রচনা করিতাম তাহা হইলে আমিই নষ্ট করিতে পারিতাম। তবে আমার ভ্রম কেন? তিনি

এই ভাবিতে ভাবিতে যে মাতার উদরে শরীর ধারণ করিয়াছেন— যাঁহার নাম গঙ্গাদেবী—তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাতঃ, আপনি আমার এই শরীর ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া উদরে ধারণ করিয়াছেন, না অপর কেহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার উদরে রাখিয়া দিয়াছেন? যদি অপর কেহ রাখিয়া থাকেন তবে সে ব্যক্তি কোথায়? আমি এই সকল কথা আমার মনের কোন কপটতা প্রযুক্ত আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি না। কেন যে আমার মনের ভাব এরূপ হইতেছে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। কোন্ ব্যক্তি যে আমার অন্তর হইতে এরূপ ভাব উদয় করাইয়াছেন, হে মাতঃ, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। মাতা বিচার না করিয়া বলিলেন যে আমার কুলে এই বয়সে পাগল পুত্র জন্মাইল! তখন তাঁহার নিকট তাঁহার মধ্যম পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে মাতা বলিলেন, "হে পুত্র তুমি তোমার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আন। তিনি আসিয়া দেখুন যে তাঁহার পুত্রের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে।" পিতার নাম ব্যাসদেব। তিনি বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? গঙ্গাদেবী তাঁহাকে সকল অবস্থা বলিয়া দিলেন। পিতা ব্যাসদেব শুনিয়া ভাবিলেন, "পুত্রের অবস্থা বড় ভালও দেখিতেছি না বড় মন্দও দেখিতেছি না"। এবং পুত্র শিবনারায়ণকে ধমকাইয়া দুই এক চড় দিয়া বলিলেন, "এখন হইতে কি তুমি পাগলামি আরম্ভ করিয়াছ? আজ হইতে তোমাকে প্রত্যহ পাঠশালায় পড়িতে যাইতে হইবে, এবং "ওঁ সৎ গুরু" এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে। অগ্নিতে নিত্য আহুতি দিতে হইবে এবং প্রাতে ও সায়ংকালে উঠিয়া চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে ও হাত জোড় করিয়া নম্রভাবে জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বলিবে,

হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা, আমার সকল অজ্ঞান দুঃখ মোচন করিয়া জ্ঞান প্রদান করুন যাহাতে আমি সর্ব্বদা আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ জ্ঞান করিয়া নিত্য পরমানন্দে থাকি।"

শিবনারায়ণ এই সকল কথা শুনিয়া পিতার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। ওঁকার জপিতে, অগ্নিতে আহুতি দিতে ও জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করিতে স্বামী-জির যত প্রীতি হইত বিদ্যাভ্যাসে তত প্রীতি হইত না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ভিতর হইতে তেজ, জ্ঞান প্রকাশ হইতে এবং আনন্দ উদয় হইতে লাগিল। বিদ্যাভ্যাস না করাতে শিক্ষক মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মারিতেন এবং বলিতেন যে বড় মূর্খ ছেলে। শিবনারায়ণ দেব মনে মনে বলিতেন যে, "বিদ্যাভ্যাসের ফল তো এই প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে ইনি আমার মনের ভাব না বুঝিয়া আমাকে মারিতেছেন ও মূর্খ বলিতেছেন। কেবল বিদ্যাভ্যাসের তো এই ফল দেখিতে পাইতেছি। সকলে পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেছেন এবং ব্যবহার কার্য্যে কিসে দশ টাকা উপার্জ্জন হইবে তাহার চেষ্টা করিতেছেন এবং অহংকার প্রযুক্ত আমি পণ্ডিত, আমি ধনী বলিয়া আপন আপন মহত্ত্ব দেখাইতেছেন; কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে কি চেষ্টা করিতেছেন? এই তো দেখিতে পাইতেছি যে যিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং প্রাণত্যাগ করিতেছেন এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং তাঁহারও প্রাণত্যাগ হইতেছে। কিন্তু প্রভেদ এই দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন তিনি সৎ অসতের বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্য উত্তম রূপে চালাইতেছেন। বিদ্যার দ্বারা ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিষয় বুঝা যায় এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা না করে তাহার সৎ অসতের বিচার না থাকাতে কষ্ট ক্লেশে ব্যবহার কার্য্য

নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক, তবে যাঁহার অন্তর হইতে বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার আর বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক থাকে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে বিদ্বান এবং মূর্খের স্বরূপে একই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তির যেমন জন্মের আদি অবস্থার স্মরণ নাই যে, আমি কে ছিলাম এবং শেষে মৃত্যুর অবস্থার অর্থাৎ কখন মৃত্যু হইবে তাহারো কোনও জ্ঞান নাই, এবং যখন প্রত্যহ গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন, তখনও তাঁহার স্মরণ থাকে না যে আমি মূর্খ কি পণ্ডিত, পণ্ডিতেরও এইরূপ একই দশা। শিবনারায়ণ দেবের মনে এইরূপ ভাব সর্ব্বদা উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার যজ্ঞোপবীত দিলেন। শিবনারায়ণ আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "কি যন্ত্রণা! পিতা মাতা কেন আমাকে পশুর মতন গলায় সুতা লাগাইয়া বন্ধন করিলেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তিনি তো এই যজ্ঞোপবীত দেন নাই। তিনি যদ্যপি যজ্ঞোপবীত দিতেন এবং যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইত তবে তিনি আমার যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানাইয়াছেন সেইরূপ যজ্ঞোপবীত ও আমার শরীর একত্রে গঠন করিয়া জন্ম দিতেন। যজ্ঞোপবীত পরব্রহ্মের দত্ত এই বিশ্বাসরূপ ভ্রম জালে কেহ কোনো জ্ঞানবান পুরুষকে আবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এ সকল ব্যাপার কেবল সামাজিক নিয়মের একটি চিহ্নমাত্র। যেমন এক একটী সাধু আপন আপন সমাজের এক একটী চিহ্ন রাখে যাহাতে জানা যায় যে এই সাধু এই সমাজের ইহাও সেইরূপ। কিন্তু যদি উপরের নানা সাজ ফেলিয়া স্বরূপতঃ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে একই দাঁড়ায়।" এই সমস্ত বিষয় শিবনারায়ণ মনে মনে বুঝিয়া আপন অন্তরেই গোপন করিয়া রাখিলেন কাহাকেও

প্রকাশ করিলেন না, কেন না অবোধ ব্যক্তিদের নিকট বলিলে তাহারা না বুঝিয়া উপহাস করিবে এবং মনে মনে কষ্ট অনুভব করিবে।

শিবনারায়ণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, "এখন যজ্ঞোপবীত থাকুক না কেন, পরে দেখা যাইবে; আসল সার যে পরমার্থ বিষয়ের কার্য্য তাহা করা যাউক।" এই ভাবিয়া তিনি সদা সর্ব্বদা পরমার্থ বিষয়ক কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং যখন এদিক ওদিকে কোন স্থানে শুনিতেন যে সে স্থানে কোন মহাত্মা বা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তখন মনে মনে বিচার করিতেন যে "বড় মহাত্মা সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ কি?" যে স্থানে সাধু মহাত্মার কথা শুনিতেন সেই স্থানেই যাইয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেন যে, 'মহাত্মা সাধুটা কি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সমস্ত সাধুদের দেখা যায় সে সকল ত গৃহস্থদেরও আছে। যদ্যপি শরীরে নাম বা ইন্দ্রিয়ের নাম সাধু মহাত্মা হয় তাহা হইলে সে সকলও গৃহস্থদের আছে; তাহারাও কেন সাধু না হয়? কিম্বা যদি হাড় মাংস রক্ত সাধু হয় তাহা হইলে তাহাও তো গৃহস্থদেব মধ্যে আছে কিম্বা যদি বাক্য সাধু হয় তাহা হইলে গৃহস্থেরাও তো বাক্য বলিতেছে। যদ্যপি বিভূতি অর্থাৎ ছাই গায়ে মাখিলে সাধু হয় তাহা হইলে শূকর মহিষ সকল কত ছাই কাদা মাখিয়া থাকে তাহারাও তবে সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারে। কিম্বা যদি মস্তকে জটা থাকিলে সাধু হয় তাহা হইলে তো বট বৃক্ষের বড় বড় জটা বাড়িতেছে—সেও তবে মহাত্মা সন্ন্যাসী। তবে যাহাকে লোকে বলে মহাত্মা সাধু– তাহা কি লাল, কালো, পীত, না সাদা?" ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কোন এক মহাত্মা সাধুর নিকট চুপ করিয়া কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যখন সাধুর নিকট হইতে সকলে আপন আপন বাটি

চলিয়া যাইল তখন শিবনারায়ণ প্রীতিপূর্ব্বক করজোড়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাত্মা আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার মনের যে নানা প্রকার ভ্রম ও সংশয় উঠিতেছে তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। আপনাকে সকলেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বলে, কিন্তু কেন বলে এবং মহাত্মা কি বস্তু?" মহাত্মা ক্রোধ-প্রযুক্ত বালক শিবনারায়ণকে লাঠি লইয়া মারিতে উঠিলেন এবং গালি দিয়া ২।১ চড় মারিয়া বলিলেন যে, তিন দিনের বালক, গৃহস্থ হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছিস্? শিবনারায়ণ তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। তাহা না শুনিয়া তিনি শিবনারায়ণকে ২।১ কিল মারিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং শিবনারায়ণের পিতার কাছে যাইয়া বলিলেন যে, আমাকে আপনার পুত্র শিবনারায়ণ বড়ই অন্যায় কথা বলিয়াছে। পিতাও শিবনারায়ণকে ২।১ কিল মারিয়া বলিলেন, "তুমি এমন মহাত্মাকে অন্যায় কথা বলিয়াছ, তুমি দূর হইয়া যাও, তোমার মরণ ভাল। শিবনারায়ণ এইরূপ অবস্থাপন্ন মহাত্মার কাছে যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহারা তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন কিন্তু যথার্থ মহাত্মা এক একজন—যিনি শান্ত, ধীর, গম্ভীর, নিষ্ঠাবান্, ভক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ দয়া ও সন্তোষযুক্ত, মিষ্টভাষী—তাঁহার কাছে গিয়া শিবনারায়ণ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় সেই যথার্থ মহাত্মা মিষ্টবাক্যে আদর করিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন করিতে তোমায় কে শিখাইয়া দিয়াছে, তাহা আগে বল, তাহা হইলে তোমাকে আমি বুঝাইয়া দিব; তুমি কি কার্য্য করিতেছ?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আপনাকে যথার্থ বলিতেছি আমাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই—আমার অন্তর হইতে এই সকল ভাব উদয় হইতেছে। কে যে আমার অন্তর হইতে এই সকল

ভাব উদয় করিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিত্য কর্ম্ম এই করি—নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেই এবং চন্দ্রমা সূর্য্য, নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে আত্মা মাতা পিতা গুরু ভাবিয়া অন্তরে তাঁহাকে নমস্কার করি এবং "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করি ইহা ব্যতীত আর কোন প্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা আমি করি না।" তখন সাধু মহাত্মা বলিলেন, "হে শিব-নারায়ণ যখন তোমাকে এই সকল কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে বলে নাই, তোমার অন্তর হইতে উঠিতেছে, তখন তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না—তুমি স্বয়ং আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে; তোমাকে হাজার হাজার বার আমার নমস্কার—যে কুলে তুমি শরীর ধারণ করিয়াছ সে কুলে আমার নমস্কার।" শিবনারায়ণও মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া বাটিতে চলিয়া আসিলেন।

কিছু দিন পরে শিবনারায়ণ মাতা পিতাকে নম্রভাবে করজোড়ে বলিলেন, "হে মাতা পিতা তোমাদের চারি পুত্র—তাহার মধ্যে আমাকে জান যে এক পুত্র মরিয়া গিয়াছে; এই সৃষ্টি চরাচর রাজা প্রজা বড় কষ্ট পাইতেছে; আমাকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে—যাহাতে চরাচর সুখে থাকিতে পারে। তোমরাও আমাকে আজ্ঞা দেও।"

মাতা পিতা বলিলেন, "হে পুত্র, তুমি আমাদের মারিয়া ফেলিয়া যাইতে পার; তুমি এখন ক্ষুদ্র একটা বালক, তোমা হইতে কি প্রকারে এই সৃষ্টির ভার উদ্ধার হইবে?" তখন শিবনারায়ণ মাতা পিতাকে বলিলেন যে, "আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে। আমার কি ক্ষমতা যে আমি পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিতে পারি। আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। প্রমাণ—যেরূপ ঘোর অন্ধকার রাত্রে যে ব্যক্তির চক্ষু আছে সেও দেখিতে পায় না, অতএব তখন অন্ধ

ব্যক্তিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও পথ দেখাইতে সমর্থ হয় না। যখন সূর্য্য-নারায়ণ প্রকাশ হন তখন নেত্রবান্ ব্যক্তির দৃষ্টি খোলে এবং ক্ষমতা জন্মে। তখন তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া ভাল পথে লইয়া যান কিম্বা কোন উত্তম স্থানে বসাইয়া দেন। অন্ধ ব্যক্তি শব্দে অজ্ঞান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি শব্দে জ্ঞান এবং সূর্য্য প্রকাশ শব্দে আত্মবোধ অর্থাৎ স্বরূপ-নিষ্ঠা। আমাকে নিমিত্ত মাত্র দাঁড় করাইয়া তিনি অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া সকল সৃষ্টির ভার উদ্ধার করিয়া দিবেন। হে মাতাপিতা আমার প্রতি আপনারা আর স্নেহ করিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন। মাতা পিতা স্নেহ প্রযুক্ত বলিতে লাগিলেন, "হে পুত্র" মাতা পিতা কত কষ্টে, কত যত্নে পুত্রকে লালন পালন করিয়াছে—সে পুত্রকে তাহারা কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবে? আরো বলিলেন যে, তুমি তো ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে না—তুমি মুর্খ রহিলে তবে কি প্রকারে তোমার কার্য্য-নির্ব্বাহ হইবে।" তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, "অন্তর্যামীরূপ বিদ্যা আমার অন্তরে বাস করিতেছেন—সেই বিদ্যাতেই আমার প্রয়োজন, আমার বাহিরের বিদ্যার প্রয়োজন নাই।" শিবনারায়ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, "এ মাতাপিতা ত আমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা দিবেন না কিন্তু ইহাতে অন্তর্যামী মাতাপিতা পূর্ণ পরব্রহ্মের আজ্ঞা আছে, তাঁহার আজ্ঞায় বাহির হইয়া যাইব তাহা হইলে উভয়েরই আজ্ঞা পালন হইবে।" তখন মাতা পিতাকে নমস্কার করিয়া শিবনারায়ণ নিজের অভিপ্রায় মনে মনে রাখিলেন এবং দুই চারি দিবস পরে গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স বার কি তের বৎসর হইবে।

দ্বাদশ বৎসরের বালক গৃহত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবিতে

লাগিল, "প্রথমে কোন্ দিকে যাইব। কোন্ কোন্ দেশে কোন্ দ্বীপ, কাহার রাজ্যে কোন্ অভাবে প্রজা কষ্ট পাইতেছে এবং কি করিলে তাহার অভাব নিবারণ হইবে ও কষ্ট যাইবে। কি করিলে দেশের রাজা, পণ্ডিত, জ্ঞানী, সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া করিবেন এবং কোন্ দেশের পণ্ডিত ও রাজা এরূপ মূর্খ যে আপনার কষ্ট বুঝেন—অপরের কষ্ট বুঝেন না। কি করিলে পণ্ডিত রাজা প্রজা সকলে ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয় বুঝিয়া আনন্দে থাকিতে পারেন। যাহা করিলে এই সকল বিষয় সম্পন্ন হয় তাহাই আমার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সকলের উপকার হয় তাহাই জ্ঞানবান পুরুষের কর্ত্তব্য।" শিবনারায়ণ এই ভাবিতে ভাবিতে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু মাতা পিতার কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "হে অন্তর্যামি গুরু! এই মূর্খ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অজ্ঞান লয় করিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে ইহারা বুঝিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বদা আনন্দরূপ থাকিতে পারে, যাহাতে কাহারও সহিত ইহাদের দ্বেষ এবং বৈরভাব না থাকে।" এইরূপ ভাবিয়া শিবনারায়ণ গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা সকল দেখিতে লাগিলেন।

তৎকালে শিবনারায়ণের সহিত কাহারো দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে, "তুমি গৃহস্থ না সাধু, তুমি কি জাতি, তুমি কিছু লেখা পড়া জান, তুমি বেদ পড়িয়াছ?" শিবনারায়ণ বলিতেন, লেখা পড়া জানি না, বেদও পড়ি নাই; গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি না; এই মাত্র জানি যে, তোমরাও মনুষ্য আমিও মনুষ্য; তোমাদেরও হাত পা আছে আমারও হাত পা আছে। আমি যে কি জাতি তাহা জানি না; আমি শরীরের

মধ্যে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু হাড় চামড়ার মধ্যে তো কোন জাতির ঠিকানা পাইতেছি না; আমি অন্বেষণ করিতেছি—যদি হাড় চামড়া মাংসের মধ্যে জাতি পাই তাহা হইলে বলিব।" একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিল, "তোমার গলায় তো যজ্ঞোপবীত আছে তবে যে তুমি জাতি বলিতেছ না?" তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, বটে ভাই, তুমিও ত সূতার কাপড় পরিয়া আছ, আমি না হয় একটা সূতা গলায় দিয়াছি, তাহাতে কি হইল? সূতাই কি জাতি?

পরে শিবনারারণ যখন আপনার অন্তরে সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিগুণময়ী আত্মা বিষ্ণু মহেশ ব্রহ্মা জ্যোতিঃস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পাইলেন। নাসিকা দ্বারে প্রাণস্বরূপ, নেত্রদ্বারে তেজঃস্বরূপ, কর্ণদ্বারে আকাশ স্বরূপ, এবং পঞ্চতত্ত্বরূপী পঞ্চগ্রন্থি শরীরের মধ্যে পাইলেন, তখন সূতার যজ্ঞোপবীতকে গলা হইতে খুলিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালায় প্রথম আগমন।

এইরূপ ভ্রমণক্রমে শিবনারায়ণ একদিন বঙ্গদেশে আসিয়া কোন ভদ্র বাঙ্গালী বাবুর নিকট প্রান ধারনার্থ কিঞ্চিৎ আহার যাচ্ঞা করায় বাবু বলিলেন, "তোমার শরীর ত হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছি, চাকরি করিয়া খাইতে পার না; যাচ্ঞা করিয়া বেড়াও তোমার লজ্জা হয় না?" তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে—শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া খাওয়া জ্ঞানবান লোকের কাজ। কিন্তু আমি এক জনের চাকরী করিতেছি—যাঁহার এই জগৎ। তবুও যদি আপনি চাকুরী দেন তাহা আমি করিতে স্বীকার আছি, কিছু দিন আপনাদেরও চাকুরি করিয়া লই।

তাহাতে বাবু বলিলেন, "যদি তুই ঈশ্বরের চাকরী করিতেছিস্ তবে বাটী বাটী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিস্ কেন? তিনি কি আহার দিতে পারেন না" ?

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে, তাঁহার উপর নিষ্ঠা হইলে অপরের নিকট যাইবার আর প্রয়োজন কি ?

তখন বাবু বলিলেন, "তুই খোরাক পোসাক পাইবি আর মাসে দুই টাকা মাহিয়ানা পাইবি দেউড়িতে পড়িয়া থাক্। না থাকিস্ চলিয়া যা।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমাকে টাকা দিতে হবে না কেবল খোরাক পোসাক দিলেই হবে, আমি থাকিব।

বাবু, হরনাথ চক্রবর্ত্তী, বলিলেন, "তুই টাকা লইবি না—তোর কি বাড়িতে বাপ মা নাই ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "থাকুক না থাকুক—যাইবার সময় যাহা আপনার বিচারে হয় করিবেন, এখন তো থাকি।"

বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিবনারায়ণকে রাখিলেন এবং তাঁহার দ্বারা কার্য্য করাইতে লাগিলেন। কি উৎকৃষ্ট, কি নিকৃষ্ট যে কার্য্য করিতে বলিতেন শিবনারায়ণ বিনা ওজরে সেই কার্য্যই করিতেন। বাবু কোন কার্য্য করিতে ইঙ্গিত করিবামাত্র শিবনারায়ণ সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, পুরাতন চাকরেরা সেরূপ করিতে পারিত না। বাবু মনে করিতেন যে, বিনা বেতনে উত্তম চাকর পাইয়াছি—যে কার্য্য করিতে হুকুম করিতেছি সেই কার্য্য উত্তম রূপে করিতেছে।

শিবনারায়ণ দুই তিন মাস ঐ বাবুর বাটিতে থাকিয়া চুপ করিয়া সেখান হইতে রামপুর বোয়ালিয়াতে চলিয়া গেলেন।

রামপুরে যাইয়া কোনো এক মহাজনের বাটীতে পূর্ব্বের মত যাচ্ঞা করাতে তিনিও হরনাথ বাবুর মত শিবনারায়ণকে চাকর রাখিলেন। শিবনারায়ণের দ্বারা মহাজনের ও উত্তমরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। মহাজন সকল চাকরকেই শালা বলিয়া সম্বোধন করিতেন—কাজে কাজে শিবনারায়ণকেও শালা বলিতেন। কোনো স্থানে কোনো মাল রওনা করিতে হইলে মহাজন চাকর দ্বারা করাইতেন। তাহাতে পুরাতন চাকরেরা টাকা অধিক খরচ করিত এবং ইহাতে উহাতে খরচ হইয়াছে বলিয়া মহাজনকে হিসাব দিত। কিন্তু যখন তিনি শিবনারায়ণকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করিতেন তখন খরচ কম লাগিত। শিবনারায়ণ কোন মিথ্যা হিসাব দিতেন না, এবং যথাযোগ্য ন্যায্য খরচ করিতেন। শিবনারায়ণ কাহারও সহিত অধিক কথাবার্ত্তা কহিতেন না; তাহাতে মহাজন বলিতেন, "এ বেটা বোকা, কিছু জানে না। কিন্তু ইহার এই গুণ দেখা যাইতেছে যে, যেখানে বৈসে সেইখানেই একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারো সহিত কথা-বার্ত্তা কহে না এবং আমি যাহা বলি তাহাই শুনে; যে কার্য্যে আমি পাঠাই সেই কার্য্য করে—কোনো ওজর করে না। বোধ হয় কোনো ভাল লোকের ছেলে। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা বলে না তাহাতে বোকার মতন বোধ হয়।"

এই মহাজনের নাম ছিল দেবিদাস। এক দিন দেবিদাস বাবু একজন চাকরকে কটু কাটব্য গালি দিতেছিলেন তাহাতে শিবনারায়ণ তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতি পূর্ব্বক বুঝাইতে লাগিলেন যে, আপনি মনিব, মাতা পিতার তুল্য, আমার কথায় রাগ করিবেন না—ক্ষমা করিবেন। কৃপা করিয়া গম্ভীর ভাবে আমার দুই চারিটি কথা শুনুন। আপনি হলেন মনিব আর ও হোলো আপনার চাকর; ওর বিপদ হইয়াছে -সেই বিপদের দরুণ আপনার আশ্রয়ে চাকরি

করিতেছে; ওরাও তো ভদ্র সন্তান; উহাদিগকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা কার্য্য করাইতে হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ কথা লইয়া উহাদিগকে গালাগালি দিলে উহাদের মনে বড় কষ্ট হয়। বিচার করিয়া দেখুন যদি উহারা ধনী হইত আর আপনি দরিদ্র হইতেন ও উহাদের কাছে চাকর থাকিতেন এবং উহারা যদি আপনাকে গালি দিত তাহা হইলে আপনার মনে কত কষ্ট হইত। সর্ব্বদা সকলে ধনী থাকে না—সকলেরইত কোন না কোন সময়ে বিপদ পড়ে। বিচার করিয়া দেখুন আপনার জন্মের পূর্ব্বে কি আপনি ধনী ছিলেন এবং ধন কি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং ধন কি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন?" এই কথা শুনিয়াও দেবিদাস বাবুর জ্ঞান হইল না। তিনি অহংকার প্রযুক্ত শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন, "বেটা—তুমি আমার চাকর হইয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছ—বেটা, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ!" শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, ইহার কোন দোষ নাই—ইনি আপনার বশে নাই; যেরূপে মাতালেরা মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া প্রমাদ বশতঃ সকলকে গালাগালি দেয় এবং নর্দ্দামায় পড়িয়া থাকে সেইরূপ অবোধ লোকের বিদ্যা, ধন, রাজ্য, হইলে তাহারা তাহার নেশাতে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞানহারা হইয়া থাকে—তাহাদের কোন বোধা বোধ থাকে না। কেবল এই মনে থাকে যে, আমি রাজা ধনী এবং বড় লোক, আমার মত কেহই নাই। কাহারো উপর দয়া দৃষ্টি করে না, অন্ধ হইয়া থাকে; এ বিচার থাকে না যে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর স্বরূপ কি? এই জগতে আমি যে আসিয়াছি আমার কি করা কর্ত্তব্য—ফলতঃ কোন বোধই থাকে না; সর্ব্বদা চঞ্চল ভাবে থাকে, কখন মনে সুখ পায় না। কিন্তু যদ্যপি জ্ঞানবান ব্যক্তির বিদ্যা, ধন, রাজ্য, হয় তবে তিনি সর্ব্বদা গম্ভীর, শান্ত,

ধীর ও সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকেন; চরাচর রাজা প্রজা যাহাতে সকলে সুখে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন এবং সকলকে মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট রাখেন। শিবনারায়ণ এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া কিছু দিন কালক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে পদ্মা নদীর ধারে আসিয়া বসিলেন ও অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল মাত্র পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার দশ বার দিন পরে ক্রমে ক্রমে অনেক লোক শুনিল যে, শিবনারায়ণ আহার করেন না, কেবল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন। যে বাবুর নিকট শিবনারায়ণ চাকর ছিলেন সেই দেবিদাস বাবু এবং কয়েকজন পণ্ডিত আসিয়া শিবনারায়ণকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, "অন্ন পরিত্যাগ করিয়া এমন ঘোর তপস্যার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে তো এমন কিছুই লেখা নাই। অন্নত্যাগ করিয়া জলপান করিতেছ, মরিয়া যাইবে, বাঁচিবে না; তুমি আহার কর তো আমরা অন্ন আনিয়া দিই কিম্বা আমাদের বাটীতে চল।" শিবনারায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই দেবিদাস বাবুর মৃত্যু হওয়াতে সকলে মনে করিতে লাগিল শিবনারায়ণ অভিশাপ দিয়া দেবিদাস বাবুকে মারিয়াছে। শিবনারায়ণ দেব তখন ভাবিলেন সেই স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় এবং আপনার মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিলে ও সামান্য ব্যক্তির কাছে যাইলে রাজা প্রজাদের আধ্যাত্মিক অথবা ব্যবহার কার্য্যের বিষয় কোন উপকার হইবে না। কোন সমর্থ রাজা অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিকে সৎউপদেশ দিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু আজকালকার রাজা পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের মত একই রকম হইয়াছে। সত্য কথা ও

সৎপথ বলিলে উহাদের অসৎ বিবেচনা হয়। সত্যের দিকে প্রবৃত্তি যায় না।

কাশীর রাজার নিকট গমন।

যাহা হউক যখন অন্তর্যামী আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন তখন প্রথমে আমি কাশীর রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাইব। তাঁহার বংশে অনেক পণ্ডিত আছেন। তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইবেন স্থির করিয়া শিবনারায়ণ কাশীর রাজার কাছে রামনগরে রাজ-বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গায়ে একটা ছেঁড়া চাদর ছিল। এবং অঙ্গে বিষয়েও পাগলের মত বেশ হইয়াছিল। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন যে রাজাকে খবর দাও এবং বলিও একজন মনুষ্য আসিয়াছেন তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও পরমার্থ সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা কহিবেন। আরও বলিও রাজা যেন কোন চিন্তা না করেন, তাঁহার কোন ভয় নাই আমি কিছু যাচ্ঞা করিতে আসি নাই; আমার কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন।

দ্বারবান বলিল, তোর মত কাঙ্গাল কত জন আসিতেছে, যাইতেছে কতজনের খবর আমি লইয়া যাইব। যে ব্যক্তি খবর লইয়া যায় সে ব্যক্তি এখানে নাই। আমি খবর লইয়া যাই না। সে আসিলে খবর দিতে পারে।

তখন সকাল হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত সেখানে শিবনারায়ণ বসিয়া রহিলেন,কেহ রাজাকে খবর দিল না ও শিবনারায়ণকেও কিছু খবর দিল না। তখন রাজার একজন খানসামা আসিল। তাহাকেও শিবনারায়ণ রাজাকে সংবাদ দিতে প্রার্থনা করিলেন এবং আরো বলিয়া দিলেন যে“রাজা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বলিও।”

রাজার নিকট খানসামা যাইয়া সংবাদ দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্যক্তি গৃহস্থ, পণ্ডিত না সাধু। ভৃত্য কহিল, ইহার কোন চিহ্ন তাহার দেখা যায় না, সে দেখ্‌'তে অতি কাঙ্গালের মত, তাহার গায়ে এক ছেঁড়া চাদর আছে। রাজা বলিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে—তুমি কে এবং তুমি কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছ এবং রাজার কাছে তোমার প্রয়োজন কি।

খানসামা আসিয়া শিবনারায়ণকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। শিবনারায়ণ বলিলেন—দেখিতেছ আমি মনুষ্য, আমি শাস্ত্র পড়িয়াছি কি না পড়িয়াছি তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে। রাজার কাছে যাইলে তিনি জানিতে পারিবেন, আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই কেবল সৃষ্টির কল্যাণ নিমিত্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা আছে।

খানসামা যাইয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলে রাজা বলিলেন—আমার একজন পণ্ডিত যাইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবেন। যদি তিনি শাস্ত্রে পারগ হন ও আমার পণ্ডিত যদি তাঁহাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আসিতে পারিবেন, নচেৎ নহে।

শিবনারায়ণকে খানসামা আসিয়া এই কথা কহিবার একটু পরে পণ্ডিত আসিয়া শিবনারায়ণের কাছে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন?

শিবনারায়ণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, পৃথিবীতে কয়টা ধর্ম্ম আছে?

পণ্ডিত বলিলেন—গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী এবং বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি ধর্ম্ম আছে। এই সকল ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শিবনারায়ণ বলিলেন—এই চারি ধর্ম্মের ক্রিয়া কি?

পণ্ডিত এই চারি ধর্ম্মের ক্রিয়া বলিয়া শুনাইয়া দিলেন। শিব-নারায়ণ বলিলেন—এই তো চারি ধর্ম্ম তুমি মুখস্থ করিয়া বলিয়া দিলে। আমিও চারি ধর্ম্মের কথা শিখিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আমি এই ধর্ম্ম পালন করি কি না করি তাহা তুমি কিরূপে জানিবেন্? যদি আমি গেরুয়া বসন পরিয়া বলি যে, আমার এই ধর্ম্ম,—আমার গায়ে তো কোন ধর্ম্মের চিহ্ন লেখা নাই। আমি যদি বলি যে আমার হাড় চামড়ার নাম সন্ন্যাসী তাহা হইলে তো সকল গৃহস্থের শরীরে হাড় চামড়া আছে আর যদি ইন্দ্রিয়ের নাম সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে সকলেই তো বাক্য বলিতেছে ও অন্যান্য ইন্দ্রি-য়ের কার্য্য করিতেছে। তবে সন্ন্যাসী কাহাকে বলে?

পণ্ডিত বলিলেন—সন্ন্যাসী মহাত্মাদের লক্ষণ সকল শাস্ত্রে লেখা আছে সেই লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।

শিবনারায়ণ বলিলেন—আপনি যে চারি ধর্ম্মের কথা বলিলেন তাহার লক্ষণ যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী অভ্যাস করিয়া বহির্ম্মুখে দেখায় তাহা হইলে তাহার অন্তরের ভাব যে কিরূপ তাহা আপনি কি করিয়া বুঝিবেন?

পণ্ডিত বলিলেন—তাহা বটে। কিন্তু একটা ভাব কোন না কোন প্রকারে বোধ হইতে পারে। কিছু পরে পণ্ডিত শিবনারা-য়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি সংস্কৃত পড়িয়াছেন ও কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি সংস্কৃত পড়ি নাই তবে যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়াছি। নানা শাস্ত্রও ভালরূপ দেখি নাই তবে অল্প অল্প দেখিয়াছি।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার চক্ষেতে শীত লাগে কি না লাগে? শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন—মহান্ পণ্ডিত এখন

আমার পরীক্ষা লইতেছেন। পরে প্রকাশ্যে বলিলেন যে, স্থূল ভাবে যে সকল ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান, তাহাদের শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হয় কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম জ্যোতি তেজরূপ থাকেন অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহার শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ভোগ হয় না।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি দেবতা দেবী কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু ভগবান ইত্যাদিকে মানেন কি না?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি মানি কি না মানি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কারণটা কি? আমি মানি অথবা না মানি; আমি সকলকেই মানি অথবা নাও মানি। এখানে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে দেবতা দেবী শিব দুর্গা কালী বিষ্ণু ভগবান কাহাকে বলে এবং তাঁহাদের স্বরূপ কি ও তাঁহারা কোথায় থাকেন তাঁহারা নিরাকার না সাকার। যদ্যপি নিরাকার হন তাহা হইলে তো নিরাকারের রূপ নাই; দেখা যাইবে না। সকলেই বলে নিরাকার পরব্রহ্ম। যদ্যপি সাকার হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন। যেমন সূর্য্যনারায়ণ দেখা যাইতেছেন। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এই তো সাকার ব্রহ্ম। ইহাঁরা ব্যতীত কেহ হয় নাই হইতেও পারিবে না। যদ্যপি ইহাঁরা ভিন্ন কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু তোমাদের দেবতা দেবী হন তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন তাহা আমাকে দেখাইয়া দিন ও কাহাকে বলে তাহাও আমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমি মানিব। আর যিনি সাকার ব্রহ্ম তাঁহাকে তো আমি মানি।

পণ্ডিত বলিলেন—বিষ্ণু ভগবান বৈকুণ্ঠে আছেন এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে আছেন এবং দুর্গা শিব কৈলাসে ও কাশীতে আছেন, তোমাকে কি প্রকারে দেখাইব।

শিবনারায়ণ বলিলেন—যদি তাঁহারা আপন আপন বাটিতে থাকেন তাহা হইলে এই সৃষ্টি চরাচরের কাজ কি রূপে চলিতেছে, উৎপত্তি পালন ও লয়ের কার্য্য অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া কে করাইতেছেন? যদ্যপি তোমার মধ্যে তিনি না থাকেন তাহা হইলে তুমি যে পাপ পুণ্য করিতেছ তাহা কে বুঝিবে এবং তোমার দুঃখ মোচন করিয়া কে সুখ প্রদান করিবে?

পণ্ডিত বলিলেন—তাহা বটে; কিন্তু আমাদের কাছে তিনি গুপ্ত ভাবে আছেন এবং কাশীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন—কাশী কাহাকে বলে, এবং কাশী বস্তুটা কি—তাহার স্বরূপ কি এবং কিরূপে কাশীতে শিব বিরাজমান আছেন—মনুষ্যরূপে কিম্বা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তররূপে? যদ্যপি মনুষ্যরূপে থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দাও না হয় বুঝাইয়া দাও। কিম্বা যদি বল যে, মৃত্তিকা কাষ্ঠরূপে বিরাজমান আছেন তাহা হইলে তো পৃথিবীতে নানাদেশে নানা স্থানে মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর পড়িয়া আছে—তাহা হইলে তো সকল স্থানেই শিব বিরাজমান আছেন। যদ্যপি তোমরা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর ইত্যাদি ধাতুকে শিব বল তাহা হইলে দেখ তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবেক, তবে কি শিবের নাশ আছে—ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। শিব, দেবতা, দেবী কি বস্তু হইয়া বিরাজমান আছেন, জলরূপে কিম্বা অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে কি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে, কিরূপে বিরাজমান আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও? যদি এইরূপে বিরাজমান থাকেন তাহা হইলে তো সকল স্থানেই তাঁহারা বিরাজমান আছেন তবে এখানে ওখানে যাইবার প্রয়োজন কি?

শিবনারায়ণ আরো বলিলেন—হে পণ্ডিত, তর্ক বিতর্ক, মান অপমান, জয় পরাজয় পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক আপনার ইষ্ট পরমাত্মা অন্তর্যামিকে চিন কিম্বা ত্রিগুণাত্মা সাকার ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে চেন, যাঁহার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না। ইনি তোমাদের সকল ভ্রম এবং কষ্ট নিবারণ করিয়া আনন্দরূপ রাখিবেন। আর ভ্রমে পতিত হইও না ও রাজা প্রজাকে ভ্রমে পতিত করিও না। বিচার করিয়া আপনার ইষ্টকে চেন।

পণ্ডিত আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,এ লোকটা কে যে সকলকে উড়াইয়া দিতেছে? যদ্যপি এ লোকটাকে রাজার কাছে লইয়া যাই তাহা হইলে এ সকল বিষয় খুলিয়া বলিবে। তাহাতে আমরা যেরূপে রাজা প্রজাদিগকে বুঝাইয়া রাখিয়াছি এবং তাহা অপ্রমাণ হইয়া যাইবে আমাদের অন্ন মারা যাইবে ও মান থাকিবে না। পণ্ডিত মনে মনে এই বিচার করিয়া ভাবিলেন, এ লোকটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইতে পারিলে ভাল হয়। পণ্ডিত এই বুঝিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, তুমি এখন এখানে বসিয়া থাক আমি রাজাকে জানাই। তিনি হুকুম দিলে তবে তুমি সেখানে যাইতে পাইবে। শিবনারায়ণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

সেই সময় দ্বারের দ্বারবানেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে মহারাজ এক দিবস বলিয়াছিলেন যে আমার কাশী রাজ্যের মধ্যে এমন কোন মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ জান্মাইলেন না যে এই সৃষ্টির রাজা প্রজার কষ্ট নিবারণ করেন।

এদিকে পণ্ডিত রাজার কাছে যাইয়া যাহা বলিলেন তাহা পণ্ডিত জানেন আর রাজা জানেন। কিন্তু একজন দ্বারবান আসিয়া শিব-

নারায়ণকে বলিল, এখানে অপর ব্যক্তির থাকিতে রাজার নিষেধ আছে। তুমি উঠিয়া যাও।

শিবনারায়ণ বলিলেন—এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাত্রিকাল এখানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে চলিয়া যাইব।

দ্বারবান বলিল—উঠিয়া যাও নতুবা পুলিষে দিব।

শিবনারায়ণ দেখিলেন যে আজ কাল রাজা প্রজা পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে এখান হইতে উঠিয়া যাওয়াই ভাল। যদি পণ্ডিতগণের বুদ্ধি ভাল হয় তাহা হইলে রাজাদের বুদ্ধি ভাল হয় এবং রাজার বুদ্ধি ভাল হইলে প্রজাদেরও বুদ্ধি ভাল হইতে পারে। এই বলিয়া শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া রামনগরে যেখানে রামলীলা হয় সেই পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া বসিলেন। শিবনারায়ণের দুই দিন আহার হয় নাই। রাজার দ্বারে দিনভোর বসিয়া রহিলেন কিন্তু কি রাজা কি রাজ-প্রেরিত পণ্ডিত কেহই একটু জল খাইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করেন নাই। রাজারা কোন বিষয় যথার্থ বিচার করিয়া কার্য্য করেন না কেবল অপরের দ্বারা চালিত হন, এই নিমিত্ত রাজ্যের নাশ হয় এবং লোকে কষ্ট পায়।

রামনগরে সন্ন্যাসী মোহান্তের সহিত সাক্ষাৎ।

সেই পুষ্করিণীর ধারে একজন সন্ন্যাসী কয়েক জন শিষ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক প্রতিদিন সেবা করিতেন। একজন মহাত্মা বসিয়া আছেন দেখিয়া শিবনারায়ণ ভাবিলেন যে ইহাঁর কাছে যাইয়া দেখি ইহাঁর কি ভাব। এই মনে করিয়া শিবনারায়ণ তাহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবা মাত্র সন্ন্যাসীর একজন চেলা বলিল—তোম্ কোন্ হ্যায়, হিঁয়া কেঁও আয়া? অর্থাৎ তুই কে, এখানে কেন আসিলি?
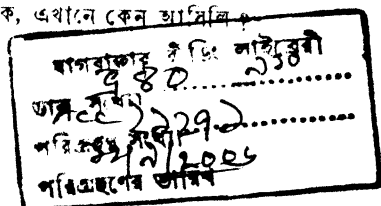
শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি মনুষ্য আপনাকে মনুষ্য জানিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। এক জন চেলা বলিল, বেটা, দেখতা হায় তোম আদমি, তু গৃহস্থ হায় না তু সাধু অর্থাৎ আমি তোকে দেখিতেছি যে তুই মনুষ্য, তবে তুই গৃহস্থ না সাধু ?

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন—যে গৃহস্থ আর সাধু তো শুনিতেছি, কিন্তু কাহাকে বলে তাহা জানি না।

তখন সেই স্থানের যিনি মহাত্মা, তিনি বলিলেন যে উহাকে এখানে ধরিয়া আন, গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে দেখাই-তেছি।

শিবনারায়ণকে চেলা ধরিয়া তাঁহার গুরুর কাছে লইয়া গেল। শিবনারায়ণ সেখানে সেই মোহান্তের কাছে যাইয়া বসিলেন। মোহান্ত সন্ন্যাসী বলিলেন যে, তুই গৃহস্থ আর সাধু মহাত্মা জানিস না ? এত মহাপুরুষ বসিয়া আছে দেখিতে পাইতেছিস না ? আমরা দশনামী, গিরি, পুরি, ভারতী, শৃঙ্গারি মঠ ; আমরা সন্ন্যাসী, দণ্ডী ; আমাদের মধ্যে মড়াই, মঠ, চুলা, চাকি আছে তুই জানিস না। শ্রীবিষ্ণু রামাওত, নিমাওত, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, উহাঁর মধ্যে পঞ্চ সংস্কার ধাম ছত্র ও ইষ্ট এই সব আছে তুই জানিস না ?

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন—গৃহস্থ ধর্ম্মেতেই তো লেজ ছিল, কিন্তু আপনি মহাত্মা হইয়াও এত লেজ বাহির করিয়া রাখিয়াছেন ? অর্থাৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে যখন আপনি ছিলেন তখন আপনি তো বলিতেন যে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষেত্রি, আমার এই গোত্র, আমি এই সম্প্রদায়, আমি কান্যকুব্জ, আমার এই শাখা, আমার এই সূত্র। এই সকল উপাধি ত্যাগ করিয়া আপনি যাহার জন্য মাথা মুড়াইলেন তাহা গৃহস্থ ধর্ম্ম অপেক্ষাও বেশি ? আপনি বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী, শৃঙ্গারি মঠের, আমি গিরি, পুরি, আমার মড়াই

মঠ ইত্যাদি, ইনি আমার গুরু, উনি আমার গুরু ভাই, ইহা অপেক্ষা তো গৃহস্থ ধর্ম্ম ভাল।

তখন সন্ন্যাসী রাগ করিয়া বলিলেন—বেটা! গৃহস্থ কেমন করিয়া ভাল হইল? গার্হস্থ্য অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ভাল, ব্রহ্মচর্য্য হইতে বান্‌প্রস্থ, বান্‌প্রস্থ হইতে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরমহংস পদ শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া বান্‌প্রস্থ লইলাম বান্‌প্রস্থ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইলাম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলাম। গৃহস্থ অপেক্ষা আমি কতগুণে শ্রেষ্ঠ।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন—হে মহাত্মা! আপনি আমার কথাতে রাগ করিবেন না। গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে আপনি যখন গৃহস্থ ধর্ম্মে ছিলেন, তখনও যাহা ছিলেন এখনো তাহাই আছেন। তখন আপনার এই স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছিলেন এখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছেন। আপনি যেখানে যাইতেছেন সেইখানেই তো পঞ্চতত্ত্ব আপনার শরীরে লগ্ন আছে। তবে গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন্ বস্তু আপনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্যের বা কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া বান্‌প্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং বান্‌প্রস্থের বা কি বস্তু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মের বা কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলেন? পরমহংস কি বস্তু? আপনার পূর্ব্বে যে স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ছিল, এখনও তো তাহাই আছে এবং গৃহস্থ ধর্ম্মে আপনি যে বস্তু ছিলেন এখনও সেই বস্তুই আছেন। তবে আপনি কোন্ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া কোন্ বস্তুকে গ্রহণ করিলেন? সে বস্তুটা কি কেবল মনের নানা ভ্রম

মাত্র ? কেবল নানা নাম মাত্র আপনি ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি তো গৃহস্থ ধর্ম্মে যাহা ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। কেবল গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি মার্গে ছিলেন, এখন নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিয়াছেন, যদি নিবৃত্ত হইতে পারেন। স্বরূপেতে তো গৃহস্থ সন্ন্যাসী পরমহংস নাই। স্বরূপেতে যাহা তাহাই থাকে। কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়ে সমভাবে থাকেন তিনি বীর পুরুষ। কাপুরুষ ব্যক্তি প্রবৃত্তি দেখিয়া পলায়ন করে, প্রবৃত্তি সহ্য করিতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কেবল অবস্থা গুণ ক্রিয়া পরিবর্ত্তন হয়, যেরূপ স্বপ্ন অবস্থা লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়। পুরুষ তিন অবস্থাতে একই থাকে, তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদ্যপি আমি আপনাকে ইহার মধ্যে কোন অন্যায়, অযথা বাক্য বলিয়া থাকি তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী মহাত্মা বলিলেন, তুই অনেক ভুল কথা বলিয়াছিস্। যদি তুই আমার চেলা হইস্ তো তোকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। বড় বড় মহান্ পণ্ডিত ও বড় বড় রাজা আমার চেলা।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে মহাত্মা পুরুষ! গুরু এবং চেলা কাহাকে বলে ?

তখন মহাত্মা রাগিয়া বলিলেন, বেটা তুই আমায় চিনিতে পারিতেছ না ? আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছিস ? তোকে আমি ভস্ম করিয়া ফেলিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনাকে তো জানিতে পারিতেছি, আপনি কি না করিতে পারেন ? কিন্তু আমি আমার গাত্রের লোম একটা আপনাকে উৎপাটন করিয়া দিতেছি অগ্রে তাহাকে ভস্ম করুন, তবে পশ্চাতে আমাকে ভস্ম করিবেন। আপনি এতদিন

পর্য্যন্ত কি কাহাকেও ভস্ম করিয়াছেন ? হে মহাত্মা ! ভস্ম হইবার পুরুষ কি কেহ আছেন ? ভস্ম কি কেহ কাহাকে করিতে পারেন ? তবে, কেন মিছা ভ্রমে পতিত হইয়া আছেন ? অগ্নি কি কখন অগ্নিকে ভস্ম করিতে পারেন ? হে মহাত্মা ! শাস্ত্রের পঠিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার শরণাপন্ন হউন, যাহাতে অহঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। সৎ পথে যাইলে সকল ভ্রম কষ্ট নিবারণ হয়।

তখন সেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বলিলেন—মহাশয়, আপনি কে ? আপনি যে এত জ্ঞানের কথা বলিলেন, আপনি কে ? আপনি সাধু না পরমহংস, আপনার তো কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না।

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি কে এবং তুমি যে কে আমি কি বলিব ? যাহা আছি তাহাই। কেবল বলিতে গেলে, আমিও মনুষ্য তুমিও মনুষ্য।

তখন সেই মহাত্মা শিবনারায়ণকে বলিলেন—"আপনাকে চিনিতে না পারিয়া অনেক কটু কাটব্য বলিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিতেছি।" তখন শিবনারায়ণ আপনার মনে মনে বলিলেন, রাজা প্রজা পণ্ডিত এবং সাধুদিগের তো এই গতি হইয়াছে। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কেহ কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন না। যে যে স্থানে যাই সেই সেই স্থানে যদ্যপি কোন পণ্ডিতের সহিত দেখা হয় তাহা হইলে সেই পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন, তুমি শাস্ত্র পড়িয়াছ, এই কথার শব্দার্থ জান ? যদি বলি জানি, তাহা হইলে সেই পণ্ডিত যাহাতে আমি পরাজিত হই এবং তাঁহার নিজের মান বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি বলি যে পড়ি নাই, তাহা হইলে পণ্ডিত—তুই মূর্খ—এই বলিয়া তাড়াইয়া

দেন। কোন সাধুর নিকট যদি যাই, তাহা হইলে সেই সাধু জিজ্ঞাসা করেন যে তুই কোন্ মঠের এবং কোন সম্প্রদায়ের সাধু? তুই কি কি জানিস, তুই কিছু ভস্ম টস্ম করিতে পারিস সোনা বা রূপা করিতে পারিস—কিমিয়া জানিস? যদ্যপি বলি আমি কিছু জানিনা, আমি কোন সম্প্রদায়ের সাধু নহি তাহা হইলে তাহারা বলে যে এ তো আমার সম্প্রদায়ের সাধু নয়, বেটাকে তাড়াইয়া দাও। যদ্যপি রাজার নিকট সৎউপদেশ দিবার জন্য যাই তাহা হইলে কোন রাজা তো আ-মার সম্মুখে আসেন না, পাছে কিছু যাচ্ঞা করি। যদাপি কেহ আসেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন্ বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছ? সিদ্ধ হইয়া থাক তো আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে আমার পুত্র হয় ও রাজ্য বাড়ে। এরূপ প্রশ্নের ইহা ভিন্ন আর কি উত্তর দিব—আমি কি আগে অসিদ্ধ ছিলাম যে এখন সিদ্ধ হইব, যাহা আগে ছিলাম তাহা এখনও আছি, সিদ্ধও হই নাই, অসিদ্ধও হই নাই, যাহা তাহাই আছি। সিদ্ধ অসিদ্ধ হইবার কোন প্রয়োজনও নাই। রাজারা ইহা শুনিয়া তাড়াইয়া দেন, যে তুমি কিছু জাননা, যাও। যদি প্রজার নিকট যাই তাহা হইলে প্রজারা তো দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতে দেয় না। যদ্যপি কেহ কেহ দাঁড়াইতে দেয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি গৃহস্থ না সাধু? যদি বলি যে আমি সাধু তাহা হইলে সে গৃহস্থ বলে, তুমি কোন ঔষধ জান? নাহয় বলে আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমার পুত্র ও ধন লাভ হয়। তাহা হইলে তোমাকে সেবা করিব। সকলের বুদ্ধি একেবারে অসৎ পদার্থে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকলেই ধন, রাজ্য, পুত্র ইত্যাদি সুখ আকাঙ্ক্ষা করে এবং চাহে। কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে কেহ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না ও চাহে না। সুর নর মুনির এই রীতি। স্বার্থ লাভের জন্য প্রীতি।

শিবনারায়ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভাবিলেন, যাহা হউক, যেথানে যাইতেছি সেই খানেই তো এইরূপ ঘটিতেছে। তবে এখন ক্ষত্রিয়কুলে যাই দেখি ইহারা কি করেন। ইহারাই ত চির-কাল সত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন।

ডুমরাওঁ গমন এবং সেখানে নানারূপ পীড়ন।

শিবনারায়ণ এই ভাবিয়া কাশী হইতে পূর্ব্ব মুখে ডুমন্‌রাওঁর নিকট চৌগাই গ্রামের বাবুর নিকট গেলেন। চৌগাঁয়ের বাবুর কন্যার সেই দিবস বিবাহ ছিল। পশ্চিম হইতে এক বাবু খুব ধুম্‌ধামে হাতি ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের এক বাগান বাসা দেওয়া হয়। শিবনারায়ণ বাগানের দ্বারে যাইয়া দেখিলেন বাবুরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন—আপনারা বিবাহের জন্য এখন ব্যস্ত আছেন, এনিমিত্ত সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। কিন্তু আমি বাগা-নের অমুক স্থানে যাইয়া বসিয়া আছি যখন আপনাদের অবকাশ হয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দুই চারি কথা বলিয়া আমি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না।

চৌগাঁয়ের বাবু বলিলেন—বেটা যাব কি না যাব জানি না, তুই যা। তোর মত পাগল এখানে অনেক আছে।

শিবনারায়ণ সেই বাগানে যে সকল বরযাত্রীছিলেন তাহা-দিগকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বরের পিতা যেখানে ছিলেন সেইখানে কাশী হইতে দুইচারি জন মহাত্মা লোক আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহাত্মা শিবনারায়ণকে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে দেখিয়া বরকর্ত্তা বাবুকে বলিলেন— ও বেটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও বেটা চোর, কিছু সোনা রূপার

দ্রব্য গহনা কিম্বা আর কিছু লইয়া পলাইয়া যাইবে। উহাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

মহাত্মার কথা শুনিয়া বাবু দুইজন দ্বারবানকে হুকুম দিলেন—ঐ যে ব্যক্তি ঘুরিতেছে, উহাকে ধরিয়া এখানে আন। দুইজন দ্বারবান তখনি শিবনারায়ণের দুই হাত ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বাবুর নিকট লইয়া গেল। বাবু বলিলেন যে—তুই কে? শিবনারায়ণ বলিলেন আমি মনুষ্য—আদ্‌মি। বাবু বলিল—বেটা তুই সত্য সত্য বল্ নতুবা তোর হাড় চূর্ণ করিব। এবং দ্বারবানকে হুকুম দিলেন যে—বেটা যদি না বলে তাহা হইলে তরবাল আনিয়া হার হাত পা কাটিয়া লও। তখন একজন মহাত্মা বলিলেন, বাবু চোরকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেটাকে দুই চারি থাবড়া মারিয়া বাহির করিয়া দিন। শুনিয়া বাবু দ্বারবানদিগকে সেইরূপ হুকুম দিলেন। দ্বারবানরা হুকুম পাইয়া শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিতে দিতে আধ ক্রোশ দূরে তাড়াইয়া দিল।

এমনি ঈশ্বরের দৈব ঘটনা যে তৎকালে একটা ভয়ানক ঝড় উঠিয়া সেই বিবাহের বাগানের ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি ও খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত হইতেছিল সে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল এবং গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহাতে বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইল। শিবনারায়ণ সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে এক আমের গাছের নীচে বসিয়া রহিলেন। ঝড়ে গাছের ডাল পালা ও আম সেখানে অনেক পড়িয়াছিল। গ্রামের লোক আম কুড়াইবার জন্য রাত্রিতে সেই খানে আসিল। শিবনারায়ণ মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে যাহারা এখানে আসিতেছে ইহারা তো অবোধ। যদ্যপি দেখে যে আমি এখানে বসিয়া আছি মনে করিবে ভূত বসিয়া আছে, নতুবা

চোর আম কুড়াইতেছে এই বলিয়া চীৎকার করিবে। তাই আমি আগে বলিয়া দিই যে তোমরা ভয় করিও না আমি মনুষ্য (আদমি) এখানে বসিয়া আছি। এই ভাবিয়া শিবনারায়ণ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। তৎকালে শিবনারায়ণের কথা শুনিয়া তাহারা কেহ ভূত বলিয়া, কেহ চোর বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গ্রামের অনেক লোক "মার বেটাকে! মার বেটাকে!" বলিতে বলিতে লাঠি লইয়া আসিল। শিবনারায়ণ দেখিলেন যে ইহারা তো পশুতুল্য, সাধু না বলিলে বুঝিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া শিবনারায়ণ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না আমি সাধু। শুনিয়া তাহারা শিবনারায়ণের নিকটে আসিল। শিবনারায়ণ তাহাদিগকে উত্তমরূপ জ্ঞান উপদেশ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। তাহারা শিবনারায়ণকে প্রণাম করিয়া আম কুড়াইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

কিন্তু একজন গৃহী গোস্বামীর পুত্র—যাহার বয়ঃক্রম ৮। ৯ বৎসর হইবে—সেই বালক শিবনারায়ণের নিকট হাতজোড় করিয়া জিজ্ঞসা করিল, মহারাজ আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, আপনার আহার হইয়াছে কি? শিবনারায়ণ বলিলেন আমি চৌগাছ গ্রাম হইতে আসিতেছি, আমার আহার হয় নাই কিন্তু রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি এখন কি করিবে?

সেই বালক বলিল, আপনি কৃপা করিয়া আমার বাটিতে চলুন, আমার বাটিতে খাদ্য দ্রব্য আছে, আপনাকে আহার করাইব। যদি আর কিছু না থাকে দুগ্ধ আছে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি রাত্রিতে কোন গ্রামে যাই না, বাবা। তুমি যাও দিবস হইলে আমি কোন খানে গিয়া আহার করিব, তুমি কোন চিন্তা করিও না।

ঐ বালক চুপ করিয়া সেইখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার মাতাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। মাতা দুগ্ধ ও কলা লইয়া আপনার এক কন্যা ও ঐ বালকের সঙ্গে শিবনারায়ণের নিকট আসিলেন। সেই স্থান তাহাদের বাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূর। একে গ্রাম্য পথ, তাহাতে জল, ঝড়, অন্ধকার। আসিতে অনেক কষ্ট হইয়াছিল। তাহা মনেও না করিয়া সেই স্ত্রীলোক অতি যত্ন সহকারে সেই দুগ্ধ ও ফল সাধুকে আহার করাইলেন। আহারান্তে বালকের মাতা হাত জুড়িয়া বলিলেন, আপনি কৃপা করিয়া আমার বাটীতে চলুন, এখানে ধূলায় কাদায় শুইতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, "মা তুমি বাড়ীতে যাও, আমি গ্রামের মধ্যে যাইব না, আমার এই স্থান ভাল। মা, তুমি কোন বিষয় চিন্তা করিও না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখ, তিনি তোমার সকল দুঃখ কষ্ট নিবারণ করিবেন।" মাতা শুনিয়া আপনার কন্যা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাটিতে চলিয়া গেলেন।

শিবনারায়ণ সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া সকালে উঠিয়া ডুম্‌রাওঁর রাজার দ্বারের নিকট গেলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে রাজা পিতা পুত্রে পাল্‌কি চড়িয়া বাগানে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পুত্র অগ্রে বাহির হইয়া গেলেন। রাজা পশ্চাতে থাকিলেন। তখন শিবনারায়ণ রাজাকে বলিলেন, "হে মহারাজ, গম্ভীর ভাবে আমার একটি কথা শ্রবণ করুন।" রাজা সিপাহিদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "অবোধ কাঙ্গালিদিগকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিতে পার না ?"

সিপাহী হুকুম শুনিয়া শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিল। গলাধাক্কা দিতে দিতে সিপাহির মাথার পাগড়ি খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সিপাহী পাকড়ি পড়ার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া শিবনারায়ণকে লাথি কিল্

করিতে লাগিল। রাজা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, যে আমার সিপাহী বড় উপযুক্ত কিন্তু মাথার পাগড়ি খুলিয়া পড়িয়া গেল, ভাল করিয়া পাগড়ি বাঁধে না। শিবনারায়ণকে মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া তাহারা বাগানে চলিয়া গেল।

শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন যে এবেচারা রাজাদিগের কোন দোষ নাই। যেমন ইহাদের ইষ্টগুরু জড়পদার্থ—পাথর, কাঠ—তেমনি তা ইহাদের বুদ্ধিও হইবে তেজও হইবে। যেমন গুরু হয় তেমনি তো শিষ্যের বুদ্ধি হয়। যদ্যপি ইহাদিগের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা থাকিত তাহা হইলে জড় বুদ্ধি হইত না এবং তেজ বল শক্তি জ্ঞান হইত। তাহা হইলে আমাকে চিনিতে পারিত অথবা আপনাকে চিনিতে পারিত। এইরূপ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে বিমুখ হইয়া ক্ষত্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়াছে।

নেপাল-হরিদ্বার-কাশ্মীর।

শিবনারায়ণ তখন নেপালের দিকে চলিলেন। নেপালের রাজ-পুরুষেরা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল বিনা পাশে তোমাকে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ শেমরাবলা হইতে পাশ লইয়া অন্তর্যামির কৃপায় নেপালে গেলেন। ক্রমে রাজধানীতে গিয়া রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে একজন রাজপুত্র বাটী হইতে বাহির হইলেন। তিনি শিবনারায়ণকে দেখিয়া ভাবিলেন যে কোন দরিদ্র এখানে দাঁড়াইয়া আছে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে রাজন্ আমার একটি প্রার্থনা আছে যদি আপনি গম্ভীর ভাবে শুনেন তাহা হইলে বলিব। তখন—"এই দরিদ্রকে দুই চারিটি পয়সা দিয়া তাড়াইয়া দাও,"—রাজা চাকরকে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। শিবনারায়ণের কথা শুনিলেন না।

শিবনারায়ণ সকল রাজারই এইরূপ ভ্রান্তি হইয়াছে দেখিয়া পুনরায় সেখান হইতে পশ্চিমমুখে একদণ্ডা, শিসাগড়ি হইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে হরিদ্বারে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে হইতে জ্বালামুখি হইয়া জম্বু রাজ্যে চলিয়া গেলেন। যাইয়া শুনিলেন যে রাজা সেখানে নাই, কাশ্মীরে গিয়াছেন। শিবনারায়ণ অমনি পাহাড়ে পাহাড়ে চলিয়া মটনগ্রাম হইয়া কাশ্মীর রাজ্যে গেলেন এবং রাজার বাটীর যেস্থানে কাঙ্গালি এবং সাধুদিগকে অম্বরনাথে যাইবার জন্য খরচা দেওয়া হয় সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ছোট দেওয়ান সাধুদিগকে অম্বরনাথে যাইবার খরচা দিয়া বিদায় করিতেছেন। যখন দেওয়ান সাধুদিগকে বিদায় করিয়া অবকাশ পাইলেন তখন শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, দেওয়ানজি মহাশয়, আপনি রাজার সহিত কি একবার অল্প সময়ের জন্য আমার দেখা করাইয়া দিতে পারিবেন ?

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তোমাকে দেখা করাইয়া দিব ? তুমি কে, সাধু সন্ন্যাসী না পণ্ডিত যে রাজা তোমার সহিত দেখা করিবেন ? যদ্যপি তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইতে তাহা হইলে তোমার গেরুয়া কাপড় কিম্বা রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত, তোমার তো কোন লক্ষণই নাই। যদাপি তুমি পণ্ডিত হও, কোন শাস্ত্র পড়িয়া থাক তো সেই শাস্ত্রের দুই একটা শ্লোক বল। তাহা হইলে রাজার সহিত দেখা করাইয়া দিব। সংস্কৃত না পড়িলে কি রাজার সহিত দেখা হইতে পারে ? যদাপি কিছু শাস্ত্র না পড়িয়া থাক তাহা হইলে রাজার সহিত দেখা হইবে না। তোমার মত অনেক দরিদ্র কাঙ্গালি সাধু আসিতেছে যাইতেছে। যদ্যপি অম্বর-নাথ তীর্থ দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যেরূপ সাধু-দিগকে বিদায় করিয়াছি সেইরূপে তোমাকেও দুই টাকা ও চাউল

চাউল দিয়া বিদায় করিব। যদ্যপি না যাও তো এখানে রাজার সহিত দেখা হইবে না।

শিবনারায়ণ বলিলেন—দেওয়ানজি, আমি সাধু কি আর কেহ, বিদ্যা পড়িয়াছি কি না, এখন পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? রাজার কাছে দেখা করিবার আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই, কেবল সৃষ্টিচরাচরের কষ্ট জানাইবার এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে সৎউপদেশ দিবার ইচ্ছা ছিল। যদ্যপি রাজা ও পণ্ডিতগণ আমার সহিত দেখা করেন বা না করেন তাহা হইলে আমার কোন হানি বা লাভ নাই, তাঁহাদেরই হানি লাভ।

দেওয়ান বলিলেন যে,—তুমি এখন যাও, দুই চারি দিবস পরে কোন সময় আসিও, আমি দেখা করাইয়া দিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন—"আমি দুই চারি দিবস থাকিব না, শীঘ্র চলিয়া যাইব।" শুনিয়া দেওয়ান বলিলেন, "চলিয়া যাবে যাও। তোমার খুসি।"

অমরলিঙ্গ তীর্থ।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া বসিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহারা যে অমরনাথে যায়,—যাইয়া কি দর্শন করে? অমরনাথ নাম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের। তাঁহার কখন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ আছেন। সেই অমরনাথ জ্যোতিঃস্বরূপকে দর্শন করিলে জীব অমর হয়, মৃত্যু ভয় থাকে না। আপনি সদা আনন্দরূপ থাকে। সেই সার অমরনাথ তীর্থ। তাঁহাকেই দর্শন করা জীবের সার্থক। শিবনারায়ণ এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, যখন এই সকল সাধু এবং গৃহস্থ অমরনাথ দর্শন করিতে যাইতেছে, এবং আমিও যখন এখানে আসিয়াছি,

তখন উহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি উহারা কি দর্শন করে এবং উহাদের কি অবস্থা ঘটে। ইহাও পরব্রহ্ম মাতাপিতার লীলা, দেখিয়া যাওয়া চাই।

পরে সকলে যখন চলিল শিবনারায়ণও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। মটন গ্রামে আসিয়া যাত্রীরা বাসা করিল। পরে সেইখান হইতে ছয় সাত দিনের মত খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অম্বরনাথের রাস্তা ধরিয়া চলিল। পথে যেখানে রাত্রি হইত সেইখানে বিশ্রামের জন্য জঙ্গলের মধ্যে আড্ডা করিত। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে দর্শন করাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং অগ্রে যাইয়া স্থানে স্থানে জলের ঝরণার নিকট একটা কুণ্ড খুঁড়িয়া পুষ্প দিয়া সাজাইয়া রাখিত এবং যাত্রীদিগকে বলিত যে এই কুণ্ডে যে ব্যক্তি আড়াই আনা হইতে পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দিবেন তাঁহার ফলের সীমা থাকিবে না। তাহার শীঘ্র কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে। এইরূপ অনেক অনেক স্থানে যাত্রীদিগকে পশু বানাইয়া পাণ্ডারা পয়সা উপায় করিত।

একস্থানে পাহাড়ে যাইয়া পাণ্ডারা একটা পাথর তুলিয়া অন্য একটা পাথরে উপর চাপাইয়া বলিল যে, যে ব্যক্তি এইরূপ পাথরের উপর পাথর তুলিয়া ইহাতে পয়সা টাকা দিবে তাহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে। এমন দানের ফল আর কোন স্থানে নাই। এই ফলের কথা শুনিয়া দুই হাজার, আড়াই হাজার গৃহস্থ এবং সাধু যাত্রীরা পাথরের উপর পাথর তুলিয়া টাকা পয়সা দিল এবং যাহার যেরূপ শক্তি পাণ্ডাদিগকে সেইরূপ দান করিতে লাগিল। দান করিয়া সেখান হইতে অগ্রসর হইল। পাণ্ডারা মনে মনে এই বলিয়া খুসি হইল যে, যাত্রীদিগকে বেশ পশু পাইয়াছি।

কাশ্মীর হইতে দুই চারি জন ইংরাজ ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে

যাইতেছিল। যাত্রীরা গিয়া কি দেখে ইংরাজদের ইহাই জানিবার ইচ্ছা। কতকগুলি মুসলমানও যাত্রীদের সঙ্গে ছিল। তাহারা যাত্রীদিগের ব্যাপার দেখিয়া হাসিত ও পরস্পর বলাবলি করিত যে হিন্দুর ন্যায় অবোধ আর কোন দেশে নাই। পাণ্ডারা ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া টাকা পয়সা লইতেছে—ইহারা বুঝিতেছে না, ইহারা সরল লোক, ইহাদের ছল কপট নাই।

ক্রমে যাত্রীরা এক পাহাড়ের উপর আসিল। সেইখানে চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে জল। জলেতে ঢোঁড়া প্রভৃতি সাপ অনেক; দুই একটা নজরেও পড়ে। ঐ পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলে যে এখানে শিব আছেন। শীঘ্র টাকা পয়সা দিয়া দর্শন কর। এখানকার তুল্য ফল কোন থানেই নাই। শিব সাপের রূপ ধরিয়া মাথা তুলিয়া আছেন, শীঘ্র দর্শন কর, নতুবা জলে মাথা ডুবাইয়া লইবেন। সাধু গৃহস্থ যাত্রীরা শুনিয়া সাপ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, "হে সাপ শিব ভগবান, আমাদিগকে রক্ষা করুন", এবং পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা দান করিতে লাগিল। দান করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়া অম্বরনাথ হইতে তিন ক্রোশ দূরে পাহাড়ের নিকট ভৈরোঁগড্ডির নীচে যাইয়া আড্ডা করিল। সেখানে সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া যাত্রীরা অম্বরনাথ দর্শন করিতে যায়। যাত্রীদিগকে রাত্রে ভৈরোঁ গড্ডির পাহাড়ে উঠিয়া সূর্য্য-নারায়ণ প্রকাশ না হইতে হইতেই অম্বরলিঙ্গ দর্শন করিতে হয়। নতুবা প্রাতঃকাল হইলে বরফের অম্বর লিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণের তেজে গলিয়া জল হইয়া যায়, এই জন্য পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে অতি প্রাতে দর্শন করায়।

রাত্রিতে ভৈরোঁগড্ডির পাহাড়ে যাত্রীরা উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে পাঁচ সাত জন বরফের ভিতরে ডুবিয়া গেল এবং দুই

হইয়া যান অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে যাঁহার নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে এবং অসৎ পদার্থে যাঁহার চিত্তের আসক্তি জন্মে না তিনিই লোভ মোহরূপ গর্ত্তযোনি হইতে মুক্ত হইয়া সদা অনাদি অনন্তকাল আনন্দরূপ থাকেন এবং যে ব্যক্তি অহংকার ইত্যাদি অজ্ঞানেতে অন্ধ হইয়া আত্মা পরমাত্মাকে না চিনেন তিনি অন্ধকাররূপ অজ্ঞান গর্ত্ত যোনিতে পতিত হইয়া থাকেন, এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

পরে সেখান হইতে সকল যাত্রী অম্বরনাথ গুহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গুহার নিকটে পাহাড়ের উপর হইতে বরফ গলিয়া জল পড়িতেছে। তাহাকে পাণ্ডারা অমরগঙ্গা নামে কল্পনা করিয়াছে। উহারা যাত্রীদিগকে বলিল যে তোমরা স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সকলে উলঙ্গ হইয়া এই অমরগঙ্গাতে স্নান করিয়া মুসলমান যে বিভূতি দিয়াছে তাহা অঙ্গে লেপন করিয়া এখানে টাকা পয়সা দান কর। ইহার বড় মাহাত্ম্য আছে এবং শিবের আজ্ঞা আছে যে এখানে উলঙ্গ হইয়া গুহাতে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া যাত্রীরা স্ত্রী পুরুষ সাধু মহাত্মা উলঙ্গ হইয়া অমরগঙ্গাতে স্নান করিয়া বিভূতি মাখিল এবং দান পুণ্য করিয়া অম্বরনাথ গুহাতে যাইয়া অম্বরনাথকে দর্শন করিতে লাগিল। এবং পাণ্ডারা তাহাদিগকে পুনরায় দান পুণ্য করাইল।

সেই গুহার চারিদিকে মুসলমানগণ গর্ত্ত করিয়া গুহা বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে এবং পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলিয়া দেয় যে এই মুসলমানদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া বিভূতি কিনিয়া লও। ইহার বড় মাহাত্ম্য আছে। সেই বিভূতি ব্যবসায়ের পয়সার মধ্যে হইতে পাণ্ডারা অংশ পায়। পাণ্ডা ও মুসলমানদের মধ্যে এই সর্ত্ত আছে যে, যত টাকা পয়সা অম্বরনাথে যাত্রীরা দিবে তাহা চারি

অংশ করিয়া দুই অংশ মুসলমানেরা লইবে, এবং এক অংশ হইতে যাইবার পথ পরিষ্কার করাইয়া দিবে—আর এক অংশ পাণ্ডাদের প্রাপ্য।

এইরূপ সিন্ধু দেশে হিংলাজ নামে এক তীর্থ আছে। সেখানেও মুসলমানেরা এইরূপ পয়সা লয়। এবং এক এক জন স্ত্রীলোক যাহারা বুদ্ধিমতী, যাহারা উলঙ্গ হইতে পারে না, তাহারা লজ্জা নিবারণার্থ এক একটা ভূর্জপত্র কোমরে জড়াইয়া থাকে। কিম্বা যদি কোন স্ত্রীলোক লজ্জাবশতঃ কাপড় ফেলিতে না পারে তাহাকে সকলে সাধু গৃহস্থ ইত্যাদি যাত্রীরা পাপী বলে। অম্বরনাথে যে মুসলমানরা থাকিত তাহারা এবং যে দুই জন ইংরাজ কাশ্মীর হইতে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা পরস্পর গল্প করিয়া হাততালি দিয়া হাসিত এবং বলিত, দেখ, ইহারা কি করিতেছে!

এইরূপ তীর্থযাত্রা দেখিয়া শিবনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন শুন। অম্বরনাথ গুহার মধ্যে যাইয়া কি দর্শন পাওয়া যায়? ঐ সকল পাহাড়ের উপর কেবল বার মাস বরফ জমিয়া থাকে। অম্বরনাথ গুহার সম্মুখে পাহাড়ের ভিতর কয়েক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটা পাথরের উপর হইতে বরফ গলিয়া গলিয়া ঐ গুহার মধ্যেও কয়েক স্থানে বরফ জমিয়া যায়। কোন স্থানে ছোট কোন স্থানে বড় কোথাও নীচু কোথাও উঁচু। পাণ্ডারা ইহার মধ্যে দুইটি স্তূপাকার বরফকে সেই দিবস উত্তমরূপে পালিস করিয়া অম্বরনাথ এবং পার্ব্বতী কল্পনা করিয়া রাখে এবং যাত্রীদিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমরা ইহাঁদের দর্শন কর। যাত্রীরা সেই কথা শুনিয়া সেই বরফের পার্ব্বতী এবং শিবলিঙ্গের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং ভক্তি পূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া চরণ ধূলি লইতেছে এইরূপ ভাব করে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলে যে, আমি কেমন তোমাদের ইষ্টগুরু শিব ও পার্ব্বতী

ঈশ্বরকে তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলাম। যাত্রীরাও প্রসন্ন হইয়া ধন্যবাদ করে এবং টাকা পয়সা দেয়।

শিবনারায়ণ এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে মনে বলিতেন যে পাণ্ডা ও যাত্রী উভয়কেই ধিক্। সনাতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া ইহাদিগের এই সকল দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ইহারা আপনার অন্তরে বাহিরে যিনি পরিপূর্ণ তীর্থ ও জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তাঁহাকে না জানিয়া দেশে দেশে পশুবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, কোন পথ পাইতেছে না। শিবনারায়ণ অমরগঙ্গাতে স্নান করেন নাই, বিভূতি মাখেন নাই ও অম্বরনাথকে প্রণামও করেন নাই। তিনি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সকলে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। শিবনারায়ণ বলেন, উলঙ্গ শব্দের অর্থ এই যে, আত্মা পরমাত্মা অভেদ অর্থাৎ এক হইয়া যান, পরমাত্মাতে অর্থাৎ আপনার স্বরূপেতে দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকে, পরিপূর্ণ রূপে স্বয়ং আপনি থাকেন সেই অবস্থার নাম উলঙ্গ এবং দিগম্বর।

পরে সেখান হইতে যাত্রীরা বিদায় হইয়া যেখানে বস্ত্র ইত্যাদি রাখিয়াছিল সেই ভৈরোঁ গড্ডিতে রাত্রি যাপনার্থে যাত্রা করিল।

রাত্রিকালে শিবনারায়ণ এক জন সাধুকে বলিলেন, "তীর্থস্থানে আসিয়া যদ্যপি কেহ মিথ্যা বলে তাহা হইলে তাহার কোন জন্মে উদ্ধার হয় না, সে চিরকাল নরকে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে কেহ তীর্থে আসিয়া সত্য কথা বলেন তাহার দশ যুগের পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি সদা আনন্দরূপ মুক্তস্বরূপ থাকেন। আমি অম্বরনাথের পায়রা দর্শন করিতে পাই নাই, আমি কেন মিথ্যা বলিয়া নরকে পতিত হইব?" এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণের নিকট সাধু বলিল, "মহাশয় আমিও দর্শন করিতে পাই নাই।"

এই কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই বলিয়া উঠিল, আমরাও দর্শন করিতে পাই নাই।

অনন্তর যাত্রীরা সেখান হইতে রওনা হইয়া মটন্ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যাত্রীরা এক রাত্রি বিশ্রাম করিবে। যাত্রী-দের আড্ডার নিকট একজন গোয়ালা এক কলসী দুগ্ধ লইয়া বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইলে এক জন শ্রীবৈষ্ণব সাধু তাহার দুগ্ধের দাম পাঁচ সিকা ঠিক করিয়া বলিল, "আমার বাসাতে দুগ্ধ লইয়া চল"। সেই সময় আর একজন সন্ন্যাসী-মহাত্মা উঠিয়া গোয়ালাকে বলিলেন যে "দুগ্ধের কত দাম লইবে ?"

গোয়ালা বলিল আড়াই টাকা।

সন্ন্যাসী বলিল, আমার বাসাতে লইয়া চল, আড়াই টাকা দিব—শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন, "আমি ১।০ সিকা দাম স্থির করিয়াছি, তোমাকে দিতে দিব না।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "চুপ্ কর, নতুবা ভাঙ্গের মতন ঘুঁটিয়া তোকে খাইয়া ফেলিব।" শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন, "কখন কাহাকে ঘুঁটিয়া খাইয়াছিস্ ?"

এই কথা বলিয়া দুই জনে কলসী ধরিয়া টানাটানি করাতে কলসী ভাঙ্গিয়া দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গেল। তৎকালে সন্ন্যাসীর কাছে একগাছ লাঠি ছিল। সেই লাঠি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবকে ২। ৩ ঘা মারিল। তাহাতে একদিকে কতকগুলি শ্রীবৈষ্ণব ও আর দিকে কতকগুলি সন্ন্যাসী জুটিয়া উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল এবং কাহারও হাত, কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেল। ২।৩ শত সন্ন্যাসী এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগেরও কয়েক জন এইরূপে আহত হইল। মুসলমানেরা মটন্ গ্রাম হইতে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণব এবং সন্ন্যাসী উভয় দলকে দুই দিকে গলা ধাক্কা দিয়া বিবাদ নিবারণ করিয়া এই বলিয়া গালি দিতে লাগিল যে, "তোরা মাথা মুড়াইয়া সাধু হইয়া পরস্পরে

এইরূপ ঝগড়া, মারামারি করিস্, শান্ত গম্ভীর ভাবে থাকিতে পারিস না, তোদের অপেক্ষা গৃহস্থেরা ভাল। তাহারা নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করে, অভ্যাগতকে যথাশক্তি দান করে, ও ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।"

(এই সকল অবস্থা দেখিয়া শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে, অম্বরনাথ দর্শন করিবার ফল অতি শীঘ্র সাধুরা প্রাপ্ত হইলেন এবং আহত ব্যক্তিরা পড়িয়া পড়িয়া কৈলাস ভোগ করিতেছেন।)

পরে ওখান হইতে শিবনারায়ণ কাশ্মীর আসিলেন এবং কাশ্মীরে এক রাত্রি থাকিয়া সেখান হইতে বারমুলা ছাউনির পথ ধরিয়া পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। বারমুলা ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে রাস্তার নিকটে একটা মুদির দোকান আছে। সেই দোকানে হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুই জনে এক খানি খাটের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় সেই দোকানে দুইজন অশ্বারোহী মুসলমান আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিল এবং ব্রাহ্মণ দুই জনকে খাটের উপর হইতে উঠিয়া যাইতে বলিল। তাহাতে তাহারা বলিল যে, "আমরা ব্রাহ্মণ।" এই কথা শুনিয়া দুই দিক হইতে দুই-জন মুসলমান ঘোড়ার চাবুক লইয়া সেই ব্রাহ্মণ দুই জনকে মারিতে আরম্ভ করিল,—ব্রাহ্মণ দুইজন অত্যন্ত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে "আমাদের অপরাধ মাপ করুন।" তাহাতেও মুসলমান-দের দয়া হইল না, তাহারা আরো মারিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, "আমাদের সম্মুখে তোরা খাটের উপর বসিয়া শুইয়া থাকিস্? তোরা কাফের, আমাদের অপেক্ষা নীচ জাতি, তোরা হিন্দু অর্থাৎ হীনবল ও তেজোহীন এবং মানেও হীন। অতএব তোরা কিরূপে আমাদের সম্মুখে খাটের উপরে বসিবি?" এবং এই বলিয়া

আরো মারিতে লাগিল। দুইটি ব্রাহ্মণ মার খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তৎকালে সেই দোকানের মুদি আসিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল যে, "হুজুর মাপ করুন।" সেই মুদিও হিন্দু। সে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া এইরূপ বলাতে তাহারা মুদিকেও মারিতে আরম্ভ করিল এবং মার খাইতে খাইতে মুদিও অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

শিবনারায়ণ তৎকালে সেই দোকানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া হিন্দুদিগকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া মুসলমানদিগকে ডাকিয়া প্রীতি পূর্ব্বক উভয় পক্ষকে শান্তভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, "তোমরা বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখ; তোমরা বিবাদ করিয়া মরিতেছ কেন? মুসলমান বস্তুটা কি? লাল, কাল, হরিদ্রা না পীত বর্ণ? হাড় চামড়া না মাংস? তোমরা হিন্দু হইতে তফাৎ কিসে? যদ্যপি ত্বকচ্ছেদ করাকে মুসলমান বল তবে তাহা যথেষ্ট নহে। প্রথমে তো সকলেই হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছ। হিন্দুরাই তোমাদের আদি বীজ। তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষ জান। তবে তাহাদিগকে দেখিয়া কেন তোমরা জ্বলিয়া মর। আর ঐ গরিব ব্রাহ্মণদিগকে বিনা অপরাধে মারিয়া কেন অনর্থক কষ্ট দিলে? যদ্যপি উহাদের বল থাকিত এবং তোমাদিগকে মারিত তাহা হইলে তোমাদের কত কষ্ট হইত। সকলেই তো খোদার অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। মারপিট এরূপ করিতে নাই, বিচার করিয়া শান্তভাবে চলিতে হয়।

মুসলমান দুই জন বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিতেছেন, মহারাজ, আমরা কি করিব? যেমন মৌলবীরা বলিয়া দেয় আমরা সেইরূপ করি। আমরা জানি যে হকের নাম মুসলমান, কিন্তু দেখিতে পাই আমাদের মুসলমানের মধ্যে কত জন মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু আমরা ঠিক।

অনন্তর শিবনারায়ণ সিন্ধু নদী পার হইয়া পেশওয়ারে যাইয়া কেল্লার সম্মুখে একটা কূপের নিকট আশ্রয় লইলেন। তাহার অনতিদূরে বাগানে একটা কুণ্ড আছে, সেখানে একজন ব্রহ্মচারী থাকিতেন। সেই ব্রহ্মচারী আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "আপনি রাত্রে এখানে থাকিবেন না, সহরে যাইয়া থাকুন। যদ্যপি এখানে থাকেন তাহা হইলে মুসলমানেরা আসিয়া আপনার গলা কাটিয়া ফেলিবে, নতুবা শুন্নৎ করাইয়া মুসলমান কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া দিবে, জাত মারিয়া ফেলিবে। আমরা দিবসে এখানে থাকি, রাত্রে সহরের মধ্যে থাকি। সহরে দিবসে ইংরাজ সিপাহীরা পাহারা দেয়, রাত্রি হইলে কপাট বন্ধ করিয়া রাখে। নতুবা উহা-দিগকে বাহিরে পাইলে মুসলমানেরা কাটিয়া ফেলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সকল জাতি আমাতে প্রবেশ করিবে, যেরূপ সমুদ্রেতে সকল নদীর জল যাইয়া পড়ে।"

শিবনারায়ণ ব্রহ্মচারীকে এইকথা বলিয়া রাত্রে সেইখানে বিশ্রাম করিলেন। পরে সেখান হইতে কাবুলের দিকে দুই তিন দিনের পথ যাইয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পেশোওয়ার হইতে পঞ্জাবের মুখে এক গ্রামের বাহিরে বৃক্ষের তলায় একদিন বসিয়া আছেন—এক নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখিতে পাই-লেন। সেই গ্রামের মধ্যে সকলেই মুসলমান, কেবল মাত্র দুই তিন জন হিন্দু। এক মুসলমানের পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার অভি-প্রায়ে একজন হিন্দুর একটি কন্যাকে অপর গ্রামের কতকগুলি মুসলমান আসিয়া বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। কন্যাটি অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এবং তাহার পিতা মাতা হায়! হায়! করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং সেই

মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল, "আপনারা দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন।" মুসলমানেরা দয়া না করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

নিকটেই এক হিন্দু মুদির দোকান ছিল; শিবনারায়ণ মুদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একি ঘটনা হইতেছে?

মুদি বলিল মহারাজ, এদেশের হিন্দুদের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব? কোন বিচারক রাজা নাই। হিন্দুরা নালিশ করিলে মুসলমানেরা কাহারও কথা শুনে না। তাড়াইয়া দেয়, বলে যে, "তোর কন্যাকে অপর জায়গায় ত বিবাহ দিতিস, না হয় আমরা ধরিয়া আনিয়া আমাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছি। আমরা মুসলমান, বড় জাতি।" মহারাজ, এদেশে সকলেই মুসলমান। কোন কোন গ্রামে দুই তিন জন করিয়া হিন্দু আছে। তাহাদের কন্যারা রূপবতী হইলেই মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়। কিম্বা যে কন্যার বিবাহ হইয়াছে এবং সুন্দরী তাহাকে পথে ঘাটে যদি দেখে তাহা হইলে তাহার অলঙ্কারাদির সহিত তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। দুই চারিমাস তাহাদের বাটিতে রাখিয়া সেই কন্যার পিতা মাতাকে পত্র লেখে যে তোমরা দুই শত অথবা পাঁচ শত (যাহার যেরূপ ক্ষমতা) টাকা দিয়া তোমাদের কন্যাকে লইয়া যাও। মাতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ি যে কেহ থাকে তাহারা টাকা দিয়া সেই কন্যাকে মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করে। যে গ্রামে দশ পোনের ঘর হিন্দু আছে সেই গ্রামে দুই এক বৎসর অন্তর মুসলমানেরা আসিয়া তাহাদের যাহা কিছু অর্থ থাকে হিন্দুদিগকে বাঁধিয়া সেই সমস্ত কাড়িয়া লয় ও তাহাদের ঘরে যে সকল সুন্দরী স্ত্রীলোক থাকে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুস্থানে যে ইংরাজ রাজা আছেন তাঁহাকে শত শত

ধন্তবাদ দিই। কেননা তাঁহারা গরিবের ছুঃখ শুনেন এবং তাঁহাদের শাসনে বলবান ব্যক্তি গরিবদিগকে বলপূর্ব্বক কোন কষ্ট দিতে পারে না। যদ্যপি কষ্ট দেয় নালিশের সদ্বিচার করিয়া কষ্ট নিবারণ করেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমরা এত কষ্ট পাইয়া এদেশে কেন থাক, হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইতে পার না?

সেই মুদি ছুঃখ করিয়া বলিল, হে মহারাজ, আমরা কয় জন আছি কোন্ দেশে কোন্ গ্রামে যাইব। আগে আমরা এই দেশে সকলেই হিন্দু ছিলাম। আমাদের মধ্যে মুসলমান একজন ও ছিল না, আমরা বংশাবলি ক্রমে আনন্দ পূর্ব্বক ছিলাম। একজন মুসলমান বাদসাহ বল-পূর্ব্বক গ্রামের হিন্দুদিগকে গোমাংস খাওয়াইয়া মুসলমান করিয়া দিয়াছে। আগে আমাদের হিন্দু নাম ছিল না, আর্য্য নাম ছিল। উহারা দেখিল যে আয্য নামের অর্থ শ্রেষ্ঠ, তাহারই জন্ত গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ঢেড়্‌রা পিটাইয়া দিল যে, আজ হইতে যাহার আর্য্য নাম শুনিব তাহাকে কাটিয়া ফেলিব। তোমরা হিন্দু নাম লও, হিন্দু নাম সকলের নীচ নাম, এবং খোদার নাম জপ। গ্রামে হিন্দুদের ঘরে কেহ মরিলে যদি আত্মীয় স্বজন কান্না কাটি করিত, তাহাদের হুকুম দিত যে তোমরা এরূপে কাঁদিতে পারিবে না। বুক্ চাপড়াইয়া কাঁদিতে হইবে। যেরূপ আমরা মহরমের দিনে বুক চাপড়াইয়া কাঁদি, সেইরূপ। মহারাজ! হিন্দুস্থানে কেহ হিন্দু রাজা নাই। হিন্দুরা সকলেই বলহীন মুখসর্ব্বস্ব কিন্তু কাজে কিছুই পারে না। অতএব আমাদের হিন্দুদিগকে ধিক্। এই বলিয়া মুদি কাঁদিতে লাগিল।

শিবনারায়ণ ইহার পরে সেখান হইতে পঞ্জাবের এক গ্রামে আসিলেন। সেখানে আর এক কথা শুনিলেন। সেই গ্রামে ছুই

জন ব্রাহ্মণ সন্তান পেশোয়ারাভিমুখে গমন করিতেছিল। মুসলমানেরা তাহাদের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে গোমাংস খাওয়াইয়া দেয়। তাহারা দুই জনে আপন গ্রামে আসিয়া তাহাদের পিতামাতাকে সকল অবস্থা বলাতে মাতাপিতা পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহার কি উপায় করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা বলিলেন যে, দুই শত করিয়া টাকা প্রত্যেককে আনিতে হইবে তাহা হইলে ইহারা শুদ্ধ হইয়া যাইবে নতুবা ইহাদের শুদ্ধ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত গরিব। ভিক্ষা দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। দুই শত টাকা তাহারা কোথা হইতে দিবে? তাহারা টাকা দিতে না পারাতে সেই সন্তান দুইটিকে ঘরে লইতে পারিল না, তাড়াইয়া দিল। তাহারা মুসলমানদের ঘরে গেল। এইরূপে মুসলমানদের দলপুষ্ট হইতে লাগিল। শিবনারায়ণ এই সকল অবস্থা দেখিয়া বিচারকর্ত্তাকে ধিক্‌কারদিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, টাকা কি কখন জীবকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিতে পারে? কেবল মনের ভ্রম ও সমাজের শাসন মাত্র।

হিন্দুদের এই দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত পাশী অর্থাৎ শিউলিদের মধ্যে আছে। শিউলিরে মধ্যে যদি কেহ অখাদ্য বস্তু খায় অথবা কোন অপরাধ করে তাহা হইলে তাহাদের পণ্ডিতেরা এবং ভাই জ্ঞাতিরা বলে, "যদি তুই আমাদের প্রত্যেককে আধসের করিয়া তাড়ি দিস্ তাহা হইলে তোকে শুদ্ধ করিয়া লইব।" সেই ব্যক্তি যদি আধসের করিয়া তাড়ি দেয় তাহা হইলেই সে শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং না দিতে পারিলে অশুদ্ধই থাকে।

অনন্তর শিবনারায়ণ পঞ্জাব হইতে অম্বরসহর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পুকুরের মধ্যে যে নানকজির মন্দির আছে তাহার মধ্যে যাইয়া সেই মন্দিরের অর্থোপায়ের অবস্থা সকল দেখিলেন।

দেখিলেন গ্রন্থ সাহেবকে অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীকে সকলে প্রণাম করিতেছে এবং টাকা কড়ি পয়সা দিতেছে।

শিবনারায়ণ শুনিলেন সেই স্থানে লোকে যথার্থ সাধুদিগকে চিনিতে পারে, এবং তাহাদের সেবা করে। সেই পুষ্করিণীর চারি দিকে মোহান্তদিগের স্থান আছে, এবং তথায় সাধুদিগের নিয়মিত সেবা হইয়া থাকে। শিবনারায়ণ অপরাপর সাধুদিগের সঙ্গে আহারের সময় মোহান্তদের বাসায় যাইতেন। যে সকল সাধুর রঙ্গিন কাপড় থাকিত, এবং মস্তকে জটা ইত্যাদি নানা প্রকার ভেকের চিহ্ন থাকিত মোহান্তগণ তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক বসাইতেন, এবং আহার করাইতেন। কিন্তু শিবনারায়ণের কোন রূপ ভেকের চিহ্ন ছিল না। তাঁহার জীর্ণ চাদর ও গায়ে ধূলা দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিত।

পরে শিবনারায়ণ অম্বর সহর হইতে বাহির হইয়া এক ক্রোশ দূরে শুখাতলাও স্থানে আসিয়া দশ পনর দিন অবস্থান করিলেন। সেই গ্রামের দুই একজন সাধু শিবনারায়ণকে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত এবং তাঁহারা কথা বার্ত্তা শুনিয়া আহ্লাদিত হইত। এই সংবাদ পাইয়া গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিত, এবং তাঁহার উত্তমরূপে সেবা করিত। ক্রমে ক্রমে অম্বর সহরের সেই মোহান্তরাও শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া লজ্জিত হইতে লাগিল।

সেই সহরের মধ্যে রাজারাম নামে একজন ক্ষত্রিয় শিবনারায়ণকে প্রীতি পূর্ব্বক সেবা করিত। সেই ব্যক্তি যে দিবস শিবনারায়ণকে পুকুরের ধারে দেখিল সেই দিবস বিছাইবার জন্য একটা কম্বল এবং গায়ে দিবার জন্য একটা লুই এবং একটা জলপাত্র রাখিয়া গেল।

অনন্তর দুই এক দিবস পরে শিবনারায়ণ জঙ্গলের মধ্যে খালের ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন এমন সময় একজন সাধু শিবনারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া রাজারাম শিবনারায়ণকে যে সকল বস্ত্র দিয়াছিলেন সুযোগ পাইয়া সেই সকল বস্ত্র অপহরণ করিয়া লইয়া গেল এবং এক দোকানদারের কাছে পাঁচ টাকায় বন্ধক রাখিয়া বলিল, আমি এই টাকা দিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ বস্ত্র ছাড়াইয়া লইব।

মুদি সেই দ্রব্যাদি রাখিয়া পাঁচটি টাকা দিল। সাধু টাকা পাইয়া আফিন, গাঁজা এবং নানাবিধ মিষ্টান্নে তাহা ব্যয় করিল। পরে শিবনারায়ণ বেড়াইয়া আপন স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, সে সকল বস্ত্র সেখানে নাই। কিছুক্ষণ পরে রাজারামও শিবনারায়ণকে সেবা করিবার জন্য তথায় আসিয়া দেখিল তাঁহার কম্বলাদি কিছুই নাই। সে শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ সেই সকল বস্ত্র কি হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে "যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া গিয়াছেন।" রাজারাম বলিলেন, "মহারাজ বোধ হয় কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, পুনরায় আমি আনিয়া দিতেছি, আপনার কষ্ট হইবে।"

শিবনারায়ণ বলিলেন "আমার কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না, আমার এক চাদরেই যথেষ্ট হইবে। অপর বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

রাজারাম সেই কথা না শুনিয়া বাটিতে গিয়া পুনরায় সেইরূপ দ্রব্যাদি আনিয়া দিল। এদিকে যে সাধু কম্বলাদি অপহরণ করিয়া যে দোকানে বন্ধক রাখিয়াছিল, তথায় যাইয়া বলিল যে "আরো এক টাকা আমাকে দাও। আমি এখন দ্রব্যাদি ছাড়াইতে পারিতেছি না।" মুদি ক্রোধ প্রবৃত্ত সেই সমস্ত তাহাকে দিয়া বলিল, যে "এই তোমার বস্ত্র লও আমার টাকা দাও। আমি আর রাখিতে

পারিব না"। ঐ সময় সেই দোকানে রাজারামের চাকর বসিয়াছিল। সেই চাকর চিনিল যে এই সকল বস্তু তাহার মনিব স্বামীজীকে দিয়াছিল। এই সাধু চুরি করিয়া আনিয়াছে। তখন সে চুপি চুপি যাইয়া তাহার মনিবকে খবর দিল। রাজারাম তৎকালে আসিয়া সেই দ্রব্যাদির সহিত সাধুকে ধরিল। অপর অপর ব্যক্তি সেই সাধুকে মারিতে লাগিল এবং বলিল যে ইহাকে পুলিষে দাও! রাজারাম বলিল তোমরা ইহাকে মারিও না এবং পুলিসে ও দিও না। শিবনারায়ণ স্বামী আমার পুলিস, তাঁহার কাছে লইয়া চল।

পরে সকলে শিবনারায়ণের কাছে তাহাকে লইয়া আসিল এবং সকল অবস্থা বলিল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে "রাজারাম তুমি এই সকল দ্রব্য আমাকে সুখভোগের জন্য দিয়াছিলে। কিন্তু এই ব্যক্তি আপনার সুখভোগের জন্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কি করিবে, উহার অপরাধ মাপ করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যকে দণ্ড যদি না দেওয়া যায় তাহা হইলে এই প্রকৃতির অপর অপর ব্যক্তির ভয় হয় না এবং উত্তম-রূপ ব্যবহার কার্য্য চলে না। আর উত্তম ব্যক্তিকে দুষ্টস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা কষ্ট দেয়। এই জন্য দুষ্ট স্বভাব দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য। একজনকে শাসন করিলে দশ-জনে দেখিয়া উত্তম পথে চলিবে। ইহাতে সকলের উপকার হয়। কিন্তু আমার কাছে যখন ইহাকে আনিয়াছ তখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও"। রাজারাম এমন জ্ঞানবান এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে তিনি সেই চোরকে ছাড়িয়া দিলেন। এবং মুদিকে পাঁচ টাকা দিয়া সেই সকল দ্রব্য ছাড়াইয়া লইলেন।

পরে শিবনারায়ণ বলিলেন আমি এখান হইতে গমন করিব। এই সকল দ্রব্যাদি তুমি আপন বাটিতে লইয়া রাখিয়া দাও; যদ্যপি

কোন মহাত্মার অভাব হয় তাহা হইলে তাহাকে দান করিও। রাজারাম শিবনারায়ণকে বলিলেন আপনি কোন্ দেশে যাইবেন, আমি আপনাকে যাতায়াতের রেলভাড়া দিব। আপনি পুনরায় অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন আমি "সিন্ধুদেশে যাইব"। তোমার রেলভাড়া দিতে হইবে না। আমি দেশের অবস্থা দেখিতে দেখিতে পদব্রজে চলিয়া যাইব।" রাজারাম শুনিলেন না। সিন্ধুদেশে ডূড়িশঙ্কর পর্যন্ত টিকিট করিয়া দিলেন এবং দুইটা মোহর কাগজেতে মুড়িয়া শিবনারায়ণের হস্তে এই বলিয়া দিলেন যে আপনার অন্য সাধুর ন্যায় কোন ভেক নাই, আপনাকে কেহ চিনিতে পারে না। আপনার কাছে ইহা থাকিলে আপনার যে সময় যে বস্তুর প্রয়োজন হইবে সেই সময় ইহা ভাঙ্গাইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। শিবনারায়ণ বলিলেন যে "হে রাজারাম! বুঝিয়া দেখ সাধু মহাত্মাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন কি? আমাদের কন্যা পুত্রের কি বিবাহ দিতে হইবে যে টাকা পয়সা লইতে হইবে এবং রাখিতে হইবে। টাকা পয়সা গৃহস্থদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখা চাই, কারণ টাকা পয়সা বিনা গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। সাধু মহাত্মাগণের টাকা পয়সা লওয়া উচিত নয় এবং গৃহস্থদের ও সাধুকে তাহা দেওয়া উচিত নয়। যিনি যথার্থ সাধু মহাত্মা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামী যাহার ধন, তাহার এ মিথ্যা ধনে প্রয়োজন কি? তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য কেবল মাত্র এক মুষ্টি অন্নের প্রয়োজন। আর উলঙ্গ অবস্থা নিবারণার্থ সামান্য বস্ত্রের প্রয়োজন। তিনি যেখানে যান গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত আছে। যে সময় যাহা প্রয়োজন হইবে সেই সময়ে অন্তর্য্যামি স্বয়ংই মনুষ্যের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিবেন। যদ্যপি পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস থাকে,

এবং অন্তরে যদ্যপি তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে কোন কারণবশত টাকার প্রয়োজন হইলেও সেই দেশে টাকাও মিলিবে। অতএব তুমি এই মোহর লইয়া যাও, এবং উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি কিনিয়া বাড়িতে আপনারা সপরিবারে খাও এবং ক্ষুধার্ত্তদিগকে দান কর”।

এইরূপে শিবনারায়ণ মোহর ফিরাইয়া দিয়া রেলগাড়িতে চাপিয়া সিন্ধুদেশে চলিয়া গেলেন। সিন্ধুদেশে দুই চারি দিন ভ্রমণ করিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিলেন। পঞ্জাবে আসিয়া পাতিওয়ালা ও নাভা হইয়া দিল্লি চলিয়া গেলেন। দিল্লি হইতে গোয়ালিয়ার রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরে রাজাদিগের অবস্থা দেখিয়া ভরতপুরে এবং করালিতে, অনন্তর করালি হইতে জয়পুর রাজবাটিতে যাইলেন। সেখানেও অপর রাজাদের ন্যায় তাহাদের অবস্থা দেখিয়া, সেখান হইতে বিকানির মাড়োয়ার রাজ্য হইয়া, যোধপুর রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন। যোধপুরে রাজার অধীনস্থ একজন জমিদার ছিলেন। সেই জমিদার যোধপুরের রাজাকে কর দিতেন, কিন্তু সেই জমিদার কোন কারণ বশতঃ রাজাকে কয়েক বৎসর হইতে কর দিতে পারেন নাই। জমিদার বলিতেন, যে আমার কাছে টাকা উপস্থিত হইলেই আপনাকে দিব। এক দিন রাজা বলিলেন, আমাকে এখনি টাকা দাও, আমি শুনিব না। যদ্যপি টাকা না দাও তাহা হইলে তোমাকে আমার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে দিব না, তোপে উড়াইয়া দিব।

সেই জমিদার বলিলেন—আপনি রাজা, সমস্তই করিতে পারেন।

মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিল, যে পেড়াপিড়ি না করিলে সহজে টাকা দিবে না। রাজা তাহাই শুনিয়া সৈন্য সামন্ত তোপ গোলা গুলি লইয়া সেই জমিদারের ঘর বাড়ি তোপে উড়াইয়া দিল।

যেমন তোপ ছাড়িতে লাগিল, অমনি তাহারা ভয়েতে বাটি হইতে বাহির হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য জঙ্গলে পলায়ন করিল। অনেক লোক রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, এবং ইংরাজেরাও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সেই সময় শিবনারায়ণ একখানি জীর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, দরিদ্রের ন্যায় সেখানে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা শিবনারায়ণকে দেখিয়া, চাকরদিগের উপর রাগ করিয়া বলিলেন যে এই দরিদ্রকে এখানে কেন আসিতে দিলে। ইহাকে বাহির করিয়া দাও।

শিবনারায়ণ দেখিলেন যে ক্রোধ প্রযুক্ত রাজা ভ্রমে অন্ধ হইয়া আছেন, এখন কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

রাজার চাকর শিবনারায়ণকে হাত ধরিয়া গলা ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তায় তুলিয়া দিলেন। শিবনারায়ণ সেখান হইতে আবুপাহাড়ের দিকে চলিলেন। তিনি পালিগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার সময় বসিয়া আছেন তৎকালে যোদ-পুরের রাজার চাকর, তাহার পদবী গোঁসাই ভারতী, যোদপুর হইতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পালিগ্রামে যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালে দেখিল যে শিবনারায়ণ সেখানে বসিয়া আছেন। এখানে কোন গ্রাম নাই মনুষ্য নাই জল নাই কেমন করিয়া রাত্রে এ ব্যক্তি এখানে থাকিবে এবং বাঁচিবে এই ভাবনায় করুণার্দ্র হইয়া সে শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কে এখানে বসিয়া আছ? তুমি কোথায় যাইবে?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি মনুষ্য আমি পালি যাইব।

ভারতী গোঁসাই বলিলেন—তুমি আমার এই উষ্ট্রে আরোহণ কর তোমাকে পালিতে ষ্টেসনের কাছে নামাইয়া দিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি এখানে রাত্রে থাকিব, কল্য সকালে চলিয়া যাইব।

ভারতী তাহা শুনিল না, সে আপন উষ্ট্রে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া পালিতে গমন করিল এবং আপনার বাসাতে লইয়া যাইয়া শিবনারায়ণকে সেবা শুশ্রূষা করিয়া সেই রাত্রে সেখানে বিশ্রাম করিতে দিল। ওখান হইতে শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ে যাইলেন। অনেকের মুখে শুনিলেন যে বড় বড় ঋষি মহাত্মা আবু পাহাড়ে থাকেন। শিবনারায়ণ আবু পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে গুহাতে এবং উপরে সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধু মহাত্মাদিগকে দেখিলেন। যেরূপ প্রবাদ ছিল তাহার মধ্যে সেরূপ সাধু একটিও পাওয়া গেল না। যাহাকে দেখিলেন সেই ধন তৃষ্ণাতুর। চারিদিক হইতে গৃহস্থেরা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া বলিতেছে আমাকে পুত্র দেন ধন দেন ইত্যাদি,—আর সাধু মহাত্মাগণ বলিতেছেন যে যখন তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ তখন তোমাদের সকলই আমি দিব, কোন চিন্তা করিও না। তুমি বাড়ি গিয়া দশ টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া দিও। আমি এমন ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিব যে তোমার পাঁচটী এমন পুত্র হইবে যে তাহাদের তেজে সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে না এবং গাছের এমন একটা শিকড় দিব তাহাতে তোমার কৈলাস লাভ হইবে এবং একটু বিভূতি ও সেই শিকড় একটু খাইলে যেখানে সেখানে উড়িয়া যাইতে পারিবে।

সেই কথা শুনিয়া গৃহস্থেরা পশু হইয়া কেহ দশ টাকা কেহ পঁচিশ টাকা লইয়া গুহার মধ্যে সেই প্রবঞ্চক সাধুদিগকে দিয়া আইসে।

সেই পাহাড়ের উপর একটা পুকুর জলে পরিপূর্ণ আছে ও ইংরাজেরা সেখানে কৈলাস ভোগ করিতেছেন।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে বরদার রাজ্যে যাইলেন। রাজ-

বাটীতে যাইয়া অন্য অন্য রাজাদের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে গ্রীনাড়ী পাহাড়ে চলিয়া গেলেন।

নীচে ঝুনাগড়ের নিকট যেখানে শবদাহ করে সেইখান হইতে গ্রীনাড়ি পাহাড়ে উঠিবার পথ আছে। সেইস্থানে অনেক দেব-মূর্ত্তি লইয়া একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। শিবনারায়ণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী, বা ব্রহ্মচারীর ঠাকুরকে প্রণাম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী রাগ করিয়া বলিলেন, "বেটা, তুই কে যে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করিলি না?" শিব-নারায়ণ বলিলেন, "ঠাকুর কোথায় আছেন? ও সকল তো দেখি-তেছি পাথর এবং পিত্তলের পুত্তলি উহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলে থাল, গেলাস ঘটি বাটী পাহাড় পর্ব্বত ইত্যাদি সকল বস্তুকেই ত প্রণাম করিতে হয়?" ব্রহ্মচারী বলিলেন,

"তুমি কে, তুমি কোন শাস্ত্র পড়িয়াছ, তুমি গৃহস্থ না সাধু?" শিবনারায়ণ বলিলেন "আমি গৃহস্থ কি সাধু তাহা জানি না, এবং গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি না।" ব্রহ্মচারী শুনিয়া হাত জোড় করিয়া শিবনারায়ণকে বসিবার জন্য একটী কম্বল পাতিয়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি কোন শাস্ত্র পড়ি নাই এবং সকল শাস্ত্রই পড়িয়াছি। তোমাদের শাস্ত্র বেদেতে তো লেখাই আছে, সাকার বিরাট পরব্রহ্মের নেত্র সূর্য্য-নারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ মন; এই প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার প্রণাম ও ধ্যান পূর্ব্বক পূজা কর, ওঙ্কার মন্ত্র জপ কর এবং অগ্নিতে আহুতি দাও। এই জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদিগকে সকল কষ্ট দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া শিবনারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,

"ঠিক মহারাজ, আমাদের শাস্ত্রে ঐরূপ লেখা আছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বাস হয় না এবং বুঝিতেও পারি না। সেখান হইতে শিবনারায়ণ গ্রীনাড়ির উপর উঠিতে লাগিলেন। দেখিলেন পথের ধারে গুহার মধ্যে দুই এক জায়গায় সাধুরা বসিয়া আছেন, যাত্রীরা ঠাকুর দর্শন করিবার জন্য উপরে উঠিবার সময় সেই সাধুদিগকে চাউল কড়ি এবং পয়সা দিয়া যায়। শিবনারায়ণ উপরে উঠিয়া রমানন্দ স্বামীর ছত্রে যাইলেন। সেখানে একজন অতি মহান মোহান্ত ছিলেন। গ্রীনাড়ির মধ্যে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত ছিল। শিবনারায়ণ ঐ মোহান্তের সম্মুখে যাইয়া বসিলেন।

মোহান্তকে তিনি নমস্কার না করাতে মোহান্ত রাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি কে? তুমি কোন সম্প্রদায়ের সাধু?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "সম্প্রদায় কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না, আমি মনুষ্য (আদমি) তুমি যেমন মনুষ্য আমিও সেইরূপ মনুষ্য।" মোহান্ত বলিলেন, "দেখিতেছি ত' যে তুই বেটা মনুষ্য। তোর হাত পা আছে। তবে তুই কে, কি জাতি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বলিলে তবে ত তুমি জানিতে পারিবে যে আমি কে—আমি যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া তোমাকে ত ভুল বুঝাইতেও পারি।" মোহান্ত রাগ করিয়া বলিলেন, "তুই এখান হইতে যা, দূর হ'।" শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়াছি গ্রীনাড়ির উপর বড় বড় অঘোরি ঋষি মহাত্মা আছেন; একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিব তাঁহারা কোথায় আছেন। প্রথমেই তো এই এক শ্রেষ্ঠ মহাত্মাকে দেখিলাম।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে ক্রমশঃ একজন আচারী * ও একজন

---

* আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশ।

ব্রহ্মচারীর নিকট গেলেন। সেখানেও পূর্ব্বকার মোহান্তের ন্যায় কথাবার্ত্তা হইল।

সেখান হইতে গ্রীনাড়ির উপর অম্বিকা ভবানী দেবীর মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন একজন গৃহী সাধু বসিয়া আছেন; একটা প্রদীপ জলিতেছে ও একটী কুণ্ডে বিভূতি এবং একখানি প্রস্তরে সিন্দুর মাখান রহিয়াছে। যাত্রীরা যাইয়া সেখানে পয়সা কড়ি, চাল ও আটা ইত্যাদি দেয়। এবং প্রদীপের আলোকে ঐ প্রস্তর খণ্ডকে দর্শন করিয়া উহাকে দেবী মাতা বলিয়া পূজা করে। মন্দির হইতে শিবনারায়ণ দত্তাত্রেয় ঋষির কমণ্ডলু নামক এক পুকুরের ধারে যাইয়া দেখিলেন। সেখানে উলঙ্গ সাধুমহাত্মা নাগাদিগের বাস। কেহ আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ও কোন মঠের সাধু; গিরিপুরি না ভারতী?" যে মহাত্মা ঠিক উত্তর করিতে পারেন তাঁহাকে সেখানে এক রাত্রি থাকিতে দেয়, না পারিলে হাত পা বাঁধিয়া কাপড় চোপড় সমস্ত কাড়িয়া লয় এবং লেঙ্গুটী মাত্র পরাইয়া তাড়াইয়া দেয়। যে দিবস শিবনারায়ণ সেখানে যান সে দিন নাগারা চারিজন সাধু মহাত্মার সেই দুর্দ্দশা করিয়াছিল। অনেক সাধু, মহাত্মা, গৃহস্থদের উপর এইরূপ অত্যাচার হওয়ায় নাগাদের নামে ঝুনাগড়ের মুসলমান নবাবের নিকট নালিশ উঠিল। গ্রীনাড়ী পাহাড় নবাবের অধিকার ভুক্ত। নবাব নালিশ শুনিয়া অতিশয় রাগ করিয়া বলিলেন, "অনেকে আসিয়া নালিশ করে কিন্তু আমি মিথ্যা ভাবিয়া এতদিন কিছু করি নাই। বোধ হয় সত্যই ইহারা সাধুদিগকে কষ্ট দিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়।" তিনি সিপাহি পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেন এরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া গরীবদিগের জিনিষ পত্র কাড়িয়া কুড়িয়া লও? গ্রীনাড়ির মধ্যে সকলেই তোমাদিগকে

মহাত্মা বলিয়া জানে এবং তোমরা উলঙ্গ অবস্থায় থাক। সেই মহাত্মা নামের কি এই পরিচয় যে লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া ডাকাইতের ন্যায় কাড়িয়া কুড়িয়া লওয়া।" নাগারা নবাবের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া দোষ অস্বীকার করিল। নবাব তখন তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা স্বীকার না কর তাহা হইলে তোমাদিগকে দণ্ড দিব।" তাহাতে নাগারা বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা কি করিব, আমাদের অপরাধ কি, পরম্পরা ক্রমে আমাদের পরমগুরুর এইরূপ আজ্ঞা।" নবাব শুনিয়া বলিলেম, "ইহারা গরীব লোক; যেরূপেই ইহারা খোদাকে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর গুরুকে ভজনা উপাসনা করুক না কেন, যে মঠের নাম লউক না কেন, তাহাতে তোমাদের হানি কি? এখন আমি হুকুম দিতেছি যে এখনি ইহাদের দ্রব্য সামগ্রী সকল ফিরাইয়া দাও এবং ১৫ দিনের মধ্যে গ্রীনাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাও; যাহা বলিলাম তাহা যদি না কর তাহা হইলে তোমাদিগকে কয়েদ করিব।"

নাগা সন্ন্যাসীরা নবাবকে সেলাম করিয়া গেল ও তাঁহার আজ্ঞামত সেই চারিজন সাধুর যাহা কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিল কিন্তু গ্রীনাড়ি হইতে বাহির হইল না; এবং নবাবও পরে তাহার কোন খবর লইলেন না।

শিবনারায়ণ তাহার পর গোরক্ষনাথের ছাতা অর্থাৎ সমাধিস্থানে গেলেন। এবং কবির দাসের স্থান হইয়া গ্রীনাড়ি পাহাড়ের উপর নীচে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, প্রকৃত নিষ্ঠাবান মহাত্মারা সেখানে আছেন কি না। পাহাড়ের সকল স্থানে ঘুরিয়া শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে দুই এক জন মহাত্মা ভক্তজন দেখিতে পাইলেন এবং একজন ভক্ত অঘোরীকে দেখিলেন। শিব-

নারায়ণ দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ সকলের মধ্যেই পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। সকলই স্বরূপে মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্বরূপে বোধ নাই সে ব্যক্তিকে অবোধ বলা হয়। এবং যে ব্যক্তির স্বরূপে নিষ্ঠা হইয়াছে অর্থাৎ যিনি আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ দেখিতেছেন অর্থাৎ সকল চরাচরকে একরূপ দেখিতেছেন তাহাকেই সিদ্ধ পুরুষ বলে। সেইখানের সাধু সিদ্ধপুরুষেরা গৃহস্থদিগকে নানা প্রকারের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া বলিত যে, সেখানে বড় বড় অঘোরী আছে; তাহারা মনুষ্য ধরিয়া ধরিয়া খায়। তাহাতে গৃহস্থ লোক জিজ্ঞাসা করিত, "তবে আপনারা রাত্রে এখানে থাকেন কি প্রকারে?" সাধুরা বলিয়া দিতেন, "আমরা সিদ্ধপুরুষ আমাদের খাইবে না—তোমাদের খাইয়া ফেলিবে।" কিন্তু সাধুদের একথা বলা মিথ্যা, সেখানে এক আধ জন যে অঘোরী থাকিতেন তাঁহারা জ্ঞানবান মনুষ্য। যদ্যপি একেবারে খাদ্য সামগ্রী না পাওয়া যায় তাহা হইলেই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কোন কোন স্থানে অঘোরীরা মরা মানুষ অথবা পশুদিগের মাংস খায়। তাহাতে তাহাদের কোন ঘৃণা নাই। সাধনের জন্যও অনেকে ঐরূপ খাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জীবিত মনুষ্য খায় না।

শিবনারায়ণ গ্রীনাড়ি পাহাড়ের উপর কিছু দিন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই স্থানের নিকট শরাওগি নামে এক সম্প্রদায় আছে ও তাহাদের সেখানে কিল্লার মতন একটা বৃহৎ ঠাকুরবাড়ী আছে। তাহার ভিতর হইতে ঝুনাগড় পর্য্যন্ত নামিবার এক লম্বা সিড়ি। সেই পথে সিড়ির ১০।১২ হাত অন্তরে জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের নীচে গুহার ন্যায় এক স্থান আছে। শিবনারায়ণ তাহার ভিতরে থাকিতেন। সেখানকার সাধু ও গৃহ-

স্থেরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কে? শিবনারায়ণ বলিতেন আমি মনুষ্য। তাহারা শুনিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যাইত। তাহারা যে ঘৃণা করিত তাহার কারণ এই, শিবনারায়ণ তাহাদের নিকট সাধু মহাত্মা অথবা পরমহংস বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন না ও তাহারা তাঁহাতে গেরুয়া কাপড় বা সাধুর অপর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইত না। তিনি দুই এক দিন পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে কোন গৃহস্থ কিম্বা সাধু কেহই জিজ্ঞাসা করিত না যে, আপনি এখানে কেন থাকেন ও কি আহার করেন। শিবনারায়ণ সেখানে সঞ্জীবনী নামক বৃক্ষের পত্র খাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেন। তিনি দেখিলেন যে গৃহস্থ ও সাধুদের সত্যোনিষ্ঠা নাই, কেবল মিথ্যা ভেক ও প্রপঞ্চে তাহারা সন্তুষ্ট।

এই অবোধগণ কত অল্পে প্রতারিত হয় শিবনারায়ণ এক দিন তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে থাকিতেন সেখান হইতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পাঁচটা ছোট বড় চিক্কন পাথর লইয়া সেখানে পুঁতিয়া রাখিলেন। এবং একটা পাথরে ইটের গুঁড়া মাখাইয়া তাহার নাম রাখিলেন মহাবীর। অপর পাথর গুলির মধ্যে কাহাকেও বিষ্ণু ভগবান কাহাকেও দেবীমা এবং কাহাকে গণেশজী নাম দিয়া মধ্যের প্রস্তরটীর নাম ভুবনেশ্বর বলিয়া কল্পনা করিলেন এবং সেই জায়গার নাম রাখিলেন পঞ্চতীর্থ। এবং ঐস্থান লেপিয়া পুঁছিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দিলেন এবং জঙ্গল হইতে পত্র পুষ্প তুলিয়া সেই পাঁচটা পাথরের উপর উত্তমরূপে চাপাইলেন। যাত্রীরা আধলা পয়সা চাল ডাল ময়দা ইত্যাদি সেই পাথরের ঠাকুরের নিকট রাখিতে লাগিল এবং পত্র পুষ্প দিয়া সেই ঠাকুরের পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। কোন কোন যাত্রী জিজ্ঞাসা করিল, এই ঠাকুরের নাম কি? কোন

কোন যাত্রী বলিল, "কয়েকবার আমি উপরে দর্শন করিয়া গিয়াছি কিন্তু এখানে তখনত এ তীর্থ দেখি নাই। বোধ হয় ইহা নূতন হইয়াছে।"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক দিনে পৌনে নয় আনা পয়সা এবং ১৫।১৬ সের আন্দাজ চাল, ডাল, ময়দা ইত্যাদি জমিল। ঐ পাহাড়ের উপর একটী মুদির দোকান ছিল। শিবনারায়ণ মুদিকে ডাকিয়া সেই সকল দ্রব্য তাহার কাছে রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে যখন আমার প্রয়োজন হইবে তখন তোমার নিকট হইতে লইব। মুদি বলিল, আপনার যত আবশ্যক হয় আমার নিকট লইবেন। শিবনারায়ণ সেই স্থানে দুই চারি দিন বসিয়া থাকিবার পর ঝুনাগড়ের বাবু এবং মহাজন লোক শুনিতে পাইলেন, একজন মহাত্মা কয়েক দিবসাবধি পাহাড়ে আছেন তাহার আহার হয় নাই এবং কাপড়ও তাঁহার কাছে নাই কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া চাদর আছে। সেই কথা শুনিয়া বাবু মহাজনগণ একমন ময়দা, চাল, ডাল, ঘৃত, ছোলা, গুড় ইত্যাদি তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ সেই মুটিয়াকে বলিলেন, "বাবা, তুমি যে স্থান হইতে এ সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছ সেই স্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাও। আমি এখানে থাকিব না, এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব। সেই লোক ফিরাইয়া লইয়া গেল না; এবং "আমার উপর মণিব রাগ করিবেন"—এই বলিয়া সেই সমস্ত দ্রব্যাদি সেইখানে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। শিবনারায়ণ একজন সাধুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে এখানে এই সমস্ত দ্রব্য আছে, তোমাদের খাইতে ইচ্ছা হয় তো লইয়া যাও, আমি এখন ঝুনাগড়ে যাইতেছি। শিবনারায়ণ এই বলিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া ঝুনাগড় গেলেন। ঝুনাগড় হইতে সুদামাপুরের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে দ্বারকাধামে উপস্থিত হইলেন।

দ্বারকাতে যেখানে কৃষ্ণ ভগবানের পাথরের মূর্ত্তি আছে সেই মন্দিরে যাইয়া শিবনারায়ণ পাণ্ডাদিগকে বলিলেন—"আমি কৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন করিব, আমাকে দর্শন করাইয়া দাও।" একজন পাণ্ডার রূপার খড়ম পায়ে ছিল, তিনি বলিলেন কৃষ্ণ ভগবানকে প্রণামী স্বরূপ ২॥০ টাকা দাও তবে তুমি দর্শন করিতে পাইবে। শিবনারায়ণ বলিলেন, "তুমি বলিতেছ যে আগে ২॥০ টাকা প্রণামী দাও তবে কৃষ্ণ ভগবানকে দর্শন হইবে। যাঁহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি জগৎ চরাচরকে ভোগ্য বস্তু দিতেছেন এবং পালন করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা মনুষ্য হইয়া কি দিব, আমাদের কি আছে, আমরা কি উৎপন্ন করিয়াছি যে তাঁহাকে সেই বস্তু দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার দর্শন পাইব। আমরা একটা তৃণ ঘাস উৎপন্ন করিতে পারি না ও আমরা অহংকার করি যে এই বস্তু আমার, ইহা আমি ঠাকুরকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দিতেছি। এটী আমাদের বলিবার এবং বুঝিবার ভুল। আপনারা দিবারাত্রি সেই ঠাকুরের কাছে থাকেন এবং পূজা পাঠ করিতেছেন, তবুও আপনাদের ভ্রান্তি অজ্ঞানতা লয় হইতেছে না, এবং তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হইতেছে না, বরঞ্চ তৃষ্ণা এবং অজ্ঞানতা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।"

তখন সেই পাণ্ডা রাগ করিয়া বলিল, "তুই কে, যে আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছিস, দর্শন করিতে আসিয়াছিস না আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছিস? দর্শন করিস তো টাকা দে নতুবা এখান হইতে চলিয়া যা।"

শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, এত জ্ঞানের কথা বলিলাম, কিন্তু তৃষ্ণার জন্য ইহারা জড় হইয়া আছে, একটিও সত্যভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। যেমন ইহারা জড়কে ইষ্টদেব বলিয়া মানে

ইহাদের তো সেইরূপ বলহীন শক্তিহীন তেজহীন বুদ্ধি হইবেই। শিবনারায়ণ সেই পাণ্ডাকে বলিলেন, "যাহার কাছে পয়সা না থাকিবে সে কিরূপে দর্শন পাইবে?" পাণ্ডারা তাহা শুনিয়া বলিল, "যাহার কাছে পয়সা না থাকিবে সে দর্শন পাইবে না।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার নিকটে তো পয়সা নাই, তবে কি আমি দর্শন পাইব না?" পাণ্ডারা বলিল, "বিনা পয়সায় দর্শন পাইবি না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "এইখানে মন্দিরের মধ্যে যে কৃষ্ণ ভগবান আছেন, তাহা পাথরের না কাষ্ঠের না কোন ধাতুনির্ম্মিত না মৃত্তিকার? যদ্যপি পাথর কাষ্ঠ অথবা ধাতুনির্ম্মিত কিম্বা মৃত্তিকার হয় তাহা হইলে তো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উহা আছে, তোমাদের এখানে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি? পৃথিবীতে যত তীর্থে মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা আছে, তাহা কোন থানে মৃত্তিকা, কোথাও প্রস্তর ও কোথাও ধাতু ইত্যাদির দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রস্তরাদি ব্যতীত কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইতে পারে না। যদ্যপি ইহা ব্যতীত অন্য পদার্থের হয়, তাহা কেবল মাত্র অল্প সময়ের জন্য। বরফেও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারে। এই সকল ধাতুর মধ্যে এই কৃষ্ণ ভগবান কোন ধাতুর? তিনি নিরাকার না সাকার ব্রহ্ম? যদ্যপি সাকার ব্রহ্ম হন তাহা হইলে ত এই সমস্ত সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন; যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ। বল দেখি ইহার মধ্যে কোনটা কৃষ্ণ ভগবান এবং কোনটাই বা না, অথবা ইহার সমষ্টিই কৃষ্ণ ভগবান? যদ্যপি নিরাকার ব্রহ্মকে তোমরা কৃষ্ণ ভগবান বল, তবে তোমাদের নিরাকার ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভগবান কোথায়? তাঁহার স্বরূপ কি?—আমাকে দেখাইয়া দাও এবং বুঝাইয়া দাও।"

তখন একজন পাণ্ডা অন্য একজন পাণ্ডাকে বলিল যে, "এ

বেটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইয়া দাও, নতুবা কোন যাত্রী যদি এই সকল কথা শুনে তাহা হইলে সকল যাত্রীই এই কথা বুঝিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; এবং আমাদের রোজগারও বন্ধ হইবে।" পাণ্ডারা এই পরামর্শ করিয়া শিবনারায়ণকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন "দেখ অর্থলোভের জন্য ইহারা জড় পাথরকে চেতন বলিয়া পূজা করিতেছে, সকলকে করাইতেছে, এবং প্রত্যক্ষ চেতন কৃষ্ণকে তাড়াইয়া দিতেছে। ইহারা কি নির্বোধ!"

যেখানে যাত্রীদিগকে ছাপ দেয় শিবনারায়ণ, সেইস্থান যাইয়া দেখিলেন যে, চারিদিকে যাত্রীরা এবং পাণ্ডারা ও কোম্পানির তরফের লোক সকল বসিয়া আছে। কোম্পানির লোকেরা যাত্রীর নাম ও কত যাত্রী আসিল এবং কত পয়সা টাকা আদায় হইল, তাহার হিসাব নিত্য নিত্য সরকারে দাখিল করে। যাত্রীদের নিকট হইতে যত টাকা আদায় হইত সকল তীর্থেই কোম্পানি তাহার অংশ পাইতেন। শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন যে, এত কষ্ট পাইয়া যাত্রীরা এই তীর্থে আসে এবং টাকা পয়সা অনর্থক ব্যয় করিয়া যায়!

সেই যাত্রীরা যেখানে বসিয়া আছে, সেই থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাম্রের এবং লোহের তপ্ত ছাপ লইয়া সেই সকল যাত্রীদের হস্তে শীঘ্র শীঘ্র লাগাইয়া দেয়। কত যাত্রী ছাপ লাগাইবার সময় কাঁদিতে থাকে, কত যাত্রী ভয়ে উঠিয়া যায় এবং কত যাত্রী কষ্ট সহ্য করিয়া ছাপ লয়। এই ছাপ দেখিলে সকলে বলিবে যে, ইনি দ্বারকায় গিয়াছিলেন।

শিবনারায়ণকে পাণ্ডারা বলিল যে "তুমি পয়সা দাও ও ছাপ লও।" শিবনারায়ণ বলিলেন "আমার কাছে একটীও পয়সা নাই

যে আমি ছাপ লইব।" পাণ্ডারা বলিল, "যদি তোর কাছে বেশী পয়সা না থাকে, তবে দুই আনা পয়সা দে তোকে ছাপ দিব।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কাছে একটীও পয়সা নাই এবং আমি ছাপও লইব না।" পাণ্ডারা বলিল "তুই যদি ছাপ লইস তো মরিলে তোর মুখাগ্নি করিতে হইবে না।"

দ্বারকাতীর্থের পাণ্ডাগণ শিবনারায়ণকে ছাপ দিতে চাওয়ায় শিবনারায়ণ বলিলেন, "এই স্থূল শরীর কি অপরাধ করিয়াছে? কেন অনর্থক তাহাকে ছাপ দেওয়া। স্থূল শরীরকে ছাপ দিলে বা না দিলে আমার সূক্ষ্ম শরীরের কি ক্ষতি বৃদ্ধি? যদ্যপি স্থূল শরীরে ছাপ দিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে ঘোড়া, গরু প্রভৃতি যে সকল পশুদিগকে ছাপ দেওয়া যায় তাহারা সকলেই ত মুক্ত। অনর্থক তোমরা কেন ভ্রমে পতিত হইতেছ ও প্রজাদিগকে ভ্রমে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছ। যাঁহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, তাঁহাতে যাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা আছে তাঁহার স্থূল শরীরে ছাপ লইবার প্রয়োজন কি? জ্ঞানরূপ ছাপ অন্তরে বাহিরে লাগান আছে। যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ হইবে সেই ব্যক্তিই এই ছাপ লইবার ইচ্ছা করিবে।"

শিবনারায়ণ দ্বারকানাথের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সমুদ্র পার হইয়া কচ্ছ ভুজ দেশে উপস্থিত হইলেন। কচ্ছ ভুজ হইতে আন্দাজ ৩০।৪০ ক্রোশ দূরে নারায়ণ সরোবর তীর্থ। সেই সরোবরে যাত্রীরা যাইয়া স্নান করে এবং বক্ষঃস্থলে ছাপ লয়। ইহার পরিবর্ত্তে পাণ্ডারা মূল্য গ্রহণ করে। একজন পাণ্ডা কোন যাত্রীর নিকট হইতে অন্য অন্য পাণ্ডা অপেক্ষা এক পয়সা বেশী পাইয়াছিল। ইহাতে অন্য পাণ্ডারা বলিল, "তুমি এক পয়সা বেশী পাইয়াছ তাহা হইতে আমাদিগকে ভাগ দাও।"

সেই পাণ্ডা বলিল, "তোমরা যখন বেশী পাইবে আমাকে ভাগ দিওনা। এক পয়সা এখন কি করিয়া ভাঙ্গাইব?"

অপর পাণ্ডারা একথা গ্রাহ্য করিল না, তাহারা বলিল—"ঐ পয়সার কড়ি ভাঙ্গাইয়া আমাদিগকে অংশ করিয়া দাও।"

সে তাহাতে রাজি না হওয়ায় তাহার সহিত অন্য সকলের ঝগড়া বাধিল। গালাগালি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল। মারিতে মারিতে সেই পাণ্ডাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং পয়সা কড়ি যাহা কিছু তাহার কাছে ছিল সে সমস্ত কাড়িয়া লইল। শিবনারায়ণ এই সকল অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, যাঁহারা নারায়ণ সরোবরে দিবারাত্র বাস করিতেছেন এবং পূজা ও স্নান করিতেছেন তাহাদের তো এই অবস্থা, এককড়া কড়ির জন্য তাঁহারা মনুষ্যকে হত্যা করিতেছেন। যাত্রীরা আসিলে তাহাদের না জানি কি অবস্থাই ঘটে। জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের নাম নারায়ণ সরোবর তাহাতে যে ব্যক্তি স্নান করিবেন তিনি সদা মুক্ত আনন্দ স্বরূপ থাকিবেন। বক্ষঃস্থলে ছাপ লইবার অর্থ, বিরাট পরব্রহ্মের আকাশরূপী বক্ষঃস্থল মধ্যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপের ছাপ দিবারাত্রি প্রকাশমান আছে। এই জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ঈশ্বরের ছাপ রাজা প্রজাদিগকে বক্ষঃস্থলে অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করা চাই, তাহা হইলে সকল ভ্রম কষ্ট নিবারণ হয়।

পরে যেখান হইতে শিবনারায়ণ জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া সিন্ধুদেশে করাচি বন্দর সহরে যাইলেন। সেখান হইতে নগর ঠাট্টা নামে এক গ্রামে যাত্রা করিলেন। এই সাধু সন্ন্যাসী যাত্রীগণ গ্রাম হইতে জল ও পাথেয় দ্রব্যাদি লইয়া সেখোর সঙ্গে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া হিংলাজ তীর্থ দর্শন করিতে যায়। নগরঠাট্টা হইতে হিংলাজ

যাইতে এবং আসিতে ১২। ১৪ দিন লাগে, পথি মধ্যে কেবল জঙ্গল এবং বালুকাময় মরুভূমি। যদি বা কোন স্থানে দৈবাৎ একটি গ্রাম পাওয়া যায় তাহাতে কেবল মুসলমানের বাস। সুতরাং যদি কোন যাত্রী জল ও খাদ্যাদি না লইয়া যায় তাহা হইলে কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

হিংলাজ তীর্থে যাইয়া যাত্রীরা কি দর্শন করেন? সেখানে একটা ছোট কুণ্ড আছে, এবং তাহার নিকটে একটী মুসলমানের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। যে দিবস যাত্রিদিগের সেখানে পৌছিবার কথা—সেই দিবস সেই বৃদ্ধা সেখানে একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। দিবারাত্র সেই প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। সেই খানে যাইয়া যাত্রীরা স্নানান্তে বিভূতি মাখেন। পরে সেই প্রদীপের জ্যোতি দর্শন, দান পুণ্য এবং আহারাদি করিয়া আবার সিন্ধুদেশে ফিরিয়া আইসেন। হিংলাজ তীর্থে যাত্রীগণ যাহা ব্যয় করে তাহা নগর ঠাট্টার মোহান্তের লাভ। কেবল যে সেপো পথ দেখাইয়া লইয়া যায় তাহাকে আর সেই মুসলমান বৃদ্ধাকে লাভের কিছু ভাগ দিতে হয়।

শিবনারায়ণ কাহারও সঙ্গে যান নাই, একাকী যাইয়া সমস্ত দেখিয়া সিন্ধুদেশের মধ্যে হায়দারাবাদ সহরে আসিলেন। হায়-দারাবাদ হইতে রোড়িশঙ্কর সহরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে সাত ভেলা নামে একটি নদী আছে তাহার মধ্যে একটি ছোট দ্বীপে একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া কতকগুলি ভেকধারী সাধু বাস করিতে-ছেন। তাঁহাদের ভেকের সহিত শিবনারায়ণের মিল না হওয়াতে মোহান্তের একজন চেলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ নদী পার হইয়া ক্রমে ক্রমে মুলতান সহরে চলিয়া আসিয়া দেখি-লেন, যে মুলতান সহরের নিকটস্থ কেল্লার মধ্যে মুসলমানদিগের একটা বড় মস্‌জিদ আছে ও কেল্লার নিকটে হিন্দুদিগের একটা

মন্দিরও আছে। সেই মন্দির মধ্যে প্রহ্লাদ, সুদাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। সেই মন্দির পূর্ব্বে ছোট ছিল। হিন্দুরা তাহাকে বড় করিয়া গড়িতে আরম্ভ করায় মুসলমানেরা তাহাতে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তোমরা বড় মন্দির তুলিও না, যদ্যপি তোমাদের মন্দির বড় কর তাহা হইলে আমাদের মস্‌জিদ ছোট দেখাইবে। তোমরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, আমরা তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তোমাদের পূজার স্থান ছোট ও আমাদের বৃহৎ হওয়া চাই।

হিন্দুরা বলিল "যত দিন তোমাদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা ছিল ততদিন রাজ্য ভোগ করিয়াছিলে এবং বড় বড় মস্‌জিদ তুলিয়াছিলে। এখন পরমেশ্বর আমাদের টাকা দিয়াছেন আমরাও বড় মন্দির তুলিব।" এই কথা বলিয়া হিন্দুরা মন্দির তুলিতে লাগিল। পরে অনেক মুসলমান একত্র হইয়া মন্দিরে আসিয়া গরু কাটিয়া একটা কূপে ও মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের কাছে ফেলিয়া দিল এবং সেখানে যত সাধু ছিল তাহাদিগকে ভয়ানক প্রহার করিতে লাগিল। প্রহা-রের চোটে সাধুদিগকে অজ্ঞান করিয়া সেখানে যাহা কিছু ছিল মুসলমানেরা কাড়িয়া কুড়িয়া লুঠিয়া লইল। একজন স্ত্রীলোক সেই স্থানের মোহান্ত ছিলেন, তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য মুসলমানেরা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক প্রাণ রক্ষার জন্য একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ধরিতে পারিল না। এই সকল ঘটনার কিছুক্ষণ পরে হিন্দুরা একথা শুনিতে পাইয়া গ্রাম হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং মুসলমানেরাও অধিক পরিমাণে জুটিয়া আসায় উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেশে হিন্দুর ভাগ অতি অল্প এবং হিন্দুরা অতি ধীর প্রকৃতি। এজন্য মুসলমানেরা তাহা-দিগকে অত্যন্ত প্রহার করিল। হিন্দুদিগের মধ্যে হাহাকার রব উঠিল।

পরে কোম্পানির পল্টনের মধ্যে খবর হওয়াতে অনেক হিন্দুস্থানী এবং পাঞ্জাবী সিপাহী আসিয়া মুসলমানদিগকে মার ধর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া হিন্দুদিগকে রক্ষা করিল। তখন উভয় পক্ষে আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। ভাওলপুরের মুসলমান নবাব এই কথা শুনিয়া আপনার রাজ্য মধ্যে গ্রামে সহরে হিন্দু প্রজাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং গরু কাটিয়া হিন্দুদিগের দোকানে দোকানে টাঙ্গাইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। নবাবের হিন্দু চাকরদিগের বাসাতেও গোমাংস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে হিন্দু চাকরেরা চকুরী ছাড়িয়া দেশে দেশে পলাইতে লাগিল। এ সকল কথা শুনিয়া সাহেব হাকিম আসিয়া নবাবকে তিরস্কার করিয়া বসিলেন। "যদি তুমি এই রকম দৌরাত্ম্য কর তাহা হইলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোরে লইয়া যাইয়া কয়েদ করিব।" পরে যে কি কি ঘটনা হইয়াছিল তাহা শিবনারায়ণ জানেন না, কেননা শিবনারায়ণ এই পর্য্যন্ত দেখিয়া সেখান হইতে লাহোর চলিয়া আসিলেন।

শিবনারায়ণ স্বামী যখন সিন্ধু দেশ হইতে মুলতান প্রত্যাগমন করিতেছিলেন সেই সময় একজন শ্রীবৈষ্ণবও মুলতানে আসিয়া স্বামিজীর সহিত একত্রিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে আন্দাজ ৩০।৩৫ সের ওজনের বহু সংখ্যক ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাকুর এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রয়োজনীয় বাসন ও বস্ত্র ইত্যাদি ছিল। সেই সকল দ্রব্যাদি ঘাড়ে করিয়া তিনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। সেই দুঃখ দেখিয়া শিবনারায়ণ তাঁহাকে সৎ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কহিলেন,—হে মহাত্মা তুমি শুন এবং গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার করিয়া দেখ, তুমি যে ভেক ধরিয়াছ সেটা বোঝা ফেলিবার জন্য না বোঝা ধারণ করিবার জন্য?

সাধু বলিলেন, হাঁ, বোঝা ফেলিবার জন্য ধারণ করিয়াছি।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তবে তুমি অত বোঝা বহিয়া কেন কষ্ট পাইতেছ। উহার মধ্যে যা কিছু নিতান্ত দরকার, তাহাই কেন রাখ না।

সাধু বলিলেন মহারাজ আমার ব্যবহার্য্য থাল গেলাস বাটি লোটা কাপড় ইত্যাদি ইহাতে আছে। আর গুরু আমাকে যে সকল ঠাকুর দিয়াছেন তাহা এবং যে তীর্থে গিয়াছি সেইখানে যে ভাল ভাল ঠাকুর পাইয়াছি তাহাও ইহাতে আছে। এখন গুরুদ্বারে যাইব এবং এই সকল ঠাকুর তাঁহাকে দিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন, গুরুকে সকল তীর্থের ঠাকুর দিবে ইহা ভাল কথা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ ঠাকুর কি বস্তু এবং তুমি কি বস্তু। আর তুমি কি বস্তু হইয়া তুমি কোন্ বস্তু ঠাকুরকে পূজা করিতেছ। এই আকাশের মধ্যে এবং তোমার ভিতরে বাহিরে তোমা হইতে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু আছেন? আপনা হইতে যে শ্রেষ্ঠ হয় তাহার সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহাকে পূজা করিতে হয়, কারণ তিনি জ্ঞান দিবেন, ইহাতে তুমি মুক্ত স্বরূপ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। আর এই যে বস্তু তুমি ঘাড়ে করিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছ ইহা তো পিত্তল, তাম্র এবং পাথর, ইহাকে তো ঈশ্বর কেবল তোমাদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমা অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ, না তুমি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তুমি সৎ অসৎ সকল বস্তুকে বিচার করিতেছ অতএব তুমি সৎকে ধারণ কর এবং ভক্তি প্রীতি কর তাহা হইলে তুমি জ্ঞান পাইয়া মুক্ত স্বরূপ থাকিবে।

সাধু বলিলেন, মহারাজ, আমি এই ধাতু পাথরে ভগবান্‌কে কল্পনা করিয়া পূজা করিতেছি। শিবনারায়ণ বলিলেন, হে সাধু,

যখন তুমি এই জড় পদার্থে ভগবানকে বিশ্বাস করিয়া পূজা করি-তেছ তখন তুমি বিচার করিয়া দেখ যে তুমি প্রত্যক্ষ চেতন ষোলকলায় পূর্ণ আছ—তুমি আপনার অন্তরে তাঁহাকে না বিশ্বাস করিয়া উল্টা ধাতুতে বিশ্বাস করিতেছ! যখন ধাতু জড় পদার্থে তিনি আছেন তখন তোমাতে কেন তিনি নাই? আপনার মধ্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি প্রীতি কর।

সাধু বলিলেন, আমি যেমন ঈশ্বরের স্বরূপ জড় পদার্থও তো তেমনি ভগবানের স্বরূপ? তবে তাহাতে পূজা করিলে কি দোষ?

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে, যত বস্তু দৃশ্যমান আছে সকলই তো তাঁহার স্বরূপ এবং তুমিও তো তাঁহারি স্বরূপ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যদিও গঙ্গাজল ও নর্দ্দামার জল স্বরূপে একই পদার্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি তোমাকে সেই নর্দ্দামার জল খাইতে বলিব? নর্দ্দমার জলে নানা প্রকার রোগ ইত্যাদি জন্মিবে আর গঙ্গাজলে তোমার পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া তোমার শরীর মন সুস্থ রাখিবে। মাটি, অন্ন ও বিষ্ঠা একই পদার্থ, তাই বলিয়া কি তোমাকে আমি মাটি ও বিষ্ঠা আহার করিতে বলিব, না অন্ন আহার করিতে বলিব? মূর্খ, চোর ডাকাইত ও পণ্ডিত মহাত্মা স্বরূপে একই, কিন্তু তাই বলিয়া মূর্খ, চোর ডাকাইতের মতন দুর্ব্বুদ্ধি না জ্ঞানী পণ্ডিত ও মহাত্মাদিগের ন্যায় সৎবুদ্ধি প্রার্থনীয়? আর প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ তোমার শাস্ত্র বেদে সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন। ইহাও লেখা আছে আত্মা নির্গুণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যনারায়ণ বিরাট বিষ্ণু ভগবানের নেত্র ও চন্দ্রমাজ্যোতি মন, আকাশ হৃদয়, বায়ু প্রাণ, জল তাঁহার নাড়ি ও পৃথিবী তাঁহার চরণ। এখন ভাবিয়া দেখ, যখন প্রত্যক্ষ তোমার সাকার ব্রহ্ম আছেন তখন তুমি ইঁহাকে পূজা না করিয়া কাহাকে ভাবনা করিতেছ?

সকল শাস্ত্রে ধ্যান ধারণার স্থানে এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণ করিতে লেখা আছে। অতএব এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে তুমি প্রেম ভক্তি দ্বারা ধ্যান ধারণা কর। ঐ তেজ জ্যোতি ভাবিতে ভাবিতে যখন তুমি এক স্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন সহজে তুমি নির্গুণ পরব্রহ্মে লয় পাইয়া আনন্দরূপ থাকিবে। এই তেজোময় জ্যোঃতিস্বরূপ জগতের আত্মা গুরু মাতা পিতা ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া অনর্থক তোমরা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। মিথ্যা পদার্থে আসক্ত হইয়া বলহীন হইয়াছ। যে নামে উপাসনা কর না কেন কিন্তু এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা করিয়া উপাসনা কর। আপনার স্বরূপ এবং আপনার ইষ্টগুরু অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু একরূপ ভাবিয়া ধ্যান ধারণা কর। যেরূপ পিতাপুত্র ভাব। পিতা হইতে পুত্র জন্মে এবং স্বরূপে একই, তথাপি সুপাত্র পুত্র কন্যার ধর্ম্ম এই যে মাতা পিতাকে ভক্তি প্রেম করা ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা।

শ্রীবৈষ্ণব সাধু বলিলেন, ঠিক বলিতেছেন, মহারাজ। এরূপ আর একজন পরমহংস বলিয়াছিলেন কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার বলাতে আমার নিষ্ঠা বিশ্বাস হইয়াছে যে এই আকাশের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ছাড়া আর তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহাঁকে না বিশ্বাস করিয়া বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া বেড়াই। অতএব আপনি আমাকে কৃপা করিয়া কিছু দিন সঙ্গে রাখুন, তাহাতে আমার অজ্ঞানতা দূর হইবে। এত দিন এই যে সব পাথর ও ধাতু নির্ম্মিত ঠাকুর লইয়া বেড়াইতেছি ইহা এখন আমি কি করিব? অনর্থক এতদিন আমি বোঝা বহিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছি।

শিবনারায়ণ বলিলেন, অন্তর্যামী তোমার অন্তরে প্রেরণা করিয়া যাহা তোমাকে বিশ্বাস করান তাহাই তুমি কর।

সাধু বলিলেন, মহারাজ, আমার তো এই বিশ্বাস ও বিচারে আসিতেছে যে ইহার মধ্যে ভাল ভাল পাথরের ঠাকুর যা আছে সে সকল এই পুকুরে ফেলিয়া দি।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যাহা তোমার মনে আইসে তাহাই কর। সাধু এই কথায় কয়েকটা মূর্ত্তি রাখিয়া আর সকলগুলা পুকুরে ফেলিয়া দিলেন, এবং সাকার ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। কিছু দিন পরে সাধু শিবনারায়ণকে বলিলেন যে এই কয়েকটা পাথর যাহা লইয়া বেড়াইতেছি তাহাতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। যখন আমায় প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন তখন অনর্থক আমি কেন এই গুলি বহিয়া মরি। কাপড়ে বাঁধিয়া এ সকল গাছে ঝুলাইয়া দি, যাহার ইচ্ছা হয় লইয়া যাইবে।

পরে সাধু তাহাই করিলেন এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিস মাত্র রাখিয়া থাল ঘটী কাপড় প্রভৃতি অন্য যে সকল বোঝা ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে শিবনারায়ণকে করযোড়ে বলিলেন যে আপনাকে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। আপনি এই মহাজাল হইতে আমাকে বাহির করিয়াছেন। এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন সর্ব্বদা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি প্রেম থাকে এবং উনি ভিন্ন অপর পদার্থ আমার হৃদয়ে না ভাসে।

শিবনারায়ণ তাঁহাকে এবং তাঁহার কুল ও দেশকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, পূর্ণ পরব্রহ্মে যখন তোমার এরূপ প্রেম হইয়াছে ইহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে?

শিবনারায়ণ লাহোর হইতে মুশুরি পাহাড়ে যাইয়া পাহাড়ের উপরে এক গাছের নীচে বসিয়া আছেন ও বৃষ্টি পড়িতেছে এমন

সময় একজন শীথ আসিয়া তাঁহাকে জলে ভিজিতে দেখিয়া বলিল, "মহারাজ আপনি কে, কেন এখানে বসিয়া ভিজিতেছেন, গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোন ঘরের মধ্যে বসুন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বন্য জন্তু, আমাকে গ্রাম্য জন্তুরা স্থান দিবে না। দেখিলেই বিরোধ ঘটিবে।" শীথ বলিল, "মহারাজ আপনি আমার সহিত আসুন, একজন উদাসীন মহাত্মার স্থান আছে, সেখানে আপনাকে রাখিয়া দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিবেন।" শিবনারায়ণ তাঁহার সহিত বাজারের মধ্যে যে সাধুর স্থান আছে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধুদিগকে বলিয়া দেওয়ায় তাঁহারা শিবনারায়ণকে থাকিবার জন্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া পা ছড়াইয়া শয়ন করিলেন। তাহাতে সেইখানকার এক-জন সাধু মহাত্মা শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন "বেটা ওদিকে মহাত্মার সমাধি (কব্বর) আছে।" শিবনারায়ণ সে দিক হইতে পা ফিরাইয়া অপর দিকে রাখিলেন। সেই মহাত্মা বলিলেন, "বেটা দেখিতে পাইতেছিস না, ওদিকে যে গ্রন্থ সাহেব আছেন।" নানককৃত ধর্ম্ম উপদেশের পুস্তকের নাম গ্রন্থ সাহেব। শিবনারায়ণ অন্য দিকে পা ছড়াইয়া শুইলেন। সাধু বলিলেন, "ওদিকে মোহান্ত সাহের বসিবার সিংহাসন আছেন। তুই বেটা কোথাকার বোকা, দেখিতে পাস্ না?" শিবনারায়ণ সেদিক হইতে পা ফিরাইয়া অপরদিকে রাখিলেন। তখন সেই সাধু রাগ করিয়া মারিতে উঠি-লেন। বলিলেন, "বেটা তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না ওদিকে গ্রন্থ সাহেবের চৌকি আছেন। ঐ চৌকিতে রাত্রি ১০টার পর গ্রন্থ সাহেবকে শয়ন করাইতে হয়, বেটা এখান হইতে ওঠ, এখান হইতে দূর হইয়া যা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ভাই বল পা টা কোথায় রাখিব, দাঁড়াইয়া থাকিব না পাটা আকাশে তুলিব?

তোমরা কোন্ দিকে পা করিয়া শয়ন কর?" সাধু বলিলেন, "বেটা আমার সহিত তর্ক করিতেছিস্। আমরা যখন গ্রন্থ সাহেবকে এদিক্ হইতে ওদিকে চৌকির উপরে শয়ন করাইয়া দিই তখন এদিকে আমরা পা করিয়া শুই।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "বেস্ তোমরা সেই প্রকারে শয়ন কর তার পর আমি শুইব।" শিবনারায়ণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে ইহারা নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্মকে মানে, কিন্তু এমন জড়ভূত পশু হইয়া আছে যে এ বিচার নাই যে নিরাকার পরব্রহ্ম কোন স্থানে আছেন এবং কোন স্থানে নাই, কোন্ দিকে আছেন কোন্ দিকে নাই, এবং কোন্ বস্তুতে আছেন, কোন্ বস্তুতে নাই। তিনি পায়ের মধ্যেও আছেন এবং গ্রন্থ সাহেব অর্থাৎ পুস্তক কাগজ কালীর মধ্যেও আছেন। উত্তম-মধ্যম সকল স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ আছেন এবং সকলই তিনি—এই ভাব না বুঝিয়া ইহারা পশুতুল্য হইয়া আছে। প্রত্যক্ষ চেতনকে এদিক ওদিক পা করিতে দিতেছে না। পুস্তক কাগজ কালী এবং মৃত দেহ যাহাকে পুতিয়া রাখাতে মাটি হইয়া গিয়াছে এই সকল মিথ্যা বস্তুকে শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মান্য করিতেছে, এবং প্রত্যক্ষ সত্য যে চৈতন্য, যিনি সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিতেছে। এই জন্যই রাজা প্রজা এবং সাধুরা বলহীন তেজহীন শক্তিহীন হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন হইয়া আছে, কষ্টের পরিসীমা নাই এবং তাহাতেও জ্ঞান হইতেছে না, অহংকারে মত্ত হইয়া সকলে পশুবৎ হইয়া আছেন। কিন্তু কি করিবেন কেহ স্ববশে নাই। নেত্র থাকিতেও অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এইরূপ অজ্ঞানাবস্থা থাকিলে কিছুই বোধাবোধ থাকে না ও কিছুই দেখিতে পায় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুকে চিনিতে পারে না এবং আপনাকে ও জানিতে পারে না যে আমি কে?

পরে সেখান হইতে শিবনারায়ণ ঐ প্রকার অপর এক উদাসীন সাধুর স্থানে গিয়া দেখিলেন যে সেখানকার মহাত্মা গ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে একটী কলসী পুঁতিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই কলসীর তলায় একটী ছিদ্র করিয়া একটী সরু নর্দ্দামার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। কলসীটী মাটির ভিতর এরূপ ভাবে পোঁতা যেন কেহ সহজে আসল ব্যাপার না জানিতে পারে। কলসীর মুখে একটী তাম্র পাত্র মাটির উপর বসান আছে। সেই ঘটিরও তলায় একটী ছিদ্র। সেই ছিদ্র সহজে বন্ধ করিবার জন্য এরূপ উপায় করিয়াছে যে কেহ কোন প্রকারে টের পায় না। যাত্রীরা সেই গ্রন্থ সাহেবকে দর্শন করিতে যাইলে গ্রন্থ সাহেবের জন্য সরবৎ ও মোহনভোগ লইয়া যায়। মহাত্মারা যাত্রীদের হস্ত হইতে সরবতের ঘটি লইয়া তামার ঘটির মধ্যে ঢালিয়া দেন। এবং যাত্রীদিগকে বলেন যে নিরাকার নানক জি খাইয়া ফেলিলেন। মহাত্মা যে যাত্রীকে কিছু ধনী বলিয়া বোধ করেন তাঁহার কাছে কিছু অর্থ লইবার অভিপ্রায়ে সেই কৌশলযুক্ত ঘটীর ছিদ্র বন্ধ করিয়া সেই যাত্রীর সরবৎ ঐ ঘটীর মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বলেন, "তোমাতে পাপ আছে সেই কারণে তোমার সরবৎ নিরাকার নানক বাবা খাইলেন না। তুমি দশ কুড়ি টাকা গ্রন্থ সাহেবকে দান কর তাহা হইলে তোমার সকল পাপ উনি মোচন করিয়া সরবৎ পান করিবেন।" যাত্রীরা এই কথা শুনিয়া যথাসাধ্য ক্ষমতানুসারে দশ পাঁচ টাকা দান করে। যখন যাত্রীরা দান করিতে থাকে সেই সময় সেই ঘটির ছিদ্রটী কৌশলের দ্বারা খুলিয়া দেয় এবং সেই সরবৎ ঘটি হইতে কলসীর মধ্যে পড়িয়া যায় এবং কলসী হইতে নর্দ্দমা দিয়া অপর কোন পাত্রে যাইয়া পড়ে। সাধু তখন যাত্রিদিগকে ঘটি দেখাইয়া বলেন, "দেখ নানক বাবা তোমার সরবৎ খাইয়া ফেলিলেন। তোমার অতি সৌভাগ্য"। যাত্রীরা তাহা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হয়।

যাহারা মোহনভোগ লইয়া যায় তাহাদের মোহনভোগের উপর কৌশল দ্বারা তামার হাতের পাঁচটী অঙ্গুলির ছাপ পড়ে। মহাত্মা বলেন, "নানক বাবা তোমার মোহনভোগের উপর ছাপ দিয়াছেন।" যাত্রীরা শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। তবে যাত্রীর নিকট টাকা আদায় করিতে হইলে এস্থলেও পূর্ব্বমত কৌশল অবলম্বনে প্রথমে টাকা আদায়, তারপর ছাপ। রামসিং নামে একজন শীখ অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। বহু দিবস পরে তিনি সাধুদিগের এই সকল চাতুরী জানিতে পারিয়া অপর দুই চারি জন শীখের সহিত মিলিয়া তাহাদের সেই সকল মিথ্যা চাতুরী তুলিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তোমরা পুনরায় এরূপ করিও না। সেখানে গুরুমুখ সিং নামে একজন বুদ্ধিমান মহাত্মা শীখ ছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে বলিলেন, মহারাজ, আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যে কত প্রকার ছল কপটতা প্রয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহার সীমা নাই, তাহাদের মনুষ্যের উপর কিছুমাত্র দয়া ধর্ম্ম নাই।

শিবনারায়ণ মশুরির সকল অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে পুনরায় জ্বালামুখী তীর্থে আসিলেন। সেখানে দেখিলেন যে মন্দিরের মধ্যে একটা কুণ্ড খুলিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতর ছয় সাতটা অগ্নির জ্যোতি জ্বলিতেছে। দেওয়ালের চারিদিকে যেরূপ গ্যাস জ্বলে সেইরূপ সেই মন্দিরে জ্যোতি জ্বলিতেছে। কোনটার শিখা অতিশয় প্রজ্বলিত কোনটার বা তদপেক্ষা কম। এবং মধ্যে কুণ্ডের ভিতর যে অগ্নিজ্যোতি জ্বলিতেছে সেই জ্যোতিতে চারিদিক হইতে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। জ্যোতি মন্দিরের ভিতরেও আছে এবং মন্দিরের বাহিরেও দেওয়ালের নিকটে কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে জ্বলিতেছে। যাত্রিরা

কোন প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া ভিতরে দেওয়ালের জ্যোতিতে টিপিয়া দেয়। অধিকাংশই পড়িয়া যায় এবং অল্প যাহা লাগিয়া থাকে তাহা অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। ইহাতে অবোধ লোকেরা কল্পনা করেন যে, হস্তে অথবা কোন পাত্রে কোন দ্রব্য ধরিলে অগ্নির শিখা সেই পাত্রের উপর পতিত হইয়া আহুতি ভক্ষণ করেন। কেবল এখানে কেন, চরাচর সর্ব্বত্র হইতেই অগ্নিব্রহ্ম আহুতি গ্রহণ করিতেছেন—ইনিই সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা মূর্ত্তিতে আকাশে দিবা-রাত্র প্রকাশমান আছেন। সূর্য্যনারায়ণ যৎকিঞ্চিৎ তেজ প্রকাশ করিলে দেশে দেশে হাহাকার হয়, পৃথিবী জ্বলিতে থাকে। এবং যখন সমুদ্র হইতে তেজের দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উপর বর্ষণ করেন তখন পৃথিবী ও জীব জন্তু প্রভৃতি শীতল হন।

শিবনারায়ণ একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কুণ্ড কে খনন করিয়াছেন এবং এই মন্দির কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন? এই মন্দির যে সোণার গিল্টির পাত দিয়া ঢাকা আছে তাহাই বা কে করিয়াছেন, এই জ্যোতি কি পূর্ব্বকালাবধি জ্বলিতেছে না তোমরা কোন কৌশল করিয়া যেরূপ গ্যাস জলে সেইরূপ জালিয়া রাখিয়াছ—আমাকে সত্য বল।" ঐ পাণ্ডা বড় ধীর ও শান্ত স্বভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি হাত যুড়িয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "মহাশয়? ইহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আগে আওরংজীব প্রভৃতি মুসলমান বাদসাহগণ ও মহম্মদ ফকির ইত্যাদি অনেকেই অধিকাংশ হিন্দু তীর্থের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্র বেদ প্রভৃতি লইয়া অগ্নিতে পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়া লইতেন। সেই মুসলমান

বাদসাহরা কাশীতে যাইয়া বিশ্বনাথের মন্দিরস্থিত বিশ্বনাথমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চারি খণ্ড করিয়া এক খণ্ড সেইখানকার কূপে ফেলিয়া দেন অপর তিন খণ্ড দিল্লিতে লইয়া গিয়া একটা মস্‌জিদের সিঁড়িতে অপর একটা আপনার সিংহাসনের সিঁড়িতে আর একটা মক্কা কি মদিনার মসজিদের সিঁড়িতে লাগাইয়া দেন, অভিপ্রায় এই, তাহার উপরে সকলে জুতা রাখিবে। উহারা বলিত যে হিন্দুদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা নাই। এ সকল মিথ্যা। ইহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। ইহাদের দেবতাদের কোন শক্তি নাই। তাহাদের মধ্যে একজন মুসলমান বলিল—যে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র একটা প্রজ্বলিত অগ্নিদেবতা জ্বালামুখীতে আছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল যে চল সেখানে গিয়া দেখি এটা সত্য কি মিথ্যা। জ্বালামুখিতে তাহারা আসিয়া দেখিল যে অগ্নিজ্যোতি যথার্থ পৃথিবী হইতে উর্দ্ধমুখে জ্বলিতেছে। দেখিয়া উহারা বলিল—যে পাণ্ডারা তো কোন কৌশলের দ্বারা জ্বালাইয়া রাখে নাই। আমরা মাটি খোঁড়াইয়া দেখি যে ইহা কিরূপে জ্বলিতেছে। ভিতরে কোন কৌশল আছে কি না। এই বলিয়া মাটি খুঁড়িয়া দেখিল তত্রাচ তাহার ভিতর হইতে জ্বলিতে লাগিল—তাহারা এইরূপ জ্যোতি দেখিয়া লোহার তাওয়া লইয়া সেই জ্যোতির উপর ঢাকা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল—কিন্তু এইরূপে সাতটি লোহার তাওয়া উপরি রাখিয়াও তাহারা অগ্নিজ্যোতি বন্ধ করিতে পারিল না, পাত্র ভেদ করিয়া অগ্নির জ্যোতি উর্দ্ধমুখে উঠিতে লাগিল। তখন মুসলমান বাদসাহ বলিলেন যে হিন্দু দেবতার মধ্যে এক অগ্নি দেবতাই কেবল সকল দেশে প্রজ্বলিত দেখা যাইতেছে, ইহাকে মান্য করা উচিত। এই বলিয়া বাদসাহ আজ্ঞা দিলেন যে এই ছোট মন্দির ভগ্ন করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। মন্দির প্রস্তুত হইল এবং স্বর্ণের

দিয়া সেই মন্দির মোড়াই করিয়া দিল। কেবল যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হাত যায় সেই পর্য্যন্ত প্রস্তর ফাঁক রাখিয়াছে।"

পাঠকগণ কোন আশ্চর্য্য বোধ করিয়া যেন জ্বালামুখী তীর্থে যাইয়া অগ্নিজ্যোতিকে দর্শন না করেন, কেন না সেই অগ্নিজ্যোতি তো সকল স্থানেই দর্শন হইয়া থাকে। তোমরাও তো নিজ নিজ ঘরে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাক, সেই অগ্নি তো তোমাদের প্রত্যেকের শরীর মধ্যে আছেন। যে প্রত্যক্ষ পরম জ্যোতি সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমাতে দিবারাত্র জ্বলিতেছেন ও যাঁহার তেজ তৈল ঘৃত সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রজ্বলিত, সূর্য্যনারায়ণ এবং চন্দ্রমা জ্যোতিতে তাঁহাকে দর্শন করিলে তিনি তোমাদের সকল দুঃখ পাপ মোচন করিয়া আনন্দ স্বরূপ রাখিবেন। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, যে সকল তীর্থের তো একই রূপ ভাব, তবে আর বদ্রিনারায়ণ যাইবার প্রয়োজন কি, সেখানেও তো এইরূপ প্রস্তর ও বরফে আবৃত পাহাড়,—এই ভাবিয়া অনর্থক বদ্রিনারায়ণ না গিয়া জ্বালামুখী হইতে বরাবর দিল্লী চলিয়া আসিলেন। দিল্লী হইতে মাড়ওয়ারে পুষ্কররাজ মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি পুষ্করণী আছে। সেই পুষ্করণীতে সকলে স্নানাদি পুণ্যকার্য্য করে। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে দুইটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর দুইটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মধ্যে একটাতে সাবিত্রী মাতা ও একটাতে গায়িত্রী মাতা স্থাপিত। সাধারণের বিশ্বাসএই, যে ইহাঁরা সকল দুঃখ পাপ হইতে মোচন করেন।

সাবিত্রী এবং গায়ত্রী মাতা শাস্ত্রাদিতে যে বর্ণিত আছেন তাহার সার অর্থ এইরূপ; সাকার ব্রহ্ম অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। তাঁহারই সাবিত্রী ব্রহ্ম নাম কল্পনা করা হইয়াছে এবং চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের গায়িত্রী নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর

জীবকে সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইহাকে না চিনিয়া রাজা প্রজা সকলে কল্পিত স্থানে যাইয়া ভ্রমে পতিত হন।

অনন্তর সেথান হইতে শিবনারায়ণ আজমেড় আসিলেন। আজমেড় সহরের মধ্যে এক মুসলমান থাজা সাহেবের কবর স্থান ও তাহার এক পার্শ্বে একটি মসজিদ আছে। কবর ঘর ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদির দ্বারা উত্তম রূপে সুসজ্জিত। সেই কবর দর্শন করিবার জন্য হিন্দু মুসলমান অনেকেই এখানে আসেন। থাজা সাহেবের স্থানের ফকীররা সেই দেশের চারিদিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে, এবং যে সকল হিন্দু যাত্রীরা পুষ্করতীর্থ দর্শন করিতে যান তাহাদিগকে ডাকিয়া আনে আর বলে, "আমাদের এই তীর্থ দর্শন করিলে তোমরা সকল ফল প্রাপ্ত হইবে।"

থাজা সাহেবের কাছে যে যাহা প্রার্থনা করিবেন তিনি সেই ফলই. প্রাপ্ত হইবেন শুনিয়া যাত্রীরা থাজা সাহেবের কবর স্থানে আইসে। কৌশল করিয়া সেই কবরের মধ্যে একজন মুসলমান বসিয়া থাকে, এবং অপর এক জন বৃদ্ধ মুসলমান ফকীর যাত্রিদিগকে বলে যে, তোমরা ইহার ভিতরে এক এক জন করিয়া হাত দাও, এবং ধন অথবা পুত্র যাহা ইচ্ছা চাও খোদা তোমাদিগকে তাহাই দিবেন। এ দিকে কবরের মধ্যে যে ফকীর লুকাইয়া বসিয়া থাকে, কোন যাত্রী তাহার মধ্যে হাত দিবা মাত্র সেই ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে টানে এবং যাত্রীও উপর দিকে টানে। যাত্রী যদি স্ত্রীলোক হয় তবে বৃদ্ধ ফকীর সেই দুর্ব্বলা স্ত্রীলোককে বলিয়া দেয় যে তুমি হাত টানিও না খোদা খোদ তোমার হাত ধরিয়াছেন, তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এখন তুমি শীঘ্র দান পুণ্য কর। ১।০ শিকা হাত ধরাই এবং ১।০ শিকা হাত ছাড়াই এই ২।০ টাকা তুমি এখানে দিয়া দাও। খোদা শীঘ্র

তোমার হাত ছাড়িয়া দিবেন। যাত্রী বলেন, যে আমার কাছে ২৷৷৹ টাকা নাই। এই ১৷৹ শিকা দিতেছি হাত ছাড়াইয়া দাও। তখন সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকীর বলেন, যে খোদ্ খোদা হাত ধরিয়াছেন, ১৷৹ শিকাতে হইবে না। যাত্রী কি আর করে কষ্ট পাইতেছে। ২ টাকা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লয়। শিবনারায়ণ তাহাদের এই ব্যবহার দেখিয়া বলিলেন, যে তোমরা যাত্রিদিগকে কেন অনর্থক কষ্ট দিতেছ, যাহা উহারা শ্রদ্ধা করিয়া দেয় তাহাই সন্তোষ পূর্ব্বক গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ মুসলমান ফকীর শিবনারায়ণকে বলিল, যে তুমি ফকীর মানুষ, তোমার এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? তুমি দর্শন করিয়া চলিয়া যাও। এই বলিয়া শিবনারায়ণের গলায় এক ছড়া ফুলের মালা ও হাতে কতকগুলি ফুল দিয়া বলিল, আপনি এস্থান হইতে যান।

শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, মুসলমান ও হিন্দুদিগকে ধিক্ যে আপনার সনাতন ধর্ম্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃত কবরস্থানে বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া আছে ও তাহাতে তেজহীন, বলহীন, শক্তিহীন, পরাধীন হইয়া রসাতলে যাইতেছে।

শিবনারায়ণ কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া দুই এক জন ভদ্র মুসলমানের নিকটে এই সকল কথা বলিলেন, যে এই সকল বড় অন্যায়। সেই ভদ্র জ্ঞানবান মুসলমানেরা শুনিয়া বলিল যে মহাশয়, আমরা ইহা তদন্ত করিয়া দেখিব যদি ইহা যথার্থ হয় তাহা হইলে বড় লজ্জার কথা—তাহা হইলে আমরা গোপনে এই প্রপঞ্চ তুলিয়া দিব! আপনি কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিবেন না।

সেখান হইতে শিবনারায়ণ গুজরাটী অহমদাবাদ সহর হইয়া কাঠিওয়ার দেশে সুরথ নগর দেখিয়া বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে

বালকেশর নামক গ্রামে যাইলেন। ঐ গ্রামের শ্মশানে যেখানে চিতার উপরে মৃত ব্যক্তির নামখোদিত প্রস্তর আছে শিবনারায়ণ সেই স্থানে সর্ব্বশরীর কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া একটা প্রস্তরের উপর তিন দিবস পড়িয়া রহিলেন। তিন দিবসাবধি কেহই তাঁহার তত্ত্ব লইল না। যাহারা মৃত দেহ পুড়াইতে আসিত তাহারা বলিত যে কোন পাগল পড়িয়া আছে। এই বলিয়া শিবনারায়ণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত। শ্মশানের অনতিদূরে মাড়োয়ারীদের প্রতিষ্ঠিত একটা ঠাকুর বাটী আছে। সেখানে শ্রীবৈষ্ণব বৈরাগী সাধুরা বাস করিত। তাহারা প্রতিদিন শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইত কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিত না এবং তাঁহাকে মুর্দ্দফরাস জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকটেও আসিত না। ঠাকুরবাটী দুইতলা। যাহারা ঠাকুর স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের অভিপ্রায় ছিল এই, যে অভ্যাগত সাধু মহাত্মা সেই বাটীতে বিশ্রাম করিবেন। যে মাড়ওয়ারীরা সেই বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তাঁহাদের একজনের নাম জুয়াহরমল্ আর একজনের নাম শিবনারায়ণ এবং অপরের নাম যমুনা দাস। সেই ঠাকুর বাটীর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। অযাচক অভ্যাগত মহাত্মা সাধুগণ কোন প্রকারে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না পান, ইহা দেখা সেই পণ্ডিতের একটা কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। এইরূপ মহাত্মাদিগকে তিনি অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর বাটীতে আনিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সেই পণ্ডিতের নাম জালিরাম পণ্ডিত। জালিরাম পণ্ডিত এক দিবস শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইয়া একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া শিবনারায়ণের নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কাহাকে নমস্কার করিলে?

জালিরাম বলিলেন, আপনাকে নমস্কার করিলাম। শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি কে যে আমাকে নমস্কার করিলেন?

জালিরাম উত্তর করিলেন, হে মহারাজ, আমরা নরাধম, আমরা বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কাতর হইয়া আছি, আপনাকে জানিতে পারি নাই এবং পরমাত্মাকেও জানিতে অপারক। আপনি কে? আমি কেমন করিয়া চিনিব, কিন্তু এই জানিতে পারিতেছি যে আপনি মহাত্মা এবং ত্যাগিপুরুষ, পরমাত্মার জানিত লোক এবং আপনি পরমাত্মা এইরূপ জানিয়া আমি নমস্কার করিলাম।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি যে তুমিও তো সেই ব্যক্তি তোমার চিন্তা কি?

জালিরাম বলিলেন, শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে বটে কিন্তু আপনার মত অভ্যাস করিয়া যদি স্বরূপে নিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে জীব কৃতকার্য্য হয়।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যদ্যাপি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠা না হইয়া থাকে তাহা হইলেও স্বরূপে তুমিই আছ তোমার ভাবিত হইবার কোন কারণ নাই।

জালিরাম পণ্ডিত শিবনারায়ণকে উত্তর করিলেন, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনি কত দিন এখানে আসিয়াছেন এবং আপনার আহারের কিরূপ হইতেছে, আপনাকে কেহ দেখিয়াছে কি?

তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি তিন দিবস আসিয়াছি। আমাকে অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু কেহই আহারের জন্য জিজ্ঞাসা করে নাই। জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, কি আহার করিবেন আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এইখানে আনিয়া দিই। না হয় ঠাকুরবাটীতে চলুন, সেইখানে আপনাদের জন্য বৃহৎ বাটী আছে। আপনার যতদিন ইচ্ছা হয় দোতালায় থাকিবেন। আহা-

রাদির ব্যবস্থা সেইখানেই হইবেক এবং বড় বড় জ্ঞানী ধনীলোক আপনার চরণ দর্শন করিতে আমার সঙ্গে আসিবেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার ধনীলোকের সহিত কোন প্রয়োজন নাই এবং আমার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবারও প্রয়োজন নাই। যদ্যপি তোমার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অন্ন এই স্থানে পাঠাইয়া দিতে পার।

জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, আমি পাঠাইয়া দিতে পারি এবং নিজেও আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনি যেখানে আছেন, সেখানে শবদাহ হয়। লোকে এইখানে আসিতে ঘৃণা করে। আপনি কৃপা করিয়া গা তুলিয়া একবার আমার সহিত ঠাকুর বাটীতে আসুন।

তাঁহার প্রার্থনামত শিবনারায়ণ সেই স্থান হইতে ঠাকুর বাটীতে আসিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সেই সময় জালিরাম পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বন্ধু মহাজনেরা আসিয়া শিবনারায়ণকে দর্শন করিলেন, এবং যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন এবং আমাদের বাটী পবিত্র করিয়া দিন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমাদের বাটীতো সর্ব্বদাই পবিত্র আছে, এইটী কেবল মনের ভ্রম।

তাঁহারা কোন মতে শিবনারায়ণকে না ছাড়িয়া ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সেই সময় তদ্দেশীয় জয়কিষণ নামক প্রধান পণ্ডিতের কোন শিষ্য শিবনারায়ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তাহার প্রার্থনা মত তিনি জয়কিষণ পণ্ডিতের নিকটে যাইতে সম্মত হইলেন। জয়কিষণ পণ্ডিত অতিশয় ধীর ও বিজ্ঞ, এবং নম্র প্রকৃতির লোক এবং নিত্য যোগবাশিষ্ঠ পুরাণ ও গীতাদি

পারমার্থিক পুস্তক সকল পাঠ করিতেন। শিবনারায়ণকে দেখিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে বিধি পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত ভাব লক্ষণ দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক শিষ্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রকৃত মহাত্মাকে আমার নিকটে আনিয়াছ।

তৎকালে সেইস্থানে অনেক অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী মাড়ওয়ারী কয়েকটী অতি উত্তম সর্ব্বলোক হিতকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

প্রথম প্রশ্ন।

জয়কিষণ পণ্ডিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ জগতের মধ্যে ত্যাগী ব্যক্তি কে?

জয়কিষণ পণ্ডিত উত্তর করিলেন, যখন সম্মুখে মহাত্মা বসিয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর আমি আর কি বলিব? আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যাঁহার অন্তর হইতে ত্যাগ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ত্যাগী।

তত্রস্থ অপর একজন পণ্ডিত বলিলেন যে সাধু মহাত্মারাই ত্যাগী ব্যক্তি।

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, সাধু মহাত্মাগণ ত্যাগী বটে। কিন্তু এখানে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হয় মহাত্মাগণ কোন্ বিষয়ে ত্যাগী; ত্যাগীর মধ্যে তো গৃহস্থেরাই প্রধান ত্যাগী, কেন না সাধু মহাত্মাগণ এই দৃশ্যমান মায়াময় জগতকে স্বপ্নবৎ অসৎ পদার্থ জ্ঞান করিয়া মিথ্যা বোধে ত্যাগী হন এবং তাহার মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কার প্রযুক্ত মনে করেন যে আমি বড় ত্যাগী এবং অপর লোকও মনে করেন যে এই সাধু মহাত্মা বড়ই

ত্যাগী কেন না ইনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অহংকার করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সৎ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে আসক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সৎস্বরূপ যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতা যাঁহার দ্বারা যাবতীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতেছেন অতএব এরূপ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এই উভয়ের মধ্যে কাহারা প্রকৃত ত্যাগী? বস্তুতঃ সকলেরই বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত যে, আমার কি বস্তু ছিল যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও এমন কি বস্তু আছে যে আমি গ্রহণ করিব? যখন আমার একটী তৃণ ঘাস পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমার কি আছে যে আমি অহংকার প্রযুক্ত বলিয়া থাকি যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও আমি গ্রহণ করিয়াছি? অতএব আমার ত্যাগ ও গ্রহণের কিছুমাত্র সাধ্য নাই; কারণ যাবতীয় পদার্থ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের এবং আমিও তাঁহারই অংশ মাত্র অর্থাৎ যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান আছেন, যখন তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই তখন কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব? এবং যিনি সকলেতেই সমভাবে আছেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ত্যাগী, তিনিই যথার্থ ত্যাগ ও গ্রহণের ভাব বুঝেন। তিনি গৃহস্থ ধর্ম্মেই থাকুন অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্মেই থাকুন—যে কোন ধর্ম্মেই থাকুন—তাঁহার পক্ষে সকলই সমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পুনরায় ঐ মাড়ওয়ারী জয়কিষণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ওঁকার, ব্রহ্মগায়ত্রী সন্ধ্যাস্তুতি ও বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকদিগের কি কারণে অধিকার নাই? তাহাতে

পণ্ডিত বলিলেন, কোন কোন শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে লেখা আছে যে উহাদের অধিকার নাই, কেন যে অধিকার নাই তাহা সম্মুখস্থিত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর।”

শিবনারায়ণ বলিলেন, অধিকার ও অনধিকার সকলের মধ্যে আছে। আমি স্থূলতঃ বুঝাইয়া দিতেছি তোমরা সূক্ষ্ম করিয়া ভাব গ্রহণ কর। যেমন যাহার জলের পিপাসা হইয়াছে তাহাকে অন্ন দিলে সে কখনই তাহাতে প্রীত হইবেক না, অতএব সে অন্নের অনধিকারী। এবং যে ব্যক্তির অন্নের ক্ষুধা লাগিয়াছে তাহাকে জল দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হইবেক না, অতএব সে জলের অনধিকারী। সেইরূপ যে ব্যক্তির কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিথ্যা অসৎ পদার্থে অত্যন্ত আসক্তি প্রযুক্ত ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, সত্য যে সৎপদার্থ তাহাতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেই ব্যক্তিকে সৎপদার্থ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার কথা গ্রহণ করিতে বলিলে তাহা তাহার প্রিয় হইবে না। অতএব সে তখন শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অনধিকারী। শূদ্র কিম্বা স্ত্রী অথবা ব্রাহ্মণ যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-মাত্রই অনধিকারী এবং যে ব্যক্তির অসৎ পদার্থে ইচ্ছা নাই, এবং অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকিয়াও সৎপদার্থের প্রতি একান্ত ইচ্ছা আছে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে যাহার অভেদ হইতে একান্ত ইচ্ছা আছে অথবা প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে জানি-বার জন্য যাহার একান্ত ইচ্ছা আছে সেই ব্যক্তি অসৎ পদার্থে অনধিকারী। এবং সৎপদার্থে অধিকারী। অর্থাৎ ওঁকার, ব্রহ্ম-গায়ত্রী যজ্ঞাহুতি ও বেদাদি শাস্ত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তিনি অধিকারী হইবেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য সকল করিলে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইবে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক, শূদ্র হউক অথবা ব্রাহ্মণ হউক—যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, শ্রেষ্ঠ কার্য্য

করিলেই শ্রেষ্ঠফল প্রাপ্ত হইবেক। তোমাদের মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেও তো লেখা আছে যে,—

শূদ্রঃ ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাস্তথৈবচ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্র ও বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে। এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি নিকৃষ্ট কার্য্য করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যথা—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থং প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্র যে ব্রাহ্মণ তিনি যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্র জ্ঞান, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, ক্ষমা, ক্রোধ শূন্যতা, যজ্ঞ দান, ধৈর্য্য, শম—এইবার গুণ সম্পন্ন হইয়াও বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তিযুক্ত না হন তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল হইতেও অধম। পৃথিবীও তাঁহার ভার সহ্য করিতে অক্ষম এবং যদি চণ্ডাল হইয়া আপনার তনু, মন, ও ধন ইত্যাদি বিষ্ণু ভগবানে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও তিনিই শ্রেষ্ঠ।

নিরবলম্ব উপনিষদেও লেখা আছে যে—

কো ব্রাহ্মণঃ।
যো ব্রহ্মবিদ্ সএব ব্রাহ্মণঃ॥

যে ব্যক্তির সমদৃষ্টি হইয়াছে, পরিপূর্ণ ব্রহ্মময় দেখিতেছেন সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ শব্দে কথিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে

শাস্ত্রোক্ত গুণ সম্পন্ন যথার্থ ব্রাহ্মণ কোটীর মধ্যে এক আধজন পাই-বার সম্ভব। এবং যজুর্ব্বেদে লেখা আছে—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায়চার্য্যায় চস্বায়চারণায়। অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ আমি যে এই কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সকলেই গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া বেদের সার ভাবকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতি শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক অথবা পারমার্থিক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন ইহাতে কোন বাধা নাই। এবং ওঁকার মন্ত্রজপ এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে উপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা তাহাকেই বেদ পাঠ বলে অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন তাহাকেই বেদ জানিবে; সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতর বাহিরে জ্যোতিঃস্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবে।

এই উপদেশ শুনিয়া মাড়ওয়ারী ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্রেতে ইহাও তো লেখা আছে যে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।

বেদাভ্যাসাৎভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অর্থাৎ জীব যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাহার আত্মা পরমাত্মার স্বরূপেতে কোন বোধ থাকে না সেই অবস্থাকেই শূদ্র বলে। এবং যখন সেই জীবের সংস্কার জন্মে তখন তাহাকে দ্বিজ সংজ্ঞা

বলা হয়। এবং সেই জীব যখন বেদ পাঠ করেন তখন তাহাকে বিপ্র বলা হয়, অর্থাৎ যখন জ্ঞান উপার্জ্জন করেন তখন বিপ্র শব্দে কথিত হয়। এবং যখন জীব ব্রহ্মকে জানেন তখন তাহাকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা বলা হয়, এবং জীবের যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরুর উপাসনায় অদ্বৈত জ্ঞান উদয় দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে অ ভেদ হইয়া যান, তখন ঐ অবস্থা পন্ন জীবকে ব্রহ্ম বলা হয়।

ইহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, এ কথা সত্য। এবং জয়কিষণ পণ্ডিতও বলিলেন যে এইরূপ অবস্থা হইলে সৌভাগ্য। ইহাতে সেখানে উপস্থিত একজন স্বার্থপরায়ণ পণ্ডিত যিনি সব ভাবকে বুঝিয়াও বুঝেন না এবং কথিত বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিয়াও করিলেন না, তিনি বলিলেন শূদ্র কখনই শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমরা কাহাকে শূদ্র বল, শূদ্র বস্তুটা কি? নিকৃষ্ট কার্য্য ও গুণের নাম শূদ্র, কিম্বা জীবের স্থূল শরীরের নাম শূদ্র অথবা জীবের সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপের নাম শূদ্র। যদ্যপি জীবের সূক্ষ্ম শরীর স্বরূপের নাম শূদ্র বলা হয়, তাহা হইলে জীব একই ঈশ্বরের অংশ, সমান ভাবে সকল জীবই তুল্য। জীব যদি স্বরূপে শূদ্র হয়, তাহা হইলে সকল জীবই শূদ্র। যদি জীবের স্থূল শরীরকে শূদ্র বলা হয় তাহা হইলে একই ধাতু হইতে হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি স্থূলশরীর নির্ম্মিত হওয়া প্রযুক্ত সকল জীবই শূদ্র। বস্তুতঃ জীবের স্বরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা কখনই হইতে পারে না, ও হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল অবস্থাভেদে গুণ ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে সামাজিক নিয়ম মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা বলা হয় কিন্তু স্বরূপ

পক্ষে ইহার কিছুই নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন এবং যে ব্যক্তিতে উত্তম গুণ বর্ত্তায় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ও যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট কার্য্য করে ও যাহাতে নিকৃষ্ট গুণ প্রকাশ পায় সেই শূদ্র জানিও। এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে হিন্দুসমাজ হইতে কোন ব্রাহ্মণ, মুসলমান কিম্বা খ্রিষ্টীয়ান হইলে, তাহাকে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই গ্রহণ কর না, তাহাকে অতিশয় ঘৃণা কর ও তাহার গাত্রস্পর্শ করিতেও অনেকে ইচ্ছা করে না, বলে অমুক ব্যক্তি এখন খ্রিষ্টীয়ান অথবা মুসলমান হইয়াছে, উহার জাতি নাই। কিন্তু সেই ব্যক্তি আপনার সমাজজাত গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া অপরের সমাজ-অনুযায়ী গুণ ও ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে মাত্র সেই জন্যই গুণ ও ক্রিয়া ভেদে তাহার প্রতি মুসলমান অথবা খ্রিষ্টীয়ান শব্দ প্রয়োগ হয়। নতুবা সে ব্যক্তি যখন হিন্দু ধর্ম্মে ছিল তখনও সে যাহা ছিল মুসলমান অথবা খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্ম মধ্যে আসিয়া সে তাহাই আছে; উহার শারীরিক বা ইন্দ্রিয় ঘটিত কোন রূপান্তর হয় নাই। কেবল গুণ ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর শরীর গঠন করিয়া যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কার্য্য হইবে ও যে গুণ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশ পাইবে নিয়ম করিয়াছেন, সেই সকল ঈশ্বরাধীন কার্য্যে কাহারও কিছুমাত্র তারতম্য করিবার ক্ষমতা নাই। নেত্রের যে গুণ তাহা নেত্রে থাকিবে, কর্ণের যে গুণ তাহা কর্ণে থাকিবে, এবং হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের যাহার যে গুণ তাহা অবশ্যই ঘটিবে এবং যে ব্যক্তি জীব শব্দ বাচ্য সে যেখানেই যাউক স্বরূপে যাহা আছে সে স্বরূপে তাহাই থাকিবে, স্বরূপে খ্রিষ্টীয়ান ও মুসলমান হইবে না। অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র তারতম্য হইবে না, কেবল নাম পরিবর্ত্তন মাত্র হইবে—ইহা না বুঝিয়া লোকে নানা প্রকার মিথ্যা ভ্রমে পড়িয়া থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন।

তখন পূর্ব্বোক্ত মাড়ওয়ারী পুনরায় স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, আমাদের হিন্দুসমাজ হইতে যদি কেহ খ্রিষ্টীয়ান কিম্বা মুসলমান হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি পুনরায় হিন্দুসমাজে আসিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে আমরা হিন্দু ধর্ম্মে লইতে পারি কি না ?

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, তোমরা গম্ভীর ও শান্তরূপে বিচার করিয়া দেখ যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে আপন উত্তম গুণ প্রদান করিয়া আপনার স্বরূপে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদে লয়েন। প্রমাণ—যেরূপ স্থূল পদার্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু অগ্নি যত নিকৃষ্ট স্থূল পদার্থকে দগ্ধ করিয়া আপনার স্বরূপ করিয়া লয়েন অর্থাৎ চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে সমানরূপে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপে এক করিয়া লয়েন এবং অগ্নি স্বয়ং শ্রেষ্ঠ পদে শুদ্ধরূপে থাকেন। এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় নদীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে ও সমুদ্র সেই সমুদায় জল নিজের সহিত মিশ্রিত করিয়া একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। এইরূপ যখন হিন্দুসমাজ শ্রেষ্ঠ ছিল, হিন্দুগণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতেন ও করাইতেন, যখন হিন্দুর ন্যায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থাৎ তেজ, বল, বুদ্ধি, ইত্যাদি কোন সমাজে ছিল না তখন তাঁহারা সকলকেই সমভাবে লইয়া চলিতেন। এক্ষণে তোমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে যদ্যপি কোন তেজীয়ান, জ্ঞানবান, অগ্নি ও সমুদ্রবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন তাহা হইলে তিনি খ্রিষ্টীয়ান ও মুসলমান হইতে কেহ হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম একবার অথবা দশবার শুনাইয়া অনায়াসে আপন ধর্ম্মে লইতে পারেন, তাহাতে কোন ভয় ও সংশয় করিবেন না। তবে তিনি

যদ্যপি তেজ ও বলহীন হন তাহা হইলে তাহাকে লইতে সাহস হইবে না এবং মনোমধ্যে ভয় ও গ্লানি উপস্থিত হইবে।

চতুর্থ দিবস।

পুনরায় সেই মাড়য়ারী ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ জয়কিষন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ, ওঁকার সকলেই বলে; কিন্তু ওঁকার কি বস্তু, ওঁকারের স্বরূপ কি, এবং ওঁকার কোথায় থাকেন, এবং নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হন তাহা হইলে অদৃশ্য, দেখা যাইবে না, মন বাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; আর যদি সাকার হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে।

তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আমাকে কেন মিছা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সাক্ষাতে স্বয়ং মহাত্মা বসিয়া আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে ঈশ্বরের নাম ওঁকার এবং অকার, উকার, মকার যুক্ত হইয়া ওঁকার হয়। তখন মাড়ওয়ারী বলিল, মহারাজ, যদি অকার, উকার, মকার এই তিন শব্দ ওঁকার হইতেছে তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপও আকার যুক্ত সাকার পদার্থ হইবে, নিরাকারে ত অকার উকার মকার হইতে পারে না—ইহা তো স্পষ্ট প্রকরণ হইল। নিরাকারে ত একই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ভাবে আছেন কিন্তু সাকার হইলে সাকার ব্রহ্মের নাম অ, উ, ম অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ ও বর্ণ আছে, শুক্ল রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিগুণাত্মার নাম হইতে পারে। যাহা হউক এখন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে সকল সংশয় নিবারণ হইবে।

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতগণের যাহার অন্তর হইতে যেরূপ ভাব প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্য্যামী যেরূপে যাঁহাকে অন্তর হইতে দেখাইয়াছেন, তিনি

সেইরূপ ওঁকারের শব্দার্থ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্থূল করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি ও বুঝাইয়া দিতেছি, তোমরা সূক্ষ্মভাবে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিও। নিরাকার পরব্রহ্মের ওঁকার নাম কল্পনা হয় নাই, যখন তিনি নিরাকার হইতে জগৎস্বরূপে বিস্তার হন, তখন সেই সাকাররূপ চরাচরকে লইয়া বিরাট সমষ্টি ঈশ্বরের শরীরকে, মুনি, ঋষি, মহাত্মা ইত্যাদি ভক্তগণ ওঁকার নামে কল্পিত করেন। এবং এই ওঁকার নাম জপ করিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা হইয়া থাকে। এবং যখন নিরাকার হইতে সাকার হন, তখন অকার, উকার মকার, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনগুণ উৎপন্ন হয়। এই তিন গুণ হইতে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে ও হইবে। রজোগুণ হইতে ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম বলিয়া উক্ত করা হয়। যখন সত্বগুণ হইতে এই জগৎ চরাচরকে পালন করেন, তখন তাঁহার প্রতি বিষ্ণু ভগবান নাম প্রয়োগ করা হয়। এবং যখন তমোগুণে এই সৃষ্টিকে সংহার অর্থাৎ লয় করিয়া আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন তখন তাঁহাকে বিশ্বনাথ কল্পনা করা হইয়াছে। এই তিনের নাম অকার, উকার ও মকার। প্রত্যক্ষ তেজ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ দিবারাত্র প্রকাশমান আছেন। এবং সেই ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম অকার উকার মকার এই তিনভাগ হইতে সাতভাগ হইয়া প্রত্যক্ষ সাকার স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই সাত ভাগের নাম কোন শাস্ত্রে সাত দ্রব্য বলে, কোন শাস্ত্রে সাত বস্তু বলে এবং সেই সাতকে সাত ঋষিও বলে এবং জীবকে লইয়া অষ্টম, প্রকৃতিও বলে এবং গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতীও বলে এবং তাঁহাকে সাবিত্রীও বলে অর্থাৎ এই সকল ব্রহ্মেরই নাম যথা, ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ

ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং এবং ব্যাকরণে ইহাকে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতের নাম প্রত্যক্ষ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ এবং জীবসংজ্ঞা লইয়া অষ্টম, প্রকৃতি শব্দ বলা হয়। এই সাত ভাগ ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম হইতে এই সকল চরাচর স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের গঠন হইয়াছে। ওঁ ভূঃ যে পৃথিবী ওঁকার তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষের হাড়মাংস গঠন হইয়াছে, ওঁ ভুবঃ জল-ওঁকার হইতে রক্ত হইয়াছে, ওঁ স্ব অগ্নি ওঁকার হইতে অন্ন পরিপাক হইতেছে, ও বায়ু ওঁকার হইতে শ্বাস প্রশ্বাস সমষ্টি শরীরের মধ্যে চলিতেছে, ও আকাশ ওঁকার হইতে স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি কর্ণ দ্বারে শব্দ শুণিতেছে, এবং ওঁজন শব্দে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ হইতে কণ্ঠ ভাগে সকলেই কথা বলিতেছেন, ও সূর্য্যনারায়ণ ওঁকার হইতে নেত্র দ্বারে সর্ব্বরূপ দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই জ্যোতিঃ দ্বারা সকল বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরান ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। এবং সেই জ্যোতির সঙ্গ করিয়া জীব কারণ-পরব্রহ্মে স্থিতি করেন এবং সেই জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গ করিয়া ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণে যে সপ্ত বিভক্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রথমা বিভক্তিতে যে বিসর্গ (ঃ) আছে ইহার মানে এই যে নিরাকার হইতে যখন পরব্রহ্ম সাকার স্বরূপে বিস্তারিত হন তখন প্রকৃতি ও পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ বিসর্গ (ঃ) শব্দে কথিত হন এবং তিনিই চরাচরের নেত্র।

এইরূপে ওঁকার প্রণব ব্রহ্মকে সমুদায় বিভক্তি অর্থাৎ শব্দার্থ ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়—স্ত্রী পুরুষ সকলেই ওঁকার স্বরূপ। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ওঁকার জপিবার অধিকার আছে তাহাতে সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যক্ষ ওঁকারকেই, দেবীমাতা, শক্তি

স্বরূপা বলিয়া আবাহন করা হয়, যথা—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ইত্যাদি মন্ত্র। ওঁকার মন্ত্রই দেবী স্বরূপ এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ওঁকার দেবী স্বরূপ। অর্থাৎ সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ।

তখন মাড়ওয়ারী বলিলেন, মহাশয়, আপনি ওঁকার প্রণবের কথায় যে বলিলেন, ওঁকার সাত ভাগ হইয়া চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের শরীর গঠন করিয়াছে, সে কিরূপ আমি বুঝিতে পারিলাম না। ইহা পৃথক পৃথক হইয়া সাতটা হইয়াছে, না, একই ব্যক্তি আছেন? এবং কিরূপে তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিব?

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি একাগ্রচিত্তে গম্ভীরভাবে শ্রবণ কর; তিনি সাতটা নহেন, একই পুরুষ বিরাজমান আছেন কিন্তু বহির্মুখে পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার শরীরের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক রূপে বোধ হইতেছে—যাহাকে পৃথক পৃথক ধাতু ও দ্রব্য বলে। নেত্রে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, নাসিকায় দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ লইতেছ, মুখ দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাইতেছ কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না—এইরূপে বহির্মুখে একই শরীর পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যাইতেছে এবং পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক গুণ ঘটিতেছে ও বোধ হইতেছে। কিন্তু এই শরীরের বোধকর্ত্তা তুমি, একই পুরুষ বিরাজমান আছ এবং সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা অন্তর হইতে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ। এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তোমারই এবং তুমিই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী। এইরূপ এই আকাশের মধ্যে পৃথক পৃথক যে সাতটা বোধ হইতেছে, যেমন পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ—ইহা বহির্মুখে এই সাত প্রকার বোধ হইতেছে, কিন্তু এই জগৎ চরাচরকে লইয়া বিরাট স্বরূপ একই পুরুষ একই ভাবে স্থিতি করিতে-

ছেন। তাঁহার এক এক অঙ্গ দ্বারা এক এক কর্ম্ম করিতেছেন ও করাইতেছেন ও এক এক গুণ এক এক অঙ্গের দ্বারা গ্রহণ করিতে-ছেন। যেমন তুমি তোমার সমস্ত শরীরের মধ্যে চেতন, তোমার ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে কোন সুখ বা দুঃখ হইলে তুমি বোধ করিতে পার, মনের কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিলে মনের ভাব বুঝিতে পার অথবা অঙ্গের কোন স্থানে পিপীলিকা কামড়াইলে বা অন্যরূপ বেদনা হইলে তাহা তুমি বোধ করিতে পার—যেরূপ তুমি তোমার ক্ষুদ্র শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং অন্তরের ও বাহিরের ভাব বুঝিতে পার—সেইরূপ সমষ্টি জগৎ চরাচররূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত বিরাট শরীরের অন্তর হইতে অন্তর্যামী ভগবান বুঝেন ও সকল জীবের অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তুমি যেমন তোমার স্থূল শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চরাচর বিরাট সমষ্টি শরীরের মধ্যে জ্যোতিঃ স্বরূপ তেজোময় সেইরূপ। তোমরা সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে একমাত্র জগৎপিতা ও জগৎমাতা এবং জগৎগুরু জ্ঞানে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে আন্তরিক নম্রভাবে তাঁহার চক্ষু স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণকে পূর্ণরূপে নমস্কার প্রণাম করিবে এবং সর্ব্বদা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়া তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন ও তোমাদের অন্তর হইতে জ্ঞান প্রদান করিয়া আপনার জ্যোতিঃ-স্বরূপে অভেদ করিয়া লইবেন। এবং তুমি নির্গুণ নিরাকার পর-ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। কোন সুবোধ পুত্র কন্যা তাহার পিতা মাতার নেত্রের সম্মুখে করযোড়ে নম্রভাবে প্রণাম করিলে তাঁহারা দেখিয়া অন্তরে বুঝেন যে আমার ছেলে আমাকে প্রণাম করিতেছে এবং তাহাতে তাঁহারা যেমন অন্তরে আনন্দিত হইয়া সন্তানকে স্নেহ করেন এবং যাহাতে সন্তান সুখে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন সেইরূপ চরাচর রাজা ও প্রজা

ইত্যাদি তাঁহার পুত্র ও কন্যা এবং বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদের পিতা ও মাতা শব্দে জানিবে। তাঁহার জ্যোতিঃনেত্রের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নমস্কার ও প্রণাম করিলে তিনি তোমার অন্তরের সকল ভাব বুঝিতে পারিবেন, এবং অন্তর হইতে তোমাদিগকে সৎবুদ্ধি প্রদান করিয়া যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার তাহাই করিবেন।

পঞ্চম প্রশ্ন।

সেই মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ বেদ শ্রুতি ও শাস্ত্র পুরাণাদিতে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব এরূপ বিভেদের স্থলে, আমরা রাজা প্রজা, ও পণ্ডিতগণ, কোন মতকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিব? কোনও মতকেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ তোমরা বস্তুর বিচার কর, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ভ্রম নিবারণ হইবে। তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে এই আকাশের মধ্যে কোন্ বস্তুই বা সত্য এবং কোন্ বস্তুই বা অসত্য আছে। এইরূপ সৎ অসতের বিচার করিয়া সত্যেতে নিষ্ঠা রাখ অর্থাৎ সৎস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি নিরাকার ও সাকার স্বরূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন তাঁহাতে নিষ্ঠা থাকিলে কোন ভ্রমই থাকে না। তোমরা গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে বিচার করিয়া দেখ, পরব্রহ্ম তিনি যাহা তাহাই আছেন অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে নিরাকার ও সাকার রূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। সহস্র লোকে সহস্র মত প্রচলিত করুন তাহাতে তাঁহাকে কম বেশি বা রূপান্তর করিতে পারিবেন

না; তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। দেখ, কত প্রকারে কত মত এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ হইতেছে ও লয় হইয়া যাইতেছে। কোন মতে কি একটি তৃণ ঘাস মাত্রও উৎপন্ন করিয়া গিয়াছে না করিতে পারিবে? এ পর্য্যন্ত কেহ কখন করিতে পারেন নাই ও পারিবেনও না; অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম একই ভাবে চলিয়া আসিতেছেন। দেখ নিরাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি আছেন, এবং সাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনি জ্যোতিঃরূপে, বিরাট স্বরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশিত আছে। যথা, সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে, আকাশ বায়ু স্বরূপে, অগ্নি জল পৃথিবী স্বরূপে এবং তোমরা চরাচর ইত্যাদি যেমন তেমনি এই আকাশের মধ্যে প্রকাশমান আছ। ইহার মধ্যে তিল মাত্র কেহ কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন নাই ও পারিবেন না। ঋষি, মুনি, পির পায়গম্বর যিশুখ্রিষ্ট ইত্যাদি অবতারগণ এবং পণ্ডিত বাবু, রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ, ও অপর অপর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেহই তিলমাত্র প্রভেদ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ নিরাকারকে সাকারও করিতে পারেন নাই আর সাকারকেও নিরাকার করিতে পারেন নাই, এবং পারিবেনও না। মুখে এবং শাস্ত্রে যিনি যত মতই প্রকাশ করুন না কেন, এককে দুই করিবার কাহারও সাধ্য নাই, এবং দুইকেও এক করিবার সাধ্য নাই। অতএব রাজা প্রজা ইত্যাদি ব্যক্তিগণের বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে সৎবস্তুতে নিষ্ঠা রাখিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সকল দুঃখ মোচন হইবে। অর্থাৎ সৎবস্তু যিনি পূর্ণ যিনি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকাররূপে পরিপূর্ণ আছেন কেবল মাত্র তাঁহাকে ধারণ করিলে সমস্ত ভ্রম ও সংশয় নিবারণ হয়। অতএব ব্যক্তিগণের নানা মতে যাওয়া উচিত নহে। ভাবিয়া বুঝিতে গেলে সকল মতই

এক, কারণ প্রত্যক্ষ স্থূল ভাবে দেখ যখন সকল মতের ব্যক্তি, একই পৃথিবী আধারে রহিয়াছেন এবং একই জল দ্বারা সকলেই কার্য্য করিতেছেন এবং একই অগ্নি দ্বারা সকল মতের ব্যক্তিরই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে এবং একই বায়ুদ্বারা সকলেরই নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে এবং একই আকাশ দ্বারা সকলেই কর্ণদ্বারে শব্দ শুনিতেছেন এবং একই সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে সকল মতের লোকেরাই তাঁহাকে নেত্রদ্বারে দেখিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তখন ঈশ্বর, গড, আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কি নানা মতে নানা প্রকারে ভিন্ন ভিন্নরূপে হাজারটা আছেন ? তোমরা কেন অনর্থক মিছা ভ্রমে পতিত হইতেছ ? আপন আপন অহঙ্কার, মান অপমান, জয় পরাজয় ইত্যাদি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তস্বরূপে বিচার পূর্ব্বক সত্যকে ধারণ কর তাহা হইলে সকল মতের ভ্রম মিটিয়া যাইবে।

তাহাতে সেই স্থানের শ্রোতা ব্যক্তিগণ বলিলেন, মহারাজ আপনি ইহা যথার্থ বলিয়াছেন আমাদের ইহা সত্য বোধে ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং অন্তর্যামী গুরু যদি কৃপা করেন তবেই ধারণা ও নিষ্ঠা হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

ঐ মাড়ওয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান ভাল কি মন্দ ? কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান অতি আবশ্যক এবং কেহ কেহ বলেন যে ইহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান নিতান্ত অকর্ত্তব্য—বিদ্যা শিক্ষা দিলে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা হয় এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মায়।

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, তোমরা শান্ত-স্বরূপে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ বিদ্যাভ্যাসে যে স্ত্রীলোক-দিগের স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় ইহা বলা ভুল। যদ্যপি স্ত্রীলোক-দিগের বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায় তাহা হইলে বিদ্যাভ্যাসে পুরুষদিগেরও অহংকার এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। তাহা হইলে পুরুষদিগকেও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ যে পুরুষদিগের মধ্যেও কত কুপ্রবৃত্তির লোক আছে তাহার সীমা নাই। অতএব তাহা বিদ্যা শিক্ষার দোষ নহে, সে কেবল তাহাদের স্বভাবজনিত দোষেই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক বিদ্যা শিক্ষা করুক অথবা নাই করুক তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণের দ্বারা ঐ সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। বরং বিদ্যাভ্যাসে জ্ঞান লাভের দ্বারা হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মায়। তদ্দ্বারা গম্ভীরতা শান্তি ও ধৈর্য্য গুণ প্রকাশ পায় এবং ক্রমে ক্রমে কুপ্রবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হয়। এই হেতু স্ত্রীলোক-দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া রাজা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীলোক যদ্যপি বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্যই বুঝিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেন এবং পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষেও সুবিধা হয়। স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করেন কিম্বা রোগগ্রস্থ হন অথবা অন্ধ, বধীর, উদাসীন কিম্বা বিনষ্ট হন তাহা হইলে সেই বিদ্যা শক্তি দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শিশু সন্তানদিগের সহিত জীবন যাপন করিতে পারেন। আর যদি স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা না করেন তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিহীনা হইলে আপনার ও শিশুসন্তানদিগের

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। অতএব অন্য উপায় অব-লম্বন দ্বারা অর্থাৎ দাসী-বৃত্তি নতুবা ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মূর্খতা হেতু ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। এবং নিজ সন্তানগণের পক্ষেও পারমার্থিক সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকারেই বিঘ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণ বশতঃ রাজা, প্রজা ইত্যাদি সকলেরই পুত্র ও কন্যাদিগকে বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করান অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই এবং ইহাতে কোন সংশয়ও করিবেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে যে ইংরাজ স্ত্রীগণ বিধবা হইলে বিদ্যাবলে নানা প্রকার উপায় ও কৌশলে এবং শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে আপন আপন শিশু সন্তানদিগকে লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এবং তোমরা যদি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা না করাও তাহা হইলে কোন স্থানে চাকুরি করিতে গেলে তাহাদের মূর্খতা হেতু বেতন অল্প হইবে, তাহাতে তাহারা কি প্রকারে শিশু সন্তানদিগকে লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে? এই সমস্ত শুনিয়া সকলে বলিলেন, হাঁ মহারাজ ইহা আমাদের করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সকলে একমত হইয়া বুঝিয়া করে তাহা হইলেই অতি উত্তম হয় এবং জগতের বড়ই মঙ্গল হয়। কেননা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়।

সপ্তম প্রশ্ন।

পুনরায় উপরোক্ত পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ, পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত, না, উহাদিগের পরিপক্ক যুবাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত?

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে শ্রোতাগণ, বিচার পূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে দেখ, যেরূপে ঈশ্বরের স্বভাব ও নিয়ম চরাচরে বর্ত্তমান আছে সেইরূপেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত। যেরূপ আম্র কাঁচা অবস্থায় পাড়িলে ঈশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ করা হয়, সেই কাঁচা আম্র অম্ল হয় এবং তাহা ভক্ষণে শারীরিক পীড়া জন্মায়, সেই কাঁচা অম্রের বীজে কোন বৃক্ষ হয় না, আর যদিইবা হয় তাহা হইলে ভাল পুষ্ট হয় না, এবং উহাতে সুন্দর আশানুরূপ ফল ধরে না। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মানুসারে আম্রকে পক্কাবস্থায় পাড়িয়া ভক্ষণ করিলে উহা সুমধুর ও তৃপ্তিজনক হয়। এবং উহার বীজে উত্তম বৃক্ষ হয় ও তাহাতে আশানুযায়ী সুন্দর ফল জন্মায়। আর তাহা হইলে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করা হয়। সেইরূপ যদ্যপি পুত্র কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয় এবং সন্তান সন্ততি জন্মায় তাহা হইলে সেই সন্তান রুগ্ন, বলহীন, বুদ্ধিহীন, তেজহীন ও অল্পায়ু হয়। আর যদ্যপি বিচার পুর্ব্বক উহাদিগকে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ যুবাবস্থার প্রারম্ভে বিবাহিত করা যায় তাহা হইলে তাহাদিগের যে সকল সন্তান সন্ততি হয় তাহারা তেজ, বল, বুদ্ধি মেধা শক্তি সম্পন্ন হয় এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকে—রুগ্ন হয় না। এবং এইরূপ হইলেই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয়। অতএব পাঁচ বৎসর হইতে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা, সৎকার্য্য ইত্যাদি সৎশিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিলে উহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বাল্যাবস্থায় সন্তান সন্ততিদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া এবং উহাদিগকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি নিষ্ঠা এবং মাতা পিতা এবং গুরু জনকে সম্মান এবং সৎব্যক্তির আজ্ঞাপালন প্রভৃতি সৎশিক্ষা

দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—যাহাতে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া আনন্দরূপে কালযাপন করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া সকলের উচিত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই সকল উপদেশ পূর্ণ সারগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তৎ-স্থানস্থিত শ্রোতাগণ কহিলেন, মহারাজ, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন ইহা সত্য বাক্য, আমাদিগের সকলের বিচার পূর্ব্বক ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শিবনারায়ণ পুনরায় বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্ববিষয়ে গুণ পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ। তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ, যদি বাল্যকাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের এমন গুণ আছে যে, পুরুষের যে বিদ্যা আট বৎসরে লাভ হয়, উহারা তাহা চারি বৎসরে উপার্জ্জন করিবে। এবং উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য উপাসনা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা ইত্যাদি পুরুষদের যদি আট বৎসরে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিলে চারি বৎসরের মধ্যে হইবে। লোকে স্ত্রীলোকদিগকে যে শিক্ষা দেয় না তাহার কারণ এই ভয় যে,যদ্যপি উহাদের উত্তম ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে উহারা নির্ভয় হইয়া পুরুষদিগের বিনা অনুমতিতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবে—এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের আজ্ঞাধীন থাকিবে না। পুরুষ মহাত্মাগণ কেবল মাত্র স্বার্থ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীদিগকে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান না। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ নিয়ম নহে। তিনি সকলকেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে সকলেই উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে সকলেরই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য।

ইহার পর সভাভঙ্গ হইলে উপস্থিত একজন মহাজন বলিলেন,

"তোমরা আজ আমায় পরম মহাত্মা সাধু পুরুষ দর্শন করাইলে। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ তোমাদের অনুগ্রহে এইরূপ সাধু দর্শন করিলাম। আজ আমার বাটীতে মহাত্মার সেবা হইবে।" —এই বলিয়া শিবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া সেই মহাজন বাটী আসিলেন।

শিবনারায়ণ রাত্রে সেইস্থানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে গোদাবরী তীর্থাভিমুখে যাইলেন। সেখানে শুনিলেন সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী অদূরে এক জ্ঞানবান পণ্ডিতের বাস। তিনি শান্তমূর্ত্তি ও সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে উত্তম রূপে সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনেক স্থানে গল্প শুনিতে পাইয়া শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই পণ্ডিত হয়ত ভেকধারী সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে সেবা করিয়া থাকেন। কেন না যিনি যথার্থ পরমহংস এবং সন্ন্যাসীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার আত্মা ও পরমাত্মায় এক স্বরূপ বোধ হইয়াছে তিনি ত কোন ভেকের চিহ্ন ধারণ অথবা লোককে জানাইবার জন্য অন্য কোন প্রপঞ্চ করিবেন না। যেরূপ ব্রহ্মের কোন অবস্থা বা লক্ষণ নাই যে সেই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে চেনা যাইবে, সেইরূপ যথার্থ অবস্থাপন্ন পরমহংস সন্ন্যাসী মহাত্মাকে কোন লক্ষণ বিশেষে চেনা যায় না। তবে সেই বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত কিরূপে চিনিয়া যথার্থ সন্ন্যাসী পরমহংসকে আদর অথবা সেবা করেন? এইরূপ ভাবিয়া শিবনারায়ণ পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে সেখানে একটি শিবালয় আছে। সেই শিবালয়ের মধ্যে কেহ কেহ শিবের পূজা করিতেছেন, কয়েকজন নিত্য নিয়ম করিতেছেন এবং কেহ কেহ বাহিরে পাঠ করিতেছেন।

শিবনারায়ণের গায়ে ধূলা মাটি লাগিয়াছিল এবং একখানি মাত্র ছেঁড়া চাদর পরিধানে ছিল আর চুলও একটু বড় বড় ছিল। তাহাতে

তাঁহাকে দেখিতে ঠিক পাগলের মত বোধ হইত। পণ্ডিত সেই অবস্থাপন্ন শিবনারায়ণকে দেখিয়া রাগে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে, কোথায় হইতে আসিয়াছিস, এখানে কি জন্য আসিলি, তুই কি জাতি ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি আদমী, আমি মনুষ্য, তুমিও যে মনুষ্য আমিও সেই মনুষ্য। ইহাতে পণ্ডিত রাগ করিয়া বলিলেন, বেটা আমি ত তোকে মনুষ্য দেখিতেছি কিন্তু তুই কি জাতি ?

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি বড়ই নিকৃষ্ট এবং ভ্রষ্ট জাতি, আমার জাতির মত নিকৃষ্ট জাতি আর নাই, আমি সকল জাতি অপেক্ষা নীচ।

পণ্ডিতগণ এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, বেটা তুই নীচজাতি হইয়া আমাদের শিবালয়ের নিকট কেন আসিলি ? আমার এই ঠাকুর এবং সকল স্থান তোর আসার দরুন অশুদ্ধ হইয়া গেল। বেটা এখান হইতে দূর হ'।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আদিতে যে বস্তু অশুদ্ধ শেষেও অশুদ্ধ থাকিবে এবং যে বস্তু আদিতে শুদ্ধ সে অন্তেও শুদ্ধ থাকিবে—কোন মতে অশুদ্ধ হইবেক না। যদ্যপি আমার আসার দরুণ আপনি, আপনার মন্দির, ঠাকুর এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান—সকলই অশুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনার নিকট গোময় আছে উহার দ্বারা আপনি আপনার মন্দির এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান—সকলই শুদ্ধ করিয়া লউন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

পণ্ডিত বলিলেন, বেটা আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন ! যা বেটা এখান হইতে দূর হ'।

শিবনারায়ণ সেথান হইতে গোদাবরীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র এক নদীর তীরে আসিলেন। এবং পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থান উত্তম রূপ গোময়-জল দিয়া পবিত্র

করিয়া লইলেন। ঐ নদীর তীরে একজন জয়পুরী মহাত্মার চেলা ধূনী জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে চিনিতেন এবং তিনিও শিবনারায়ণকে চিনিতেন। রাস্তায় দুই চারি দিবস তিনি শিবনারায়ণকে সেবা করিয়াছিলেন।

শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি দুই চারি ঘণ্টার জন্য আপনার সং আমাকে দাও; জগতে সত্যকে মানে না, প্রীতি-পূর্ব্বক প্রপঞ্চকে মানে। শিবনারায়ণ তাহার নিকট হইতে গেরুয়াবস্ত্রের কৌপিন চাহিয়া লইলেন ও নাপিতের নিকট খেউরি হইলেন। এবং স্নান করিয়া উত্তমরূপে গাত্রে সাদা বিভূতি মাখিয়া লইলেন ও কপালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিলেন। চার পাঁচটী রুদ্রাক্ষমালা হস্তে এবং গলায় পরিয়া হাতে একটী উত্তম কমণ্ডলু ও পায়ে এক যোড়া খড়ম দিয়া সংসাজিয়া সেই পণ্ডিতের বাটীতে শিবালয়ের উপরে উঠিলেন। এবং "শিবোহহং শিবোহহং" করিতে করিতে মন্দিরের মধ্যে গেলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "ওঁ নম নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। এবং সত্বর আসন আনিয়া ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক যোড়হস্তে আবাহন করিয়া আসনে উপবেসন করাইলেন ও বলিলেন যে, এমন মহাত্মা আমার বাটীতে পদধূলী দিলেন, ধন্য আমার অদৃষ্ট।

পরে পণ্ডিতগণ হাত যোড় করিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃপানিধান! আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? আপনার আহারের বিষয়ে কি নিয়ম আছে এবং কি আহার করিবেন—অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমরা সেইরূপ আহার প্রস্তুত করিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার আহারের বিষয় এইরূপ নিয়ম আছে যে বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক যে পুত্র বা কন্যার বিবাহ হয় নাই সেই পুত্র বা কন্যা

ডান হাতে কূপের মধ্যে হইতে জল তুলিয়া আনিয়া ঐ জল দিয়া গোশালায় ঘৃতপক্ক অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলে আমি সেই অন্ন দিন রাত্রের মধ্যে একবার আহার করিয়া থাকি। যদি বামহস্ত লাগে বা পাক করিতে করিতে পাচক উদ্গার করে তাহা হইলে ঐ অন্ন আমার আহার করা হইবে না। যদ্যপি এইরূপ প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অন্ন আহার করিতে পারি নতুবা আমি আহার করি না। কেবল মাত্র জল পান করিয়া থাকি।

ইহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আপনি সন্ন্যাসী মহাত্মা জগতের গুরু, আপনার মত কেহই এমন কঠিন আচার এবং নিয়ম ধারণ করিতে পারে না। আমরা আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতেছি আপনি একটু বিশ্রাম করুন। পণ্ডিতগণ বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া ঐরূপ কঠিন নিয়মে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলায় তাহারা অন্ন প্রস্তুত করিতে স্বীকার করিল না। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, "তবে আমাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন হইল না।" ইহাতে একজন বালক বলিল, এক হস্তে জল অতি কষ্টে আনিতে পারি এবং ময়দাও এক হস্তে আনিতে পারি কিন্তু পুরী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিব? এবং অপর এক বালক স্বীকার করিল, আমি যেমন করিয়া হউক পুরী প্রস্তুত করিয়া দিব কিন্তু আমার এক টাকার মিষ্টান্ন খাইতে দিতে হইবে। পণ্ডিত তাহাই স্বীকার করিলেন।

পরে যখন পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া আহার করিতে বসিলেন তিনি বলিলেন, আহারের বস্তু অশুদ্ধ হইয়াছে, পাচক বালক পাক করিবার সময় উদ্গার করিয়াছিল। যাহা হউক আমি মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইব।

পণ্ডিতগণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ঐ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি উদ্গার করিয়াছিলে"? বালক বলিল, "না"।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে বালক, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিও না, পাপ হইবেক। আমি পুরী শুদ্ধ করিয়া খাইব। তোমার কোন চিন্তা নাই।

শিবনারায়ণের কথা শুনিয়া ঐ বালক বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি দুইবার উদ্গার করিয়াছিলাম। শিবনারায়ণ তখন মন্ত্র পড়িয়া অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম মনে মনে লইয়া আহার করিয়া লইলেন।

পণ্ডিতগণ মনে ভাবিতে লাগিল যে এমন মহাত্মা আমরা কখন দেখি নাই। বাড়ীর মধ্যের ঘরে বালক পাক করিতে করিতে উদ্গার করিয়াছিল উনি বাহির হইতে কি প্রকারে জানিলেন? মহাত্মা অন্তর্যামী না হইলে কেমন করিয়া জানিবেন? ইনি নিশ্চয়ই অন্তর্যামী।

পরে শিবনারায়ণ এবং পণ্ডিতগণ বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তখন শিবনারায়ণ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা পণ্ডিত লোক শাস্ত্র বেদ পড়িয়াছেন—শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল কি? এবং পণ্ডিত কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসী পরমহংস কি বস্তুর নাম? নিরাকার না সাকারকে পরমহংস সন্ন্যাসী বলে কিম্বা হাড় মাংস মল মূত্র ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে বলে অথবা খড়ম রুদ্রাক্ষমালা এবং বিভূতি তিলক ইত্যাদিকে বলে? কি বস্তু পরমহংস সন্ন্যাসী? ভাবিয়া তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেও।

তাহাতে একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল এই যে সত্যকে সত্য বোধ করা অসত্যকে অসত্যবোধ করা সত্যেতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখা অসত্যেতে চিত্তের আসক্তি না রাখা, সকলেতে সমদৃষ্টি ও জগতের হিত করা, পরোপকারে সর্ব্বদা রত থাকা, ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উভয় বুঝিয়া যে কার্য্য করিলে ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করা এবং যে কার্য্য করিলে

পরমার্থ সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করিয়া পরমার্থ সিদ্ধ করা—এই সকল ভাব যাহার হয় তিনি পণ্ডিত। বেদ শাস্ত্র পড়িবার এই সার মর্ম্ম। এবং পরমহংস সন্ন্যাসীর ভাব অর্থ এই যে

দেহন্যাসোহি সন্ন্যাসঃ নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্॥

অর্থাৎ দেহত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস, গেরুয়াদি কষায় বস্ত্র পরিধানের নাম সন্ন্যাস নহে। দেহত্যাগের অর্থ এই যে আমি দেহ নহি আমি সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা স্বরূপ। অর্থাৎ দেহাভিমানী পুরুষ সন্ন্যাসী নহেন। যিনি আত্মদর্শী তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। কিন্তু হাড় মাস সন্ন্যাসী নহে, এবং বিভূতি, খড়ম ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করাকে সন্ন্যাসী বলে না।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পণ্ডিত, যখন তুমি এই সকল কথা বলিতেছ তখন কল্য প্রাতঃকালে একজন মহাত্মা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাকে ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলে কেন? এবং আমি এখন রুদ্রাক্ষের মালা এবং বিভূতি গায়ে মাখিয়া আসিলাম তাহাতে আমাকে আদর করিলে কেন?

পণ্ডিত বলিলেন, আপনি হলেন-মহাত্মা আর সে বেটা ভ্রষ্ট লোক।

শিবনারায়ণ বলিলেন, সে যে ভ্রষ্ট লোক তাহা আপনি তাহার কি লক্ষণের দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন? পণ্ডিত বলিলেন, সে আপন মুখে বলিয়াছিল যে আমি ভ্রষ্ট লোক।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, যে যাহা বলিবে তাহাই কি তুমি বিশ্বাস করিবে তবে এক ব্যক্তি যদি বলে যে আমি বড় শ্রেষ্ঠ লোক অর্থাৎ আমি পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা হইলে কি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া

মানিবে? তবে তোমার বেদ শাস্ত্র পড়িবার ও পণ্ডিতির ফল কি? আমিই তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি নিকৃষ্ট ও ভ্রষ্ট জাতি এবং এখন আমি সেই সং ছাড়িয়া অন্য সং সাজিয়া আপনাকে বলিলাম যে আমি শিবোঽহং সচ্চিদানন্দ, আমি সন্ন্যাসী। তখন আমার সেই মলিন অবস্থা দেখিয়া ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে আর এখনও আমি সেই ব্যক্তি, কিন্তু এখন আমাকে আমার এই সং সাজার জন্য ইষ্ট গুরু মানিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছ! ধিক্ পণ্ডিতের এমন বুদ্ধিতে! এইরূপ যদি ঈশ্বর কোন মলিন বেশ ধরিয়া তোমাদের কাছে আসেন তাহা হইলে তাঁহাকে তোমরা হতাদর ও ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দাও এবং যদি কোন উত্তম সংয়ের সাজ দেখ তাহা হইলে তখন তাহাকে আদর কর। এই কথা শুনিয়া তখন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে হাত যুড়িয়া বলিলেন, ইহা ঠিক, মহারাজ! আমরা বিদ্যার অহংকারে মত্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া থাকি। পরব্রহ্মের মহিমা বুঝা বড়ই কঠিন। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। শিবনারায়ণ বলিলেন, পরব্রহ্মের নিকট ক্ষমা চাহিও এবং কে কাহাকে ক্ষমা করে বিচার করিয়া গম্ভীরভাবে থাক।

সেইখান হইতে শিবনারায়ণ নদীর ঘাটে যাইয়া জয়পুরী মহাত্মার চেলাকে সং সাজিবার দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। এবং আপনার কেবল মাত্র জীর্ণ চাদরখানি লইয়া সেইখান হইতে অপর এক গ্রামে চলিলেন। পথে দেখিলেন মাঠের মধ্যে রাস্তার ধারে চারি জন ঠগ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন ইতর পশুর চুল লইয়া বেলের আটা দিয়া দশ বার হাত পরিমাণ জটা প্রস্তুত করিয়া আপন মাথায় ঋষির মত করিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে, সেই জটা সে জলে ভিজাইয়া রাখে। তাহাতে জল সর্ব্বদা থাকে এবং নিংড়াইলে পড়ে—যেরূপ তুলাতে তৈল থাকে। অপর

তিন জন তাহাকে অপর লোকের নিকট শিব বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বলে যে আমরা তিন জন সর্ব্বদা ইহাঁর চরণ সেবা করি। ইনি স্বয়ং শিবজী কৈলাসে থাকেন কেবল সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে জগৎ দেখিতে আসিয়াছেন। সেই সময় দুইজন গৃহস্থ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের একজন কার্য্যবিশেষবশতঃ মাঠে গিয়াছিল এবং অপর একজন সেইখানেই ছিল। তাহাকে ঐ তিন জন ঠগ সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল যে তোমার কপাল ভাল তাই তুমি আমাদিগের দর্শন পাইয়াছ। আমা- দের তোমার উপর অত্যন্ত দয়া হইয়াছে এই জন্য তোমাকে বলিতেছি যে তুমি একটী কাজ কর। যে জটাধারী মহাত্মা শিবজী বসিয়া থাকেন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর এবং হাত যোড় করিয়া বল যে, হে পরমেশ্বর আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় মুক্ত করুন। এবং আমায় রাজভোগের দ্রব্য সকল দিন। তিনি যখন তোমাকে জটা যইতে এক বিন্দু গঙ্গা জল দিবেন সেই সময় হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সেই গৃহস্থ ঠগ সন্ন্যা- সীর কথা অনুসারে কার্য্য করিল। এবং জটাধারী তখনই তাহাকে জটা নিংড়াইয়া গঙ্গাজল দিলেন ও বলিলেন, এই যে গঙ্গাজল তোমায় দিলাম ইহা হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইবে। ধন্য তোমার ভাগ্য যে আমি স্বয়ং তোমায় দর্শন দিলাম। কিন্তু তোমায় বলিয়া দিতেছি যে, এই তিন জন ব্যক্তি যাহারা তোমাকে বলিয়া আমার দর্শন করাইয়া দিয়াছেন উহারা যাহা তোমাকে বলিবে তুমি তাহাই শুনিও। তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে। সেই তিন জন ঠগ সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন উঠিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিকে ডাকিয়া তফাতে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিল যে, দেখ তোমাকে আমি স্বয়ং শিব দর্শন করাইলাম, এখন যদি তোমার নিকট কোন টাকা পয়সা থাকে

তাহা হইলে তুমি তোমার ভালর জন্য ঐ টাকা পয়সা সমস্তই শিবের পায়ে ফেলিয়া দাও—সেই টাকা পয়সায় সিদ্ধি গাঁজা দুগ্ধ মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া উহাঁর ভোগ চড়াইব। সেই গৃহস্থ ব্যক্তি বলিল, মহাশয় আমার নিকট এমন বেশী কিছু নাই কেবল বার টাকা এবং চারি আনার পয়সা মাত্র আছে। ঐ ঠগ সন্ন্যাসী উত্তর করিল, যাহা আছে তাহাই ভক্তিপূর্ব্বক চড়াইয়া দাও। অবোধ গৃহস্থ ব্যক্তি না বুঝিয়া চারি আনা পয়সা আপনার নিকটে রাখিয়া ঠগ সন্ন্যাসী সাধুর পায়ে বার টাকা চড়াইয়া দিল। এবং জটাধারী শিব তাঁহার পীট চাপড়াইয়া বলিয়া দিলেন যে, যাও তোমার কৈলাস প্রাপ্তি হইবেক।

এই কথা বলিয়া তাহারা চারিজন ময়দান হইতে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় অপর যে গৃহস্থ ব্যক্তি ময়দানে ছিল সে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার ঐরূপ ঠগ সন্ন্যাসীর নিকট ঠকিয়াছিল; তাহাতে সন্ন্যাসীদিগকে ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মিল। যে ব্যক্তি বার টাকা সন্ন্যাসীদিগকে দিয়াছিল তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, সর্ব্বনাশ করিয়াছ, উহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে, উহারা ঠগ। যিনি শিব তিনি টাকা লইবেন কেন, তাঁহার টাকার কি প্রয়োজন? এখন কেমন করিয়া তোমার বার টাকা বাহির করিব? যাহা হউক যদি গ্রামের মধ্যে যায় তাহা হইলে কোন উপায়ে টাকা বাহির করিতে পারা যাইতে পারে। যদি থানা থাকে তবেই ভাল। সেইখান হইতে ঐ দুইজন গৃহস্থ ব্যক্তি সত্বর আসিয়া ঐ ঠগ সন্ন্যাসীকে প্রণিপাত করিল এবং যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঠকিয়া ছিল সে জোড় হাতে বলিল যে, হে কৃপানিধান আপনাকে আমি সেবা করিতেপারিলাম না কারণ আমি পাপী। কিন্তু যদি

অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রামের মধ্যে যান তাহা হইলে আমি উত্তমরূপে আপনার সেবা করিব এবং যথাশক্তি বিদায় দিব। আমি অন্যত্র গিয়াছিলাম এই হেতু আমি আপনার সেবা করিতে পারিলাম না।

তৃষ্ণাতুর ঠগ-সন্ন্যাসিদিগকে গৃহস্থ ব্যক্তিরা সঙ্গে করিয়া গ্রামের মধ্যে একটী মুদীর দোকানে বসাইয়া বলিল যে, আপনারা শয়ন করুন আমরা গ্রামের মধ্যে হইতে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনি। এই বলিয়া পুলীষের ফাঁড়িতে গিয়া খবর দিল। পুলীষ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল এবং শাসন করিয়া বলিল, বল তোরা কে? উহারা স্বীকার করিল যে, আমরা বেদে, আমরা এইরূপ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া পুলীষ তাহাদিগের হাতে হতকড়ী দিয়া চালান করিয়া দিল।

ইহার পর শিবনারায়ণ বোম্বাইসহরে সমুদ্রের ধারে বালকেশর নামক স্থানে আসিয়া চারি দিবস বিশ্রাম করিলেন এবং পুনরায় সেইখান হইতে দ্রাবীড় সেতুবন্ধ রামেশ্বর অভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন জহরমল, শিবনারায়ণ ও যমুনা দাস নামে তিনজন মহাজন তাঁহার পদব্রজে যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্রাবিড় পর্য্যন্ত রেলের টিকিট দিয়া বলিল, মহারাজ আপনি সাধুর মত কোন ভেক চিহ্ন রাখেন না তাই আপনাকে কেহ চিনিতে পারে না। আপনি দ্রাবীড় দেশে যাইতেছেন উহারা আপনাকে চিনিতে পারিবে না, আপনার সেবাও করিবে না, থাকিবার কষ্ট হইবে। আমরা আপনার নিকট কিছু টাকা দিব!

শিবনারায়ণ দেবের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও জহরমল মহাজন নূতন একটী কোর্ত্তা প্রস্তুত করাইয়া কৌশলে তাহার এক পকেটে পাঁচ ও দশ টাকার কয়েক কেতা নোট (সর্ব্ব সমেত চল্লিশ টাকা) এবং

অপর পকেটে কতকগুলি সিকি দুআনি আহুলী উত্তমরূপে সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ যখন রেল গাড়ীতে উঠিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে ঐ কোর্ত্তা এইরূপ ভাবে পরাইয়া দিলেন যে যেন তিনি টাকার বিষয় টের না পান।

সেই সময় বোম্বাই হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রায় দশ বারো হাজার টাকার অলঙ্কার সমেত একটী মহাজনের কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছিল। মহাজন দরখাস্ত দিয়া হুলিয়া করিয়া দেয়। এবং তারযোগে চারি দিকে খবর দেওয়া হয়। শিবনারায়ণ যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলেন তাহা যখন বোম্বাই হইতে প্রায় ষাইট ক্রোশ দূরে এক ইষ্টেশনে আসিয়া থামিল তখন হুলিয়ার সরকারী সিপাহী সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে খুঁজিতে শিবনারায়ণের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, গৃহস্থ না সাধু, তোমার নাম কি? শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নাম শিবনারায়ণ লোকেরা কল্পনা করিয়াছে। আমি মনুষ্য এবং গৃহস্থ কি সাধু তুমি চিনিয়া লও।

যে সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে মহাজনের কন্যাকে লইয়া পালাইয়াছিল তাহারও নাম শিবনারায়ণ। কাজেই সিপাহী শিব-নারায়ণকে সন্দেহ করিয়া রেলগাড়ী হইতে নীচে নামিতে বলিল, তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, চল নীচে নামিয়া যাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আমাকে যে স্থানে লইয়া যাও না কেন তাহাতে আমার কি? এই স্থানে বসিয়াছিলাম না হয় ঐস্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিব। উহারাও নিজ নিজ সব ভ্রম মিটাইয়া লউক।

যখন শিবনারায়ণ গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন তখন বিস্তর লোক চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং ইনেস্পেক্টার সাহেব প্রভৃতি সকলে বলিল যে, এই লইয়া পালাইয়াছে। কিন্তু রেলের গার্ড সাহেব আসিয়া বলিল যে, এই ব্যক্তিকে বোম্বাই ইষ্টেশনে বড়

বড় বাবুরা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ কথা শুনিয়াও উহারা বিশ্বাস করিল না। এবং যে ব্যক্তি বোম্বাই হইতে পালাইয়াছিল, তাহার চেহারার ফটোগ্রাফের সহিত শিবনারায়ণের চেহারা মিলাইতে লাগিল। শিবনারায়ণের চেহারা বেঁটে এবং যাহার নামে নালিশ হইয়াছিল তাহার চেহারা লম্বা হওয়াতে মিল খাইল না। যখন রেলগাড়ী চলিয়া যায় তখন গার্ড শিবনারায়ণকে বলিল, সত্বর গাড়ীতে উঠ। পুলিষের লোকেও শিবনারায়ণকে ছাড়িয়া দিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

কতক দুর যাইয়া শিবনারায়ণ এক ইষ্টেশনে নামিলেন। ঐ ইষ্টেশন হইতে প্রায় চার ক্রোশ দুরে নদীর ধারে একটী তীর্থ আছে সেই তীর্থে মন্দিরের মধ্যে যে পাথরের ঠাকুর আছেন তাহার নাম বিঠ্ঠল ভগবান। বিঠ্ঠল ভগবান মানে কুকুর ভগবান। সেই বিঠ্ঠল ভগবানের মাখন মিছরির ভোগ হয়। শিবনারায়ণ দেখিলেন যে, ঐ মন্দিরে ঢুকিবার চারিটা ফটক। প্রত্যেক ফটকে পাণ্ডারা দাঁড়াইয়া থাকে। দুই চারি আনা দিলে তাহারা যাত্রিদিগকে ছাড়িয়া দেয়। যাত্রিরা প্রথম ফটক পার হইয়া দেখে যে ভিতরে আবার চারি ফটক। সেই খানেও দুই চারি আনা দিতে হয়, ইহার পর ঠাকুর দর্শন হইয়া থাকে। এখানে পাণ্ডাদের মধ্যেও এমন ঠগ আছে যে তাহারা যদ্যাপি বুঝিতে পারে যে কোন যাত্রির কোমরে টাকা আছে তাহা হইলে ঐ যাত্রিকে একটী ছোট ঘরে ঠাকুর দর্শন করাইবার সময় এমন কৌশলে কাঁচি দিয়া গাঁট কাটিয়া টাকা পয়সা বাহির করিয়া লয় যে যাত্রিরা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। যখন যাত্রিরা ঠাকুর দর্শন করিয়া বাজারে আসে তখন কোমরে টাকা দেখিতে না পাইয়া হায় হায় করিয়া মরে। যখন যাত্রিরা পাণ্ডাদিগকে বলে, মহাশয় একি হইল?

পাণ্ডারা বলেন যে তোমাদের পাপ ছিল তাই টাকা হারাইয়া গিয়াছে। পুনরায় তোমরা দশ বিশ টাকা খরচ কর, তাহা হইলে তোমাদের পাপ মোচন হইবে। এক একজন যাত্রী ইহার উত্তরে বলিল, হে মহারাজ, এই তীর্থ এবং বিঠ্ঠল ভগবান দর্শন করিয়া যথন পাপ মোচন হইল না—তখন টাকা দিলে কি পাপ মোচন হইবে? দর্শনের কি ফল হইল? পাণ্ডা আর কি বলিবেন? এদিকে যাত্রিকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে দেশে ফিরিতে হয়।

এই সব চরিত্র দেখিয়া শিবনারায়ণ সেখান হইতে দক্ষিণে নবাবের হায়দ্রাবাদ সহরে গেলেন। দেখিলেন যে, কোন রাজার রাজ্যে প্রজা সুখী নয়। কষ্ট নিবারণ করিয়া প্রজাকে সর্ব্বদা সুখে রাখিবার পূর্ণ ইচ্ছা কোন রাজা বা নবাবের মনে দেখিলেন না। বরঞ্চ এইরূপ মনের ভাবই দেখা গেল যে, প্রজারা মরুক বা বাঁচুক আমাদের কর পাইয়া হাতী ঘোড়া হইলেই হইল। কিম্বা আমাকে হুজুর ধর্ম্মাবতার বলিলেই হইল। শিবনারায়ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা প্রজা উভয়ে কি উপায়ে কি যুক্তিতে সুখে থাকিবে—ইহাই সর্ব্বদা বিচার করা রাজাদিগের ধর্ম্ম।

হায়দ্রাবাদে নবাবের একজন সুপারিটেণ্ডেণ্ট শিবনারায়ণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি হিন্দু ফকির না মুসলমান ফকির? শিবনারায়ণ বলিলেন, "হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকির কাহাকে বলে? ফকিরী কি হিন্দু মুসলমানের খরিদ করা থাকে?

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, খরিদ করা ত থাকে না কিন্তু হিন্দু বংশে জন্মিয়া যে ফকির হয় তাহাকে হিন্দু ফকির বলে; আর মুসলমান ঘরে জন্মিয়া যে ফকির হয় তাহাকে মুসলমান ফকির বলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে, কিন্তু যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া পরে মুসলমান হয় তাহাকে হিন্দুর মুসলমান কেন না বলে? যাহার

নাম ফকির তাহার কোন বিষয়ে ফিকির নাই—থাকিবার কেবল পরব্রহ্ম আছেন। যদ্যপি এইরূপ ভাব ফকিরের হয় যে আমি মুসলমানের ফকির কিম্বা হিন্দুর ফকির তাহা হইলে সে ফকিরও নয় মহাত্মাও নয়।

এই কথা শুনিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিলেন, যখন আপনি এই কথা বলিতেছেন তখন বিচার করুন। আমি তো মুসলমান আমরা গোমাংস আহার করি। কিন্তু আপনি কি ঐ গোমাংস আহার করিতে পারিবেন? ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, গো মাংস আহার করিলে পর উহাতে কি বাহাদুরি আছে আর আহার না করিলেই বা উহাতে বাহাদুরি কি? যদ্যপি আহার করিলে কোন বাহাদুরি থাকে তাহা হইলে মৃত গোমাংস শৃগাল কুকুর ত আহার করিতেছে উহাদের বাহাদুরির সীমা নাই। যাহার যে আহার সে তাহাই ভক্ষণ করিতেছে।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট উত্তর করিলেন, উহাতে কোন বাহাদুরি নাই। কিন্তু তোমাদের হিন্দুর মধ্যে কেহই খায় না সকলেই ঘৃণা করে। শিবনারায়ণ বলিলেন, তোমরা মুসলমান লোক তো শূকর খাও না, বরং ঘৃণা কর—উহাতে কি লাভ হয়? সকল পশুকেই খোদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম একই বস্তুতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন শূকরের হাড়মাংস রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে গাভীদিগেরও সেইরূপ হাড়-মাংস রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে—দুইটীই তো খোদার সমান জীব! তবে একটীকে খাইতে হইবে, আর একটীকে খাইলে দোষ দিতে হইবে—ইহার মানে কি? সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিলেন, আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকরকে খাইতে কশম আছে, উহার নাম হইলেই সকলে—তোবা, তোবা—বলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, ঐরূপ সকল সমাজেই এক এক বস্তুকে

একএক দোষ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। এবং এক সমাজে যে বস্তুকে দোষ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে তাহাকেই আবার অপর সমাজে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। আপন আপন সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই এই সব।

ইহাতে মুসলমান সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিলেন, মহারাজ, ইহা ঠিক, সকল জীবের জীবনই সমান—সকল হাড়মাংস শরীর সমান। তবে কি কারণে আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকর খাইতে নিষেধ আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দোষ কাহাতেও নাই এবং দোষ যদি ধরা যায় তাহা হইলে সকলেতেই দোষ হয়। কেন না জীব সকলই সমান। গলা কাটিতে গেলে সকলেরই সমান কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কি করি, মহারাজ, আমাদের এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

পরে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ আপনি কোথায় যাইবেন? শিবনারায়ণ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে সেই সুদূর পথ পদব্রজে যাইতে নিষেধ করিয়া রেল ভাড়া লইতে এবং ফিরিবার সময় পুনর্দর্শন দিতে অনুনয় করিলেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নিকট রেলের ভাড়া আছে, তোমায় টাকা দিতে হইবে না। তখন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শিবনারায়ণকে একটী হিন্দু মিঠাইওয়ালার দোকানে লইয়া গিয়া উত্তমরূপ আহার করাইলেন এবং সিপাহী সঙ্গে দিয়া ইষ্টেসনে রেলে উঠাইয়া দিলেন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের বাটী দিল্লীতে।

শিবনারায়ণ বালাজীতে গেলেন। বালাজী পাহাড়ের উপরে অতি বৃহৎ এক মন্দির আছে। মন্দিরে পাথরের বালাজী ঠাকুর স্থাপিত। সেইখানে অনেক শ্রীবৈষ্ণব বৈরাগী সাধু আছেন। বালাজী তীর্থের সমস্ত লীলা দেখিয়া শিবনারায়ন রংজীতে গেলেন। রংজী

ঠাকুরের মন্দির অতি বৃহৎ এবং সেই মন্দিরে পাথরের রংজী ঠাকুর ও অন্যান্য ধাতু-নির্ম্মিত ঠাকুর আছে। রংজী ঠাকুরের মাথায় রূপার মুকুট। যখন যাত্রিরা দর্শন করিতে যায় সেই সময় পাণ্ডারা ঠাকুরের মাথার মুকুট খুলিয়া যাত্রিদিগের মাথায় দেয় এবং বলে, তোমাদের কপাল ভাল রংজী ঠাকুরের মুকুট পরিয়াছ; এখন তোমরা টাকা পায়সা শীঘ্র কিছু দান কর। এই কথা শুনিয়া যাত্রিরাও দান করে। শিবনারায়ণ পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা না দেওয়াতে তাহারা উঁহার মাথায় রংজী ঠাকুরের মুকুট দেয় নাই।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে কাঞ্চী হইয়া মান্দ্রাজ গেলেন। জহরমল মহাজন যে নোট দিয়াছিলেন শিবনারায়ণ তাহা মান্দ্রাজে ও অপর অপর স্থানে গরীব দুঃখিদিগকে বিতরণ করিলেন। মান্দ্রাজ হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর চলিয়া গেলেন। সেখানে দেখিলেন যে অতি বৃহৎ মন্দির। চারিদিকে পাথরের এবং অষ্টধাতুর প্রতিমা—রামচন্দ্র সীতা এবং শিবলিঙ্গ ও অপর অনেক মূর্ত্তি আছে। যে মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে সেখানে অন্ধকার। যাত্রিদিগকে পাণ্ডাগণ প্রদীপ জ্বালাইয়া দূর হইতে দর্শন করায়। কাহাকেও না স্পর্শ করিতে দেয় না নিকটে যাইতে দেয়। কারণ, যদ্যপি কোন যাত্রী প্রতিমা ধাতুনির্ম্মিত ইহা জানিতে পারে তাহা হইলে পাণ্ডাদের রোজগারের পথ বন্ধ হইবে।

ধনী যাত্রী যদি লুকাইয়া পাণ্ডাদিগকে টাকা দেয় তাহা হইলে তাহারা রাত্রিতে চুপে চুপে তাহাদিগকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গিয়া বস্ত্রাবৃত লিঙ্গকে খুলিয়া দর্শন করায়, কিন্তু কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না। কোন যাত্রী জল লইয়া গেলে তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া পাণ্ডারা নিজে শিবলিঙ্গের উপর সেই জল ঢালিয়া দেয়; যাত্রীরা মহা দরিদ্র হইলেও তাহার নিকট হইতে

পাঁচ সিকা না পাইলে তাহারা জল ঢালে না। যে গরীব বেচরা সহস্র ক্রোশ পদব্রজে ভিক্ষা করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; সে এথান হইতে সহস্র ক্রোশ কি আহার করিয়া যাইবে ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের মনে আসে না। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে প্রত্যক্ষ চেতন জীব যাহার নাম শিব বলিয়া কল্পিত—সেই জীব যদি কোন বাটীতে পিপাসাতুর হইয়া যায়, তাহাকে প্রীতি পূর্ব্বক জল দিতে ইহারা কুণ্ঠিত এবং প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ শিব সূর্য্যনারায়ণ তাঁহাকে প্রীতি ভক্তিরূপ জল প্রদান করিতে ইহাদের আলস্য—আর জড় পাথর কাষ্ঠের উপর জল ঢালিয়াই ইহাদের পুণ্য লাভ।

সেই সময়ে জগন্নাথ পাণ্ডা নামে এক ব্যক্তি আসিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ আপনি কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং ধর্ম্মের স্বরূপ কি? তখন জগন্নাথ পাণ্ডা বলিলেন,—মহারাজ সত্যধর্ম্ম শব্দ মাত্র। সত্য যিনি তিনিই ধর্ম্ম তাঁহাকে ধারণ করা এবং সত্য যে বাক্য তাহা বলা এই ধর্ম্মের স্বরূপ।

শিবনারায়ণ বলিলেন,—যদি তোমরা এই কথা বুঝিয়া থাক তবে তোমরা এই যে অষ্টধাতু এবং পাথর ও মৃত্তিকার ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া—ইনি রাম,ইনি শিব—এইরূপ কল্পিত নাম দিয়া পূজা করিতেছ ইহার কারণ কি? রাম এবং শিব এথানে কোন্ স্থানে আছেন? এই পাথর শিব না অষ্টধাতু শিব না মৃত্তিকা শিব? যদি এই সকল পদার্থ শিব হন তাহা হইলে সকল স্থানেইত পাথর, অষ্টধাতু মৃত্তিকা আছে, সকলেই শিব এবং রাম হইতে পারেন। এবং পাথর অষ্টধাতু মৃত্তিকা হইতে শ্রেষ্ঠ চেতন পদার্থ যে মনুষ্য সেই মনুষই তাহা

হইলে শিব রাম কেন না হইতে পারেন? তাহা হইলে জড় পদার্থকে নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার আবশ্যকই বা কি? মনুষ্য চেতন পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে পূজা করিলে ত তাঁহাকে পূজা করা হয়—তিনি ত সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী সকলই জানেন।

জগন্নাথ পাণ্ডা বলিলেন,—ইহা ঠিক কথা মহারাজ, ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু জগতে সত্যকে মানে না এবং বিশ্বাস করে না। মিথ্যা প্রপঞ্চ করিলে লোকে বিশ্বাস করে এবং মানে। দেখুন যদি আমি কোন বড় লোককে বলি আমার পুত্র কন্যা অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে আমাকে দশ টাকা দিন, তিনি কখনই কোন মতে তাহা দিবেন না। যদ্যপি কোন কারণবশতঃ একবার দেন তাহা হইলে সুদ সমেত ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দেখুন, এই ঠাকুর এবং ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মনুষ্য অনর্থক ব্যয় করিয়া থাকে এবং সহস্র সহস্র ক্রোশ পদব্রজে কত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়া এই প্রতিমাকে ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে এবং টাকাপয়সা, শাল বনাত ও উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি ইহার উপরে চড়াইয়া দেয়। কিন্তু সেই টাকাপয়সা পাথরের ঠাকুর লন না তাহাতে আমরা আমাদের পুত্র কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকি এবং ঐ শাল রুমাল বনাত প্রভৃতি আমরাই গাত্রে দিয়া থাকি। ধনীর অর্থে দরিদ্র অর্থাৎ আমাদের পালন করিবার জন্যই ঋষি মুনিরা বিচার করিয়া নানা প্রকার তীর্থ এবং প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। নতুবা আমাদের মিথ্যা প্রপঞ্চ করিবার প্রয়োজন কি?

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জগন্নাথ পাণ্ডা শিবনারায়ণকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিয়া চাকরদিগকে বলিয়া দিলেন যে,—ইনি মহাত্মা; যে স্থানে থাকিতে চান সেই স্থানে তোমরা রাখিয়া

আইস। যে কয়েক দিবস ইনি এখানে কৃপা করিয়া থাকেন সে কয়েক দিন আমি ইহাঁর সেবা করিব।

সেতুবন্ধরামেশ্বর মন্দির স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে সমুদ্রের ধারের জঙ্গলের মধ্যে চারিদিক খোলা দুই মহল রাম ঝরোখা বলিয়া একটী বাড়ী আছে। সেইখানে যাইয়া শিবনারায়ণ চারি দিবস বাস করিলেন,সেই বাটীর নিকটে একটী পথ আছে। সেই পথের ধারে একজন মৌনী সাধু বসিয়া থাকিতেন। তিনি দিবসে অন্ন জল আহার বা মল মূত্র ত্যাগ করিতেন না। কিন্তু রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় যখন সেখানে মনুষ্যের গতায়াত থাকে না সেই সময়ে তিনি কৌশল করিয়া চুপে চুপে মল মূত্র ত্যাগ এবং স্নান করিয়া রুটী প্রস্তুত করেন; ঐ রুটীর অর্দ্ধেকগুলি নিজে আহার করেন ও বাকী রুটীগুলি একটী ঘটীর মধ্যে রাখিয়া ঘটীর মুখ বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধেন এবং নিজে যেখানে বসিয়া থাকেন সেইখানে মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখেন; পরে ক্ষুধা পাইলে ঐ রুটী তুলিয়া আহার করেন। শিবনারায়ণ ঐ রামঝড়খা হইতে বসিয়া বসিয়া এই সকল তামাসা দেখিতেন। ঐখানে মৌনী বাবার বড়ই মাহাত্ম্য ছিল। সেতুবন্ধরামেশ্বরে সকল লোকেই বলিত যে ইনি সিদ্ধ পুরুষ; ইনি দিবারাত্রি অনাহারে থাকেন, এবং মল মূত্র ত্যাগ করেন না, ইনি ঈশ্বর তুল্য। যত যাত্রী রামঝড়খা দর্শন করিতে আসিত তাহারা সকলেই মৌনী বাবাকে দর্শন এবং টাকা পয়সা দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত। মৌনী বাবা চুপ করিয়া পাথরের মত বসিয়া থাকিতেন। যখন যাত্রীদিগের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যাইত তখন উঠিয়া তিনি টাকাপয়সাগুলি টানিয়া উত্তম রূপে আপনার নিকট মাটিতে পুতিয়া রাখিতেন এবং দুই চারি অনার পয়সা সেই খানে ছড়াইয়া রাখিয়া দিতেন, যাহাতে লোকে পয়সা ছড়ান দেখিয়া

আবার দান করে। মৌনী বাবার সঙ্গে একজন পাণ্ডার যোগ ছিল। সে কিছু কিছু ভাগ পাইয়া খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিয়া রাত্রিকালে মৌনী বাবার নিকট দিয়া আসিত। ঐ পাণ্ডা অনেক লোকের নিকটে বলিয়া দিত যে ইনি বড় মহাত্মা ইহার নিকটে টাকা পয়সা দিলে বড়ই ফল আছে। কোন এক রাত্রে মৌনী বাবা স্নান করিয়া আসিয়া যেমন রুটী মৃত্তিকা হইতে বাহির করিয়া আহার করিবেন সেই সময় শিবনারায়ণ কাশিলেন। মৌনী বাবা শুনিতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, যদি এই বেটা আমাকে খাইতে দেখিয়া এ কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করে তাহা হইলে আমার এত মান প্রতিষ্ঠা ভঙ্গ হইবে এবং যা দশ টাকা প্রত্যহ পাইতেছিলাম তাহারও হানি হইবে। এই ভাবিয়া মৌনি বাবা শিবনারায়ণের নিকটে আসিয়া অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—কিছু খাবে ত এস আমার নিকট আহার প্রস্তুত আছে।

শিবনারায়ণ বলিলেন,—আমি দিবসে আহার করিয়াছি। আমি এক সন্ধ্যা আহার করিয়া থাকি এক্ষণে আহার করিব না, যাও তুমি আহার কর গে।

মৌনী বাবা কোন মতে ছাড়েন না, পাছে কাহাকেও বলিয়া দেয়। ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে,--তুমি কোন চিন্তা করিও না আমি কাহারও নিকটে বলিব না, কিন্তু তুমি যে মৌন অবস্থা ধারণ করিয়াছ ইহাতে ইসারা করিয়া কষ্টেশ্রেষ্টে অন্যকে মনের ভাব বুঝাইতে হয়, গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য এ ব্রত করিয়াছ কর— কিন্তু আমার সহিত কথা কহিলে তোমার হানি কি?

তখন মৌনী বাবা বলিলেন, মহারাজ আপনাদের ন্যায় মহাত্মার সহিত কথা কহিবার বাধা নাই কিন্তু গৃহস্থ লোক বড় বাক্যব্যয় করায়। এই জন্য মৌনভাবে থাকি এবং ঐ সকল লোকের সম্মুখে

আহার এবং মল মূত্র ত্যাগ করি না; এইরূপ না করিলে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে মহাত্মা বলিয়া মানে না।

শিবনারায়ণ বলিনে,—ঠিক বটে কিন্তু শরীর ধারণ করিলে যাবৎ কাল শরীর মধ্যে থাকা যাইবে তাবৎকাল পানাহার করিতে হইবেই—ঈশ্বর, গড, আল্লা, খোদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ং শরীর ধারণ করিলেও তাঁহাকে অন্ন জল পান আহার করিতে হইবে। এই স্থূল শরীর অন্ন জলের পুত্‌লা এবং কেহ ডাল ভাত কেহ বা রুটী কেহ বা দুগ্ধ ঘৃত কেহ বা কন্দমূল কেহ বা একতোলা জল আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর কারণেতে মিশিয়া যাইলে—সেই অবস্থাতে খাওয়া দাওয়া নাই অর্থাৎ সাকার রূপ হইলে খাওয়া আছে কিন্তু নিরাকার হইলে খাওয়া নাই। যেরূপ অগ্নি জ্যোতিঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাকার জ্যোতিঃ থাকিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তেল-বাতীর প্রয়োজন থাকিবে এবং দিতে হইবে। যখন অগ্নি জ্যোতিঃ নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যাইবেন তখন কোটী মন তৈল ঘৃত পড়িয়া থাকুক অগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব শব্দ চেতন শরীরের মধ্যে থাকিবেন, তিনি গৃহস্থ কিম্বা সাধু মহাত্মা যাহাই হউন, ততক্ষণ প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আহার করিতে হইবে। তাহাতে লজ্জা সরম কি আছে যে গোপন করিয়া আহার করিবে? ইহাতে হানি বা লাভ কি? তুমি যাও আহার কর তোমার কোন চিন্তা নাই।

মৌনী বাবা বলিলেন,—মহারাজ, হানি লাভ নাই কিন্তু আহার করিলে পর অবোধ লোক সকল দেখিলে নিন্দা করে এবং বলে যে এই বেটা মহাত্মা নহে কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি সকল ভাব জানেন তাঁহারা নিন্দা করেন না।

ইহার পর মৌনী বাবা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন এবং শিব-

নারায়ণকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ পর দিবসে যেখানে রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কথিত সেইখানে যাইয়া দেখিলেন যে যত্রতত্র ছোট বড় অনেক পাথর পড়িয়া আছে। কিন্তু সেতু বাঁধিবার কোন চিহ্ন নাই। তথাপি সেইখানকার লোকেরা বলে ঐ সেতুর ভগ্নাবশেষ; কেহ বা বলে সমুদ্রের মধ্যে যে স্থানে চর পড়িয়াছে তাহাই সেতুর চিহ্ন।

রামচন্দ্র যে একটী সমুদ্র বাঁধিয়া পার হইয়াছিলেন ইহা যে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা নহে। বিচার করিয়া দেখ যে পরব্রহ্ম কত ব্রহ্মাণ্ড এবং পৃথিবী শূন্য-আকাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহার কোন সীমা নাই। শূন্য আকাশে ব্রহ্মশক্তির দ্বারা মেঘ জমিয়া থাকে পুনরায় সেই ব্রহ্ম শক্তি দ্বারা মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়। যদ্যপি পরব্রহ্ম কোন কারণ বশতঃ লীলার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিয়া এক কিম্বা দশটা সমুদ্র বরফের মতন জমাইয়া সেতু বাঁধিয়া দেন, ইহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? প্রত্যক্ষ দেখিতেছ সেই ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা মনুষ্য হইয়া কত সেতু এবং কলের জাহাজ ও রেলগাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া চালাইতেছে। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া তোমরা রাজা প্রজাগণ মনরূপী সমুদ্রকে জ্ঞানরূপী ধৈর্য্য এবং সন্তোষরূপী শুরকী চুন ইত্যাদি দ্বারা সেতু বাঁধ এবং অজ্ঞান অহঙ্কার রূপী রাবণকে শ্রুতি স্মৃতি রূপ বাণ দ্বারা বধ কর এবং সত্য রূপী যে সীতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাহাতে সর্ব্বদা আনন্দরূপ নিৰ্ভয় থাকিতে পারিবে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে শিবনারায়ণ সমুদ্র পার হইয়া আসি-লেন। যদ্যপি সেতুবন্ধ রামেশ্বর কেহ পার হইয়া যায় অথবা পার হইয়া আসে তো তাহাকে এদিকে তিন ক্রোশ আর এ দিকে চারি ক্রোশ জাহাজে পার হইয়া যাতায়াত করিতে হয়। সমুদ্রের চরের

উপর সামান্য একটী রাস্তা আছে ইহাই সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে শিবনারায়ণ দ্রাবীড়াভিমুখে গিয়া জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে মন্দিরে কিম্বা যাহার বাটীতে অভ্যাগত হইয়া অন্ন চাহিতেন শিবনারায়ণের ধূলামাথা শরীর এবং জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া তাহারা সকলেই ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিত। শিবনারায়ণ সকল স্থান বেড়াইয়া রাম রাজার রাজ্য দেখিতে মান্দ্রাজে আসিলেন। মান্দ্রাজ হইতে ত্রৈলঙ্গ দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—সেখানে পণ্ডিতদিগের বাড়ী যাইলে তাহার পূর্ব্ববৎ ঘৃণা সহকারে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। কোন কোন পণ্ডিত লোক জিজ্ঞাসা করিত যে, "আইয়া উরু, আইয়া একড়েঞ্চে স্থাউ" (অর্থাৎ তুমি কোথা থেকে আসিলে? কোথায় যাইতেছ? তুমি কেন এখানে আসিয়াছ?) শিবনারায়ণ বলিলেন সেতুবন্ধ হইতে আসিয়াছি জগন্নাথ যাইব, তোমার নিকটে আসিয়াছি চারটী অন্নের জন্য। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে তুমি কি জাতি? শিবনারায়ণ কোন বিষয়ে পরিচয় দিতেন না, বলিবার মধ্যে কথনও কাহাকেও বলিতেন, আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক।

দ্রাবীড় ত্রৈলঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বেদশাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, অনেক বিষয়ে ইহাঁরা আচার করিয়া থাকেন কিন্তু তত বিচার পূর্ব্বক নহে। ইহাঁরা দিবা রাত্র শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার ও স্নান করিয়া থাকেন। একের ঘাটে অপর লোককে স্নান করিতে দেন না। দৈবাৎ ইহার অন্যথা হইলে ঘাট অশুদ্ধ হইয়া যায় এবং বাটী হইতে ঘাট পর্য্যন্ত গোময় ছড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহারা আপনার শরীরকে ও আপনাকে বড় মহাত্মা ও শুদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এবং উঁহাদের মত যাহারা আচার

পালন করে না। যাহারা দিন রাত্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন, বারংবার সকল বিষয়ে স্নান এবং গৃহে, বস্ত্রে, শরীরে সর্ব্বদা গঙ্গাজল ছড়া না দেয় তাহাদিগকে নীচ শূদ্র জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

যিনি মন শুদ্ধ করেন না এবং আত্ম বিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নহেন কেবল কর্ম্মেই রত এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা নাই তিনি কাশী রাজ্যের মহা পণ্ডিত হইলেও তাঁহার বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদাদি সমস্ত পাঠ করা বৃথা হইয়াছে।

শিবনারায়ণ টেনাজার রাজবাটীর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজার একজন মুসলমান সিপাহী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি জন্য এই স্থানে আসিলে ?

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি চারিটি অন্নের জন্য আসিয়াছি।" ইহাতে মুসলমান সিপাহী বলিল, "দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, সকলের আহার শেষ হইয়াছে এক্ষণে তুমি কি প্রকারে অন্ন পাইবে ? যদ্যপি তুমি বল তাহা হইলে আমি দুই পয়সার চিড়া আনাইয়া দিই, কিন্তু আমি মুসলমান ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি আনাইয়া দাও। মুসলমান সিপাহী তৎক্ষণাৎ একটী হিন্দু-বালককে দিয়া দুই পয়সার চিড়া ও এক ঘটী জল আনাইয়া দিল। শিবনারায়ণ দেউড়ীর এক ধারে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন। রাজা সেই মহলের মধ্যস্থিত গবাক্ষ দ্বার দিয়া শিবনারায়ণকে আহার করিতে দেখিয়া একজন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "সিপাহীকে জিজ্ঞাসা কর দেউড়ীতে বসিয়া আহার করিতেছে ও ব্যক্তি কে ?" ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করায় মুসলমান সিপাহী বলিল যে, "একজন ফকীর সাধুর ক্ষুধা পাওয়ায় আমি দুই পয়সার চিড়া খাইতে দিয়াছি।" এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ-চিত্তে সত্বর খালি পায়ে একখানি মাত্র বস্ত্র গাত্রে দিয়া শিবনারায়ণের

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে এখন পর্য্যন্তও আপনার আহার হয় নাই ?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, না।

রাজা রাঁধুনি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, যাহা থাকে তাহা সত্বর রন্ধন বাটী হইতে আন। ব্রাহ্মণ তখন যাহা প্রস্তুত ছিল তাহাই আনিয়া দিল। শিবনারায়ণ তাহা আহার করিতে লাগিলেন। রাজা সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন এবং অন্য চাকরের দ্বারা বাজার হইতে উত্তম জলপান আনাইয়া দিলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে রাজা শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, আপনার গায়ে কাপড় নাই ও পায়েও আপনি জুতা পরেন নাই। এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনে মাটী যেরূপ তপ্ত হইয়াছে তাহাতে আপনি এরূপ ভাবে কেমন করিয়া বেড়ান ? আপনি এক্ষণে কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন ? যদ্যপি আপনি পায়ে জুতা পরেন, তাহা হইলে গতকল্য আমার জন্য যে নূতন জুতা আসিয়াছে তাহা আপনাকে আনাইয়া দি—সে জুতা এখনও আমি পায়ে দিই নাই।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার কাপড়ের কোন প্রয়োজন নাই; আবশ্যকীয় একখানি চাদর আছে ইহাই যথেষ্ট। আমার জুতা পায়ে দিবারও কোন প্রয়োজন নাই; তবে যদ্যপি দিই তাহাতেও কোন বিধি নিষেধ নাই। আমি উত্তরাখণ্ড হইতে আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, মহারাজ, এই দূর পথ আপনি কেমন করিয়া হাঁটিয়া আসিলেন ? এখন যদি অন্য কোন দেশে যাইতে চান আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলিলে আমি আপনাকে রেল ভাড়া দিয়া দিই।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমায় রেল ভাড়া দিতে হইবে না, আমি হাঁটিয়া হাঁটিয়া সকল দেশের অবস্থা দেখিয়া যাইব।

ইহাতে রাজা কহিলেন, মহারাজ, আমার বোধ হয় আপনি রাজা জনক হইবেন। আমার ধন্য ভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি আহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তাহার পর কথাবার্তা হইবে।

এই কথা বলিয়া রাজা মুসলমান সিপাহীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে চিড়া দুই পয়সার আনাইয়া দিয়াছিলে পয়সা কোথায় পাইলে?

সিপাহী উত্তর করিল, হুজুর আমার নিকট দুই পয়সা ছিল সেই পয়সা দ্বারা আনাইয়া দিয়াছিলাম—সেও তো হুজুরেরই পয়সা। এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে বিচার করিয়া ভাবিলেন যে এই ভৃত্য বড়ই সৎ লোক। পাঁচ টাকার চাকরি করিয়া সে বিজাতীয় অতিথিকে সমাদর করিতে ত্রুটি করে নাই। রাজা তৎক্ষণাৎ সিপাহীর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

শিবনারায়ণকে রাজা বলিলেন, আপনি একটু বিশ্রাম করুন এবং আমিও একটু বিশ্রাম করি। রাজা দাস দাসীদিগকে ডাকাইয়া উপরে উত্তম বিছানাতে উহাঁকে বিশ্রাম করাইতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। উহারা শিবনারায়ণকে উত্তম স্থানে বিশ্রাম করিতে দিল।

একটু পরে শিবনারায়ণ চাকরদিগকে বলিলেন, আমি একটু বনে বেড়াইতে যাইতেছি তোমরা চুপ করিয়া থাক কাহারেও কিছু বলিও না। এই বলিয়া শিবনারায়ণ বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং ত্রৈলঙ্গ হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের ধার দিয়া নরসিংহপুর হইয়া জগন্নাথে আসিলেন।

শিবনারায়ণ জগন্নাথের ফটকের নিকট আসিয়া দেখেন যে বাহির হইতে পাণ্ডারা ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং তাহার মধ্যে কে

ছোট দরজা আছে সেইটি খুলিয়া রাখিয়াছে। অনেক যাত্রী ঐ ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া আছে, পাণ্ডারা তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। কেবল যে যাত্রী পাণ্ডাগণকে দুই চারিটি পয়সা দিতেছে তাহাকেই তাহারা ঐ ছোট দরজা দিয়া ভিতরে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতে দিতেছে। যে গরীব যাত্রী পয়সা দিতে অপারক তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিতেছে যে, এখনও জগন্নাথের দরজা খুলে নাই—যখন খুলিবে তখন যাইতে পাইবি। শিবনারায়ণ খিড়কির দরজা দিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পাণ্ডা আটক করিয়া বলিল যে,জগন্নাথকে খালি হাতে দর্শন করিতে আসিয়াছিস্? পয়সা দে তবে যাইতে পাইবি।

শিবনারায়ণ সে কথা না শুনিয়া পাণ্ডাকে ধাক্কা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। পাণ্ডা গালি দিতে দিতে শিবনারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল যে, এক বেটা পাগ্লা ভিতরে আসিয়াছে। ইতিমধ্যে শিবনারায়ণ মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই গোলমাল শুনিয়া অনেক পাণ্ডা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উহাদের মধ্যে একজন সুপাত্র জ্ঞানবান পাণ্ডা ধীর এবং মিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, তুমি কে ? তোমার নাম কি ? তোমার পিতার নাম কি ? তুমি কি জাতি ? তোমার বাটি কোথায় ?

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি শান্ত এবং গম্ভীরভাবে একাগ্রচিত্ত হইয়া শুন। প্রথমে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কে ? কিন্তু তুমি বিচার করিয়া দেখ যে যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন তুমি কি ছিলে। তোমার কি নিষ্ঠা হইয়াছে যে তুমি কে ? তুমি কি স্থির জানিয়াছ যে তুমি এই বস্তু, এই জাতি ? জাতির স্বরূপ কি ? জন্মের পূর্ব্বে তোমার নাম ও তোমার পিতার নাম

এবং তোমার রাজ্যেরই বা নাম কি ছিল, আর কোন্ গ্রাম বা জেলায় থাকিতে—আমায় বলিয়া বুঝাইয়া দাও।

এই কথা শুনিয়াপাণ্ডা বলিল, মহারাজ, আপনি সন্ন্যাসী পরমহংস; যদ্যপি আপনি সন্ন্যাসী বা পরমহংস হন তাহা হইলে আমি সন্ন্যাসী পরমহংসের পাণ্ডা।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, পরমহংস সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? তাহা কোন্ অবস্থার নাম এবং যে অবস্থার নাম সন্ন্যাসী পরমহংস সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে কি কেহ পাণ্ডা আছে?

পাণ্ডা বলিল, তাহা ঠিক বটে, মহারাজ! যাহার আত্মা পরমাত্মাতে লয় পাইয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসী পরমহংস। তিনি সর্ব্বক্ষণ পূর্ণভাবে দেখিতেছেন যে স্বয়ং আপনি আছি দ্বিতীয় আর কেহ নাই—এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই সন্ন্যাসী পরমহংস নাম সংজ্ঞা কল্পিত আছে; এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে পাণ্ডা কেহ নাই—আপনাদের মহাত্মাগণ হইতেই আমাদের পালন হইতেছি।

তাহার পর সেই পাণ্ডা শিবনারায়ণের নিকট হাত জোড় করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল, আমার ধন্য ভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইয়াছি। আপনাদিগের দর্শন লাভ করা এবং চিনা বড়ই কঠিন—এই বলিয়া ঐ পাণ্ডা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অপর একজন পাণ্ডা আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিল, তুমি কি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াছ? যদ্যপি না করিয়া থাক তবে দর্শনি টাকা পয়সা এবং আট্কা অর্থাৎ ভোগ জগন্নাথ দেবের উপরে চড়াও। জগন্নাথ দেবের নামে যত টাকা পয়সা আনিয়াছ তাহা দান ধ্যান কর এবং বল কত টাকার ভোগ দিবে ও কত টাকা নগদ দিবে?—সত্বর চল।

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নিকটে একটী পয়সা কিম্বা এক

কড়া কড়ী পর্য্যন্তও নাই—আমি কি দান করিব? তখন পাণ্ডা রাগ করিয়া বলিল, বেটা তুই খালিহাতে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস্। যদি পয়সা দিস্ তবেই তোর ও এবং তোর পিতা পিতামহ প্রভৃতির নাম খাতায় লিখা থাকিবে এবং জগন্নাথদেব জানিবেন যে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলে।

শিবনারায়ণ বলিলেনে, আমার নিকট এই চাদর ভিন্ন আর কিছুই নাই।

পাণ্ডা বলিল, ইহাকে বিক্রয় করিয়া আন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, ইহার কত মূল্য হইবে? পাণ্ডা বলিল, যে দুই চারি আনা হয়—তাহাই লইয়া আসিয়া জগন্নাথদেবকে চড়াইয়া দাও তাহা হইলে তোমার নাম সর্ব্বদা খাতায় থাকিবে এবং তোমার নাম সর্ব্বদা জগন্নাথ দেবের মনে থাকিবে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, যদি এখানে কোন দরিদ্র যাত্রী দর্শন করিতে আইসে তাহাদের উপর দয়া দৃষ্টিতে দেখ না, একেবারে তোমরা দয়াশূন্য হইয়া থাক! তোমরা জগন্নাথদেব কাহাকে বল? জগন্নাথ কি বস্তু ও কি ধাতু? তিনি নিরাকার না সাকার?

যদি নিরাকার হন তাহা হইলে তিনি অদৃশ্য ও মন বাণীর অতীত। যদি সাকার হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। তিনি কি রূপে ও কোন স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; তোমাদের সাকার ব্রহ্ম ত এই চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ আছেন, যথা, সূর্য্য-নারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে, আকাশ স্বরূপে, বায়ুস্বরূপে, অগ্নিস্বরূপে, জলস্বরূপে ও পৃথিবী স্বরূপে। বেদে লিখা আছে যে পরমাত্মা বিষ্ণু ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ এই সাতটিকে লইয়া বিরাট স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এবং সূর্য্যনারায়ণ ও

চন্দ্রমা জ্যোতি বিরাট বিষ্ণুভগবানের নেত্র ও মন। এই সাকার ব্রহ্মের মধ্যে কোনটী জগন্নাথ ও কোনটীই বা নন। যাহার নাম জগন্নাথ তিনি জগতের নাথ সকল চরাচর মধ্যে পরিপূর্ণ আছেন ও সকলই তিনি অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর নামই জগন্নাথ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

পাণ্ডা বলিল মহারাজ, এই মন্দিরের মধ্যে তিনি প্রতিমারূপে দণ্ডায়মান আছেন। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, তুমি ভীত হইও না। তুমি স্বয়ং বিচার করিয়া দেখ, তোমার নিজের স্থূল শরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, পরমেশ্বর অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা তুমিও তোমার স্থূল শরীরের প্রতিমা শ্রেষ্ঠ কি যিনি তোমার স্থূল শরীরের প্রতিমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ?

পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি আমার শরীরাদিসৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, তুমি সত্য সত্য বলিও নিজ স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলিও না। এই জগন্নাথের মন্দির ও মন্দিরস্থিত জগন্নাথের প্রতিমা কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, মন্দির মনুষ্য ভিন্ন অপর কে নির্ম্মাণ করিবে? এবং জগন্নাথের যে প্রতিমা তাহা "বড়াই" অর্থাৎ সূত্রধর নির্ম্মাণ করিয়াছে। নীমের কাট ও বেলের কাটের দ্বারা এই প্রতিমা নির্ম্মিত হয়; পরেঐ প্রতিমা পুরাতন হইলে, বার বৎসর পরে পুনরায় নূতন কাটের দ্বারা কলেবর নির্ম্মাণ হয়।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, তবে যে সূত্রধর ব্যক্তি কাষ্ঠের

'প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ নাম কল্পনা করিয়াছে সেই সূত্রধরকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করা কর্ত্তব্য কিম্বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য ?

পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, যিনি প্রতিমূর্ত্তিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মহারাজ, এই কাষ্ঠ প্রতিমাকে কেহ দর্শন করে না, ইহাকে কেহ পূজা করে না। ঐ কাষ্ঠের প্রতিমার মধ্যে যে গহ্বর আছে তাহাতে শালগ্রামকে রাখিয়া দিই, তাঁহারি পূজা হয়।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, শালগ্রাম কি বস্তু ? তিনি কাষ্ঠ-প্রস্তর নহেন, তিনি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি চরাচর সকলের অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। এই যে কাষ্ঠের ও প্রস্তরের নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে জগন্নাথ শালগ্রাম বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ ও সকলকে বিশ্বাস করাইতেছ—ইহা ভ্রম। কারণ, ইহা যদি সৎ হইত তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখে যে, দিবা রাত্র ইহাদিগের পূজা ও সঙ্গত করিয়াও তোমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয় নাই কেন ? দেখিতেছি যে, এক পয়সার জন্য তোমরা কত লালায়িত হইতেছ। যদি কাষ্ঠ ও প্রস্তর জগন্নাথ ও শালগ্রাম হইত তাহা হইলে জগতের সকল স্থানেই কাষ্ঠ প্রস্তর রহিয়াছে। তোমরা বল, নেপালে যে গণ্ডকী নদী আছে সেই নদীতে শালগ্রামের উৎপত্তি হয় ঐ শালগ্রামের মধ্যে কত পোকা থাকে, যেরূপ শামুকে ও শাঁখে পোকা থাকে পরে সেই পোকা মরিয়া গেলে শাঁখ প্রস্তুত হয়। সেইরূপ শালগ্রামের পোকা মরিয়া গেলে শালগ্রাম পূজা হইয়া থাকে। তখন পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, এখানকার স্থানের এমন মাহাত্ম্য আছে যে, এখানে চারি বর্ণের লোক একত্রিত হইয়া আহার করিতেছে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা ঠিক বটে—যেখানে ইচ্ছা সেখানেই পরমাত্মার ভোগ দিয়া সকল বর্ণেই একত্রিত হইয়া খাইতে পারে। তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু লোকে সামাজিক শাসন ভয়ে সর্ব্বস্থানে খায় না। কেবল শাস্ত্রের শাসনে সংস্কার আছে যে, যদি কেহ এই জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া সকল জাতির ছোঁয়া অন্ন না খায় তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে—এই শাসন ভয়ে সকলেই সকলের হাতের খায়। কিন্তু ভক্তি পূর্ব্বক কম লোকেই আহার করে। সকলে একত্রিত হইয়া খাওয়ার অভিপ্রায় এই যে, তাহাতে পরস্পরের মনের হিংসা গ্লানির লোপ হয় এবং সকলে পরস্পর মিলিয়া সুখে থাকিতে পারে—ইহার মর্ম্ম এই যে, সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের অংশ স্বরূপ মাত্র। যে দেশে যে কোন স্থানে জগন্নাথের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের নামে ভোগ দিয়া যে কোন লোকের সহিত আহার কর তাহাতে কোন দোষ নাই, ইহাই মাত্র উদ্দেশ্য। জগন্নাথ ক্ষেত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জীব এই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জ্ঞানক্ষেত্রে, উপস্থিত হইলে তাহাতে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সমদৃষ্টি হয়, সকলকে ব্রহ্মময় দেখেন।

পরে শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডা, জগন্নাথের জ্বর হইবার ও উপবাস করিবার কারণ কি? স্নান যাত্রার পর ১৫ দিবসাবধি যাত্রিগণ জগন্নাথ দেখিতে না পাইয়া বড়ই কষ্ট পায়।

পাণ্ডা বলিলেন,জগন্নাথ স্বর্ণকূপে স্নান করিয়াছিলেন ও জলখাইয়াছিলেন সেই জন্যই জ্বর হয় বলিয়া উপবাসী থাকিয়া ১৪ দিন পাঁচন খাইয়া থাকেন ও আমরা তাঁহার গায়ে কম্বল চাপা দিয়া রাখি। ১৫ দিন পরে আবার যখন জ্বর ছাড়িয়া যায় তখন নবযৌবন পাইয়া মাসীর বাড়ী যান এবং মাসীর বাড়ীতে ৯ দিন থাকিয়া পুনরায় রথে চড়িয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা, একি দুর্দ্দশা! যখন তুমি জগন্নাথকে নীম্ কাষ্ঠের প্রতিমা বলিয়া স্বীকার করিলে তখন স্বর্ণকূপে স্নান করিলে ও জল খাইলে কাষ্ঠের কি প্রকারে জ্বর হইবে? এবং পাঁচন ইত্যাদি পথ্যের ব্যবস্থা কি প্রকার এবং শীতই বা কাষ্ঠের কি প্রকারে সম্ভবে এবং এই কাষ্ঠেরই বা মনুষ্যের ন্যায় মাসী প্রভৃতি সম্বন্ধই বা কি প্রকারে সম্ভবে? যিনি প্রকৃত জগন্নাথ, তাঁহার মাসী প্রভৃতি সম্বন্ধই নাই। এবং তাঁহার কোন স্থানেই যাওয়া আসা নাই—তিনি সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন।

তখন অন্য একজন পাণ্ডা বলিল, মহারাজ, এক বৎসরের মধ্যে কাষ্ঠের জগন্নাথের রং উঠিয়া যায়, সে নিমিত্ত নূতন রং লাগাইবার জন্য ঐ ১৫ দিন জগন্নাথকে মন্দিরের মধ্যে রাখি। পরে রথের সময় চতুর্দ্দিক হইতে যাত্রিরা আসিলে নবযৌবন পাইয়াছেন বলিয়া বাহির করি। আমরা যে জ্বরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা কেবল যাত্রিগণকে একটা কল্পিত বাক্যে প্রবোধ দিয়া রাখা মাত্র—ইহার গূঢ় রহস্য কেহই জানে না। *

শিবনারায়ণ পুনরায় বলিলেন, যদ্যপি তোমরা বল যে কাষ্ঠের পুত্তলিকাই জগন্নাথ; তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ যে তোমরা বালকাবস্থা হইতে এই পর্যান্ত দিবা রাত্রি তাঁহার পূজা পাঠ করিতেছ এবং দর্শন করিতেছ কিন্তু তোমাদিগের দুর্গতির শেষ নাই! তোমাদের সুস্থিরচিত্তে কি ধারণা হইয়াছে যে, আমার স্বরূপ কি? জগন্নাথ কাহাকে বলে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ কি?—

---

* পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী একাধিক বার জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই কএক বারের বৃত্তান্ত একত্রে সন্নিবেসিত হইয়াছে—প্রকাশক।

এ বিষয়ে তোমাদের কিছুমাত্র বোধ নাই! একেবারে জ্ঞানান্ধ হইয়া ভ্রমে পতিত হইতেছ,—জানিতে পারিতেছ না যে জগন্নাথ কাহার নাম। যাঁহার নাম জগন্নাথ তিনি জগতের নাথ, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী অন্তর্য্যামী সকল চরাচরের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রে কথিত আছে, সূত্রে মনিগণা ইব অর্থাৎ ঐ জগন্নাথ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আপন আধারে এই সমস্ত জগৎকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এই মন্দির মধ্যে যে কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছ, তাহা জগন্নাথ নহে। ইহা কাষ্ঠের পুত্তলিকা মাত্র—অগ্নিতে দিলেই ভস্ম হইয়া যাইবে। যিনি প্রকৃত জগন্নাথ তিনি অগ্নিতে ভস্ম হইবেন না। তুমি বলিতেছিলে যে, "দুই চারি আনায় চাদর বিক্রয় করিয়া পয়সা জগন্নাথকে দাও, তোমার নাম খাতায় লিখা থাকিবে এবং জগন্নাথদেব জানিবেন যে আমার নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি কি অবোধ, তিনি কি আমায় জানেন না, তিনি কি অন্তর্যামী নহেন? জগন্নাথ দেবকে তুমি এবং আমি কি দিব—সকলই ত তাঁহারি? তিনি তো সকল জগৎ চরাচরকে দিতেছেন তাঁহাকে আবার কে কি দিবে? তবে তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে তাঁহাকে দিতে হয় না, ঐ উপায় দ্বারা আমরা প্রতিপালন হইয়া থাকি—এই মাত্র।

পাণ্ডা বলিলেন, আপনি কি পরমহংস! আমি আপনাকে না চিনিয়া বিস্তর অনর্থক কথা বলিয়াছি আমার অপরাধ লইবেন না—মার্জ্জনা করিবেন। জগন্নাথ সমক্ষে যাহা আমার নিকটে বলিলেন এই সকল কথা যাত্রিদিগের নিকট বলিবেন না।

কোন সময়ে শিবনারায়ণ জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে কটক জেলার অন্তর্গত নদীগ্রামে গিয়াছিলেন। সেই গ্রামের কানুনগুই অর্থাৎ জমীদার বৃন্দাবন চন্দ্র রায় মহাপাত্র মহাশয় বড় নিষ্ঠাবান হিন্দু ও

সৎধর্ম্মী এবং বিশেষ দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি। বৃন্দাবন বাবুর মাতুল ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব দাস কলিকাতা হাইকোর্টের উড়িয়া পেস্কার। তিনি বিষয়কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার নিকট শিবনারায়ণের পরিচয় পাইয়া বৃন্দাবন বাবু যজ্ঞ উপলক্ষে শিবনারায়ণকে এবং একজন যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই স্থানে যজ্ঞাহুতির সময় ৬০। ৭০ জন পণ্ডিত ও প্রায় দেড় দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিল। যখন যজ্ঞাহুতি আরম্ভ হয়, তখন উক্ত স্থানের নিয়মানুসারে প্রথমে অগ্নির কুষণ্ডিকা ও পূজা হয়, অর্থাৎ আবাহনাদি পূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন হয়। তৎপরে অগ্নির গর্ভাধানাদি দশসংস্কার করিয়া স্বাহা ও স্বাধার সহিত অগ্নির বিবাহ দেওয়া হয়। এই সকল দেখিয়া শিবনারায়ণের সহিত যে যজুর্ব্বেদী পণ্ডিত ছিলেন তিনি তত্রস্থ কর্ম্মচারী পণ্ডিতদিগকে বলিলেন যে, আমাদের দেশে অগ্নির গর্ভাধানাদি হয় না কেবল কুষকণ্ডিকা আবাহনাদি করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। কিন্তু আপনাদের বিশেষ দেখা গেল যে গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার করেন—এরূপ করিবার প্রমাণ কোনও গ্রন্থে নাই।

তাহাতে তত্রস্থ পণ্ডিতেরা বলিলেন যে, অমুক মহাত্মার রচিত গ্রন্থ অনুসারে আমাদের দেশের সকলেই এইরূপ করিয়া থাকি।

তখন পণ্ডিত বলিলেন, তোমরা যে অগ্নির গর্ভাধান করিয়াছ। কোন সালে এবং কোন মাসে অগ্নি কাহার ঘরে ও কাহার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার মাতা পিতা কোথায় ও তাঁহাদের নাম কি? এবং তোমরা যে স্বাহা ও স্বাধা এই দুই স্ত্রীজাতির সহিত অগ্নির বিবাহ দিলে, এই স্বাহা ও স্বাধার মাতা পিতা কোথায়, এবং ইহাদের স্থানই বা কোথায় এবং মাতা পিতারই বা কি নাম?

তাহাতে তৎস্থানীয় একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহাশয় মহাত্মার

রচিত গ্রন্থে যাহা লিখা আছে সেই প্রমাণ অনুসারে আমরা এই সমস্ত কার্য্য করি আমরা সবিশেষ কিছুই জানি না ?

একথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন, তোমরা যথেচ্ছা কর্ম্ম কর। এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তখন শিবনারায়ণ স্বামী কহিলেন, হে পণ্ডিতগণ, তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে, না জানিয়া শুনিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাতে রাজা প্রজার অমঙ্গল হয়, তোমরা পূর্ব্ব হইতে বলিতেছ, যে আমরা বিধি পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি কিন্তু বিধি কি ও বিধি পূর্ব্বক কার্য্য কি প্রকারে করিতে হয় তাহা তোমরা জান না বা জানিতে ইচ্ছাও কর না। কারণ প্রত্যক্ষ দেখ যে তোমরা অগ্নির গর্ব্ভাধান ইত্যাদি করিলে ও অগ্নির জন্ম দাতা তুমি হইলে। শাস্ত্রে লিখা আছে যে দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গুরু অগ্নি। তুমি যাঁহার জন্মদাতা হইলে তিনি কি প্রকারে তোমার গুরু হইতে পারেন ? এবং পঞ্চতত্ব ব্রহ্ম তো অনাদি আছেন, ইহাঁদের গর্ব্ভাধান করিয়া কে জন্ম দিতে পারেন। প্রত্যক্ষ দেখ অগ্নিব্রহ্ম তোমাদের ইষ্টগুরু তিনি তেজোময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান আছেন ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপে এবং তারকা ও বিদ্যুৎরূপে চরাচরের শরীরের মধ্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছেন এবং সমষ্টি শরীরকে চেতন রাখিতেছেন। কিঞ্চিৎমাত্র অগ্নিমান্দ্য হইলে শরীর ঠাণ্ডা হয় ও অন্ন পরিপাক হয় না এবং শরীরের পীড়া হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। তুমি কি প্রকারে আপন গুরুকে গর্ব্ভাধান করিয়া উৎপন্ন করিলে ? এবং তুমি যে অগ্নিকে স্বাহা ও স্বাধার সহিত বিবাহ দিলে সেই স্বাহা স্বাধা নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হন তাহা হইলে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিকার মনবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। উহাদের সহিত বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না। উহারা স্ত্রী অথবা

পুরুষ জাতি নহেন। আধ্যাত্মিক স্বরূপ পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মে ও সাকার ব্রহ্মে মিলিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু লৌকিক বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না। স্বাহা আর স্বাধা যদি সাকার হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন, যেমন অগ্নি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন। দেখা না যাইলে কখনই বিবাহ সম্ভবে না, যেমন স্ত্রী ও পুরুষ থাকিলে উভয়ের বিবাহ হয় ও হইতে পারে। কিন্তু পুরুষ আছে অথচ স্ত্রী নাই ইহাতে কি প্রকারে বিবাহ হইতে পারে? অগ্নি তো প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন কিন্তু স্বাহা ও স্বধা কোথায় আমাকে দেখাইয়া চিনাইয়া দাও। সাকার তো বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন ও দেখা যাইতেছেন। পৃথিবী ব্রহ্ম, জলব্রহ্ম, অগ্নিব্রহ্ম, বায়ুব্রহ্ম, আকাশব্রহ্ম, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম। ইহাদের মধ্যে কোন বস্তু স্বাহা ও স্বাধা বা উহারা ইহাদের মধ্যে নাই। তবে বোধ হয় ইহাঁরা নিরাকার হইতে পারেন।

সেই স্থানের একজন পণ্ডিত উত্তর করিলেন, মহারাজ আমরা জানিনা উহারা কি স্বরূপ ও কোথায় থাকেন; যাহা লিখা আছে তাহাই আমরা করিয়া থাকি।

যজুর্ব্বেদী পণ্ডিত বলিলেন, তবে তোমরা না জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কল্পনা করিয়া এইরূপ কার্য্য করিলে কেন? ইহাতে রাজা প্রজার নাশ হয়।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পণ্ডিতগণ যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ ঠাট্টা করিয়া বলেন যে তের হাজার হাতি আসিতেছিল একটা পিপীলিকা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া হজম করিল। এবং ঈশ্বর আসিতেছিলেন ঈশ্বরকে পিপীলিকা দেখিয়া এক লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল, ঈশ্বর ভয়েতে পিপীলিকার পেটের ভিতর কাঁদিতে লাগিলেন—ইহা শুনিয়াই কি

তোমরা বিশ্বাস করিবে, না, তোমরা বিচার করিয়া দেখিবে যে ইহা সত্য কি মিথ্যা? তোমরা পরস্পরে বিচার না করিয়া জড়ীভূত হইয়া আছ এবং রাজা প্রজা দিগকেও জড়ীভূত করিয়া রাখিয়া তাহাদের অমঙ্গল করিতেছ। এবং তেজহীন, বলহীন শক্তিহীন হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন হইয়া আছ। প্রত্যক্ষ যে তোমাদের সাকার ব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে চিনিতে পার না, তখন নিরাকার ব্রহ্মকে কিপ্রকারে চিনিবে? এখন হইতে বিচার করিয়া সকলে কার্য্য কর, যাহাতে রাজা প্রজা সকলে সুখে থাকিতে পারিবে।

তাহাতে সকলে বলিল, ঠিক বটে মহারাজ, বিনা বিচারে কার্য্য করিলে পশুতুল্য হইতে হয়।

জগন্নাথ হইতে শিবনারায়ণ বরাবর তারকেশ্বরে আসিয়া মোহান্তের নিকটে গেলেন। মোহান্ত চৌকীর উপর উপবিষ্ট, আর দুই তিন জন পণ্ডিত নীচে বসিয়া আছেন এমন সময়ে শিবনারায়ণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহান্ত শিবনারায়ণের উপর রাগ করিয়া বলিলেন, তুই কে? শিবনারায়ণ তাঁহাকে 'ওঁ নমো নারায়ণ' বলিরা দণ্ডবৎ অথবা নমস্কার করিলেন না। শিবনারায়ণের গাত্রে একখানি ছেঁড়া ময়লালাগা চাদর ছিল দেখিয়া মোহান্তের ঘৃণার উদ্রেক হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন, যেই তুমি সেই আমি। তখন মোহান্ত আরো রাগত হইয়া বলিলেন যে তুই ও আমি এক কেমন করিয়া হইলাম—তুই গৃহস্থ না সাধু? যদ্যপি তুই সাধু হইস তাহা হইলে কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু—গিরি কি পুরি কি ভারতী?—ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে সম্প্রদায় কাহাকে বলে? সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি? গিরি, পুরি, ভারতী কাহাকে বলে?—ইহাদেরই বা স্বরূপ কি? ইহাতে মোহান্ত বলিলেন যে তুই দশনামী সন্ন্যাসী কাহাকে বলে জানিস না? তাহারি মধ্যে গিরি

পুরি ভারতী ইত্যাদি। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, বিচার করিয়া দেখুন যে তিনি গৃহস্থ-ধর্ম্মে যখন ছিলেন তখন এক নামে ছিলেন কিন্তু এক্ষণে মাথা মুণ্ডন করিয়া দশ নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাহাতে লাভ কি? সন্ন্যাসী কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসীর স্বরূপ কি? লাল, কাল, নীল, হরিৎ, কিম্বা হাড় মাংস রক্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদির নাম সন্ন্যাসী? তাহা হইলে তো ইহা সকল পশুদেরই আছে, ইহাতে উহাদিগকে তো, সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে! শিবনারায়ণের নিকট এই কথা শুনিয়া তখন মোহান্ত বলিলেন যে আপনি কি পরমহংস? আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং আপনার নাম কি? আপনি এই স্থানে ভাল করিয়া বসুন। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছি কি না তাহা আপনি জানেন, আমার যে কি নাম তাহা কেমন করিয়া বলিব—নাম কত যে আছে তাহার সংখ্যা নাই; পথে চলিতে চলিতে কেহ ডাকে "ও সাধু" তাহাকে আমি "ও বাবা" বলিয়া উত্তর দিয়া থাকি, তখন আমার সাধু নাম হয়। কেহ বা সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা পরমহংস বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা ক্ষেপা বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা শালা বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা মনুষ্য বলিয়া ডাকে কেহ বা উদাসীন বলিয়া ডাকে—এইরূপ কত জন যে কত প্রকার নাম কল্পনা করিয়া ডাকে তাহার সীমা নাই। যে যেরূপ নাম ধরিয়া ডাকে আমি তাহাকে সেইরূপেই উত্তর দিয়া থাকি। কোন্ নাম আমার মিথ্যা আর কোন্ নামইবা আমার সত্য যে সেই নামে আপনার নিকট পরিচয় দিব? এই কথা বলাতে পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আসুন বসিতে আজ্ঞা হয়। এবং মোহান্ত বলিলেন "আপনি কি তারকেশ্বরনাথকে দর্শন করিয়াছেন?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, তারকেশ্বরনাথ কোথায় আছেন? তাঁহার স্বরূপ কি?

মোহান্ত বলিলেন, তারকেশ্বরনাথ মন্দির মধ্যে বসিয়া বিরাজ করিতেছেন।

মোহান্তকে শিবনারণ বলিলেন, তারকেশ্বর যে মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন– কিরূপে বিরাজ করিতেছেন, নিরাকার রূপে না সাকার রূপে? যদ্যপি নিরাকাররূপে হন, তাহা হইলে সকল স্থানেই আছেন—দেখা যাইবেন না। আর যদ্যপি সাকাররূপে হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন—তিনি সাকারের মধ্যে কোন ধাতু? সাকারব্রহ্ম প্রত্যক্ষ এই বিরাজমান আছেন—পঞ্চতত্ত্ব শব্দব্রহ্ম এবং এক জ্যোতিঃ যিনি দিনরাত্র প্রকাশমান থাকেন অর্থাৎ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব শব্দ ব্রহ্ম এবং এই একমাত্র জ্যোতিঃ যিনি রাত্র দিন প্রকাশমান থাকেন—সেই জ্যোতিরই দিবসে সূর্য্য-নারায়ণ ও রাত্রে চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ নাম কল্পিত আছে। সাকারব্রহ্ম এইত চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, ইহা ছাড়া আর কোন সাকার হন নাই, হইবেন না ও হইতে পারিবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহার মধ্যে কোন্‌টি তারকনাথ? মাটি, পৃথিবী না মন্দির, বা মন্দিরের মধ্যে যে পাথর আছে সেই পাথর তারকনাথ, কিম্বা পাথরের মধ্যে তারকনাথ আছেন? পাথর, মন্দির ও মাটি যদি তারকনাথ হন, তাহা হইলে ত সকল স্থানেই পৃথিবী ও মাটি রহিয়াছে এবং মাটি হইতে কত ঘর মন্দির প্রস্তুত হইতেছে এবং কতই পাহাড় পর্ব্বত পড়িয়া আছে—তাহা হইলে ত ইহার সকলই তারকনাথ হইতে পারেন। যদি পাথরের মধ্যে তারক-নাথ হন, তাহা হইলে পাথর, মন্দির ও মাটি সকলই পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত সকলই সকল স্থানে পাওয়া যাইতেছে। যদি তিনি ইহার মধ্যে কোন

স্থ হন তাহা হইলে তারকেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি ? এবং যাঁহার নাম তারকনাথ কল্পনা করা গিয়াছে তাঁহাকে যদ্যপি তোমরা চিন অথবা তাঁহাতে যদ্যপি তোমাদের নিষ্ঠা থাকে তাহা হইলে তোমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটে কেন ?

মোহান্ত বলিলেন, আমাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং তারকেশ্বরের আপনি কি মাহাত্ম্য দেখিলেন ? এই তারকেশ্বরে কত রোগী আসিয়া হত্যা দিয়া থাকে, তারকনাথ তাহাদিগের রোগ ভাল করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে স্বপ্ন দেন ও তাহাদের হাতে নানা প্রকার ঔষধ দেন। এই স্থানের এমন মাহাত্ম্য যে এখানে যত যাত্রী আসে এমন আর কোথাও আসে না—এ সকল হয় কেন ?

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ কোনও ব্যক্তি আপনার লাভের জন্যে নূতন হাট কিম্বা বাজার বসাইতে চাহিলে দোকানিদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আনে যে, "তোমরা আমার এই হাটে আসিলে তোমাদের কোন ও বিষয়ে একটী পয়সাও খরচ হইবে না অথচ তোমাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।" তাহাতে হাটে অনেক লোক জমিয়া যায়। এবং বেদিয়ারা লাভের আশায় ঢোল বাজাইয়া বাজি দেখাইবার জন্য চারিদিক হইতে কত লোক আনিয়া জমা করে তাহার সীমা নাই। তবে কি মাহাত্ম্য আছে বলিয়া ঐ বেদিয়াকে কিম্বা ঐ স্থানকে পূজা করিতে হইবে ? যদি বলেন যে তারকনাথ রোগ ভাল করিয়া দেন সেই জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হইবে ? তাহা হইলে ত ডাক্তার কবিরাজ ও হাকিমগণ কত রকম রোগ ভাল করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাদিগকেও কি তারকনাথ বলিয়া পূজা করিলেই হইবে ? অধিকন্তু এই যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ চেতনরূপে সকল কার্য্যই করিতেছেন। এবং যদি তারকনাথ স্বপ্ন

দেখান, এজন্য তাঁহার মাহাত্ম্য আছে বলিয়া পূজা করিতে হয় তাহা হইলে ত রাজা প্রজা দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বাটীতে বাটীতে কত রকমের স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং কত প্রকার দ্রব্য লাভ করিতে-ছেন তাহার সীমা নাই। সে জন্য কি স্বপ্নের ফলকে মাহাত্ম্য বলিয়া পূজা করিতে হয়, না, যাহার বাটীতে যে স্বপ্ন দেখিবে সেই বাটীর মাহাত্ম্য বলিয়া বাটী বাটী ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? কত চেতন মনুষ্য কত রোগীকে জড়ীবুটী প্রত্যক্ষ উঠাইয়া দিতেছে আর উহাতে কত প্রকার রোগ আরোগ্য হইতেছে তাহার সীমা নাই। যে দ্রব্য যে রোগের নিমিত্তক সেই রোগে তাহা ব্যবহার করিলে অবশ্য রোগের আরোগ্য হইবে আর যে দ্রব্য যে রোগের নিমিত্তক নহে তাহার দ্বারা সেই রোগ কখনই আরোগ্য হইবে না। এবং যাহার বিনা ঔষধে আরোগ্য হইবার নিমিত্তক আছে তাহার ঐরূপ আরোগ্য হইবে, ইহা ত নিশ্চয়ই আছে। যে রোগ হউক, যেখানেই যাউক, কিম্বা বাটীতে বসিয়া থাকুক, যত দিন রোগ ভোগ করিবার নিমিত্তক আছে ততদিন ভোগ করিয়া নিমিত্তক ক্ষয় হইলেই আপনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যাইবে। ইহাতে তারকেশ্বর যায় অথবা না যায়। এবং যাহার রোগ অনেক দিন ভোগ করিবার নিমিত্তক আছে অথবা যাহার রোগ ভাল হইবার নিমিত্তক নাই অর্থাৎ যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত রোগ থাকিবার নিমিত্তক আছে—সে ব্যক্তি যদি তারকেশ্বরে মাথা খুঁড়িয়া মরে অথবা যেখানে ইচ্ছা যায় কখনই রোগ ভাল হইবে না। আপনি প্রত্যক্ষ দেখুন, আপনি মোহান্ত, রক্ষা পাইবার জন্য দিন রাত্র সর্ব্বদা মন্দিরে যাইয়া তারকনাথকে পূজা করিতেন এবং অপরের দ্বারাও করা-ইতেন, কিন্তু তিনি যদ্যপি মন্দিরের পাথর তারকনাথ হইতেন তবে যখন আপনার একটু দোষ-রোগ ঘটিয়াছিল তখন রক্ষা করিতেন

না,—আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিল কেন? যদি সত্য হইতেন তবে অবশ্য রক্ষা করিতেন এবং আপনাদের জ্ঞানও প্রকাশ করিতেন। যেমন অগ্নিজ্যোতিঃ ঘরে থাকিলে অন্ধকার থাকিতেই পারে না সেইরূপ সত্যের এই সকল যে গুণ তাহাও প্রকাশ হইবেই। আপনার ফাটকে যাইবার নিমিত্তক ছিল তাই আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ আপনার মত জগন্নাথের রাজারও নিমিত্তক ছিল তাঁহাকেও ফাটকে যাইতে হইয়াছিল, কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। যদ্যপি যথার্থ আপনাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ও ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিত তাহা হইলে তিনি কৃপা করিলে অবশ্যই সকল বিপদ ও রোগ হইতে মুক্ত করিতেন। শুধু মুখে ভক্তি আছে কিন্তু অন্তরে ভক্তি হয় না। প্রত্যক্ষ দেখুন যদি তারকেশ্বরে থাকিলে তারকনাথ রোগ ভাল করেন তাহা হইলে কি তিনি বাড়ী বাড়ী রোগ ভাল করিতে পারেন না, তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তাঁহার কি ক্ষমতা নাই, তাঁহার কি পক্ষপাত আছে যে তিনি ভাবেন যে, আমার বাটীতে আসিয়া হত্যা না দিলে আমি তাহার রোগ ভাল করিব না? যদ্যপি তারকনাথ তারকেশ্বরে হত্যা দিলে রোগ ভাল করিতেন তাহা হইলে ডাক্তার কবিরাজের থাকিবার আবশ্যক থাকিত না। এবং যদি তারকেশ্বরে হত্যা দিলে তারকনাথ রোগ ভাল করিতেন তাহা হইলে এত লোক আসিয়া হত্যা দিয়া গিয়াছে অথচ তাহাদের রোগ ভাল হয় নাই কেন? তারকেশ্বরে আসিয়া যে দুই একজনের রোগ ভাল হইয়াছে তাহাদের নিমিত্তক ছিল বলিয়াই হইয়াছে। যাহার ভাল হইবার নিমিত্তক নাই তাহার ভাল হয় না। কিন্তু রাজাপ্রজা বাটীতে বসিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে যদি নিষ্ঠা ভক্তি করে তাহা হইকে তিনি কৃপা করিলে ঘরে বসিয়া থাকিলেও সকল রোগ এবং দুঃখ মোচন

করিতে পারেন। কিন্তু উঁহাদের বাটী বসিয়া থাকিতে বিশ্বাস হয় না। যাহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে বিমুখ তাহারাই তীর্থে বিশ্বাস করে, সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ এবং আপনাতে পরিপূর্ণ এরূপ বিশ্বাস করে না।

তখন মোহান্ত বলিলেন, "ইহা ঠিক, মহারাজ। অন্তর্যামীর কৃপা বিনা বিশ্বাস হয় না, তাঁহার কৃপা হইলে সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপ বিশ্বাস হয়। যাহা হউক এক্ষণে আপনার আহার বিষয়ে কিরূপ ? আপনি আহার করিয়াছেন কি না ?

পরে শিবনারায়ণের আহার হয় নাই শুনিয়া মোহান্ত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া শিবনারায়ণকে আহার করাইয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলেন যে, "বিশ্রাম করিবার জন্য ইহাঁকে আটচালা বাটীতে লইয়া যাও। যদি ইনি আহার করিবার জন্য অতিথিশালায় না যান তাহা হইলে নিজের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া আনিও। যদ্যপি সেখানেও না যান তাহা হইলে উঁহার নিজের আসনের নিকট লইয়া যাইয়া আহার করাইবে।" এবং শিবনারায়ণকে বলিলেন, "আপনি বিশ্রাম করুন। পরে আপনার সহিত একান্তে গোপনীয় কথাবার্ত্তা হইবেক।"

শিবনারায়ণ বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক, তাহার গায়ে নানাপ্রকার গহনা এবং পায়ের মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতেছে। ঐ স্ত্রীলোক তারকেশ্বরকে এবং সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেছিল। নিকটে একজন সিদ্ধ পুরুষ সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন; তাঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে অনেক লোক হাত জোড় করিয়া বলিতেছিল যে, "আমাদিগকে রক্ষা করুন।" ঐ স্ত্রীলোকের মলের শব্দ শুনিয়া সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ উঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, কোনও জেলখানার কয়েদী আসি-

তেছে। স্ত্রীলোকটী ঠাট্টা বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া বলিল, মহারাজ, আপনি যে জেলখানাতে নয় দশ মাস বেড়ী লাগাইয়া কয়েদ ছিলেন আমি সেই জেলখানায় কয়েদী। অর্থাৎ তুমি যাহার উদরে নয় দশ মাস কয়েদী ছিলে সেই আমি; এখন পর্য্যন্তও তোমার ভ্রম ঘুচে নাই। তুমি মাথা মুণ্ডন করিয়া পাঁচ কড়ায় গেরিমাটি লইয়া সাদা কাপড়ে মিথ্যা রং দিয়া অহঙ্কার করিয়া বসিয়া আছ যে আমি সন্ন্যাসী। যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন তুমি কি ছিলে? মুখে এখনও তুমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছ যে আমি সন্ন্যাসী—একথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা হয় না? এখনও তুমি অহঙ্কাররূপী বেড়ীতে কয়েদী আছ।

তখন ঐ সন্ন্যাসী স্ত্রীলোককে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন যে, মা আমি তোমায় নমস্কার করি। তুমি ধন্য! আমায় জ্ঞান দিলে, তুমি আমার গুরু।

শিবনারায়ণ সেইখানে এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন বর্দ্ধমানের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে, রাজধানীর ঠাকুর বাটীর বাহিরে অনেক অভ্যাগত সাধু ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে। রাজার হুকুম যে, ঠাকুর বাটীতে যে ভোগ হইবে তাহা দ্বারা সাধু, অভ্যাগত, এবং ব্রাহ্মণকে আহার করাইবে। শিবনারায়ণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সময়ে একজন ঠাকুর বাটীর দেউড়ীতে আসিয়া ডাকিল, "তোমরা আহার করিতে আইস।" তাহাতে সাধু এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণ উঠিয়া দেউড়ার নিকট উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি চেনা শুনা ব্রাহ্মণগুলিকে ভিতরে লইয়া গেল। এবং অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা ব্রাহ্মণ কি না এবং যজ্ঞোপবীত দেখিয়া ভিতরে যাইতে দিল। উহাদের মধ্যে শিবনারায়ণ দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি গলায়

একটী যজ্ঞোপবীত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে জাতিতে কাহার, তাহার বাটী গাজিপুর জেলায়। সে শিবনারায়ণকে রাস্তায় দুই চারি দিন সেবা করিয়াছিল। সে ব্যক্তি হাতে করিয়া যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া বলিল, আমিও ব্রাহ্মণ। তাহাতে তাহাকেও ভিতরে লইয়া যাইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া দিল। শিবনারায়ণ তাহাকে চিনিলেন কিন্তু সে শিবনারায়ণকে চিনিতে পারিল না। শিবনারায়ণ বাহিরে বসিয়া থাকিলেন। যখন উহারা আহার করিয়া বাহির হইল তখন তিনি সেই কাহারকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তুই এই কর্ম্ম করিয়াছিস্, তুই ভাল করিস্ নাই, চিনিতে পারিলে উহারা তোকে মারিয়া ফেলিত। এখন যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দে, খবরদার এমন কর্ম্ম আর করিস্ না।

কাহার হাত জোড় করিয়া শিবনারায়ণকে বলিল, "মহারাজ আমি বড় অপরাধ করিয়াছি। এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আর এমন কর্ম্ম করিব না এবং যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিব।"

শিবনারায়ণ সেখান হইতে গোলাববাগে যাইয়া দেখিলেন, ঐ ব্যক্তি পুনরায় যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়া বেড়াইতেছে। শিবনারায়ণকে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গলা হইতে যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিল। শিবনারায়ণ বলিলেন ইহার স্বভাবই এইরূপ। শাস্ত্রে যে লেখা আছে অভ্যাগতদিগকে সেবা করিতে হয় তাহা যথার্থ এবং রাজারও আজ্ঞা সেইরূপ ছিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিদিগের দোষ এই যে, যথার্থ অভ্যাগত পরদেশী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন নিরীক্ষিত পুরুষ, (যাহার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই যিনি কেবল প্রাণরক্ষার জন্য মাত্র অন্ন গ্রহণ করেন) সেই ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের গলায় পইতা ছিল না এজন্য তাঁহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। তাঁহারা

মুখে বলিলেন যে আমরা ক্ষত্রিয়ের ছেলে। কিন্তু কর্ম্মচারীরা বলিল, "দূর বেটা তোর গলায় পইতা কৈ? তোর গলায় যদি পইতা থাকিত তাহা হইলে খাইতে দিতাম।" একজন এই শ্রেণীর অভ্যাগত সাধু বলিলেন, "আমায় পুরি কচুরি খাইতে না দিলে তাহাতে ক্ষতি নাই; চারিটী অন্ন দিলেই হইবে।" তাহারা বলিল, "এখন অন্ন নাই। ওখানে যাইয়া ব'স মিলিবার একটু দেরী আছে, পরে মিলিবে।" অভ্যাগতগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন, তাঁহাদের কেহ আর কোন খবর লইল না। বহুক্ষণ পরে ইহার মধ্য হইতে একজন সাধু উঠিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত তোমরা আমাদিগকে আহার করাইলে না। আমরা আর থাকিব না আমরা ভ্রমণকারী।" উহারা বলিল, "এখন যা বেটা, খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে।"

কিন্তু দেখা গেল যে, উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য যাহার দাম আট আনা দশ আনা হইতে পারে এইরূপ দামী জিনিস সকল হাড়ী ডোমদিগকে দুই এক পয়সায় বিক্রয় করিতেছে কিন্তু সুপাত্র অভ্যাগতগণকে দিতে প্রবৃত্তি হইল না। এইরূপ কর্ম্মচারির দোষে রাজার ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং রাজার বিনাশও হয় এবং রাজত্ব যায়। কর্ম্মচারিরা যদ্যপি সুপাত্র ও জ্ঞানবান হন, সকল বিষয়ে বুঝিয়া উত্তমরূপে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন ও রাজাপ্রজার উভয়ের কার্য্য বুঝিয়া চালাইতে পারেন তাহা হইলে উত্তমরূপে সকল বিষয় সম্পন্ন হয় এবং রাজাপ্রজা উভয়েরই মঙ্গল হয়। মনে মনে এইরূপ বলিয়া শিবনারায়ণ নদিয়া শান্তিপুর চলিয়া গেলেন।

শিবনারায়ণ যে দিন শান্তিপুর পৌঁছিলেন সেই দিবস কয়েকজন পণ্ডিত পরস্পর গায়ত্রীর প্রচোদয়াৎ শব্দের অর্থ করিতেছিলেন, কেহ বলিতেছেন যে প্রচোদয়াৎ শব্দ ঠিক এবং কেহ বলিতেছেন

যে প্রচোদয়তাং ঠিক। এইরূপে দুইদিক হইতে বলিতেছেন যে, তুমি অশুদ্ধ বলিতেছ তুমি কিছুই জান না; এবং অন্যজন বলিতেছেন যে, তুমি কিছুই জান না তোমার অশুদ্ধ বলা হইয়াছে আমি যা বলিয়াছি তাহাই ঠিক। সেই দিবস আরো দুই তিন জন পরমহংস কাশী হইতে আসিয়া সেখানকার একজন পণ্ডিতের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের উত্তমরূপ সেবা হইতেছে, সেই স্থানে শিবনারায়ণ যাইয়া উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কেহই বসিতে বলিল না। শিবনারায়ণের গাত্রে ধূলা লাগা দেখিয়া সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যে বেটা পাগল। শিবনারায়ণ মাটীতে বসিলেন তখন উহার মধ্যে একজন পরমহংস শিবনারায়ণকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান কোন দিক হইতে আসিলেন? শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছি।" উহার মধ্য হইতে অপর একজন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জাতি, তোমার বাটী কোথায়? তুমি গৃহস্থ না সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়াছ? যদ্যপি তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাক তাহা হইলে গেরুয়া বস্ত্র পরা থাকিত এবং গলায় রুদ্রাক্ষমালাও থাকিত, শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি মনুষ্য, আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক, আমার বাটী সত্তাপুর, আমি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারি না, এবং সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ কাহাকে বলে তাহা জানি না—শুনিতে পাই যে গৃহস্থ সন্ন্যাসী—কিন্তু একজন সন্ন্যাসী দেখিতে পাই না। দেখিতেছি কেবল সকলেরই পঞ্চভৌতিক দেহ হাড় মাংসের পুতুল ও ইন্দ্রিয়-সকল সকলেরই আছে। এবং একই সূক্ষ্ম শরীর হইতে সকলে কথা বলিয়া থাকে। সন্ন্যাসী কি বস্তু, নিরাকার কি সাকার, লাল কালো কি সাদা—তাহা দেখি নাই। যদি আপনারা দেখিয়া থাকেন কিম্বা

বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দিন—বুঝাইয়া দিন।

পণ্ডিত বলিলেন, তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে তিনজন পরমহংস মহাত্মা তোমার সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যদ্যাপি ইহারা সন্ন্যাসী পরমহংস মহাত্মা হন, তাহা হইলে তুমি কেন না হও? ইহারা যে বস্তু তুমিও তো সেই বস্তু, যাহা ইহাদের আছে তাহাই তোমার আছে। যে তুমি সেই ত উনি।

পণ্ডিত বলিলেন, আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং কোথায় অধ্যয়ন করিয়াছেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন, যে স্থান হইতে আমি কথা বলিতেছি সেই স্থানে সকল বিদ্যা—সকল শাস্ত্র পড়া হইয়াছে।

পণ্ডিত বলিলেন, আপনাকে কে পড়াইয়াছে?

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমাকে সর্ব্বব্যাপী অন্তরবাসী পড়াইয়াছেন এবং পড়া ও অপড়া দুই এক।

তখন পণ্ডিত বলিলেন, আপনার নাম কি?

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার কি নাম তাহা আমি জানি না আমার নাম কত লোকে কত প্রকার কল্পনা করিয়া ডাকে। তাহাদের আমি সেই প্রকার উত্তর দিয়া থাকি এবং আপনি বলিয়াছেন—তুই কে এবং কি জাত—এইটীও আমার একটী নাম।

পণ্ডিত ভাবিলেন, এমন এমন কথা ঠিক ঠিক বলিতেছে এটা কেরে? আপনার নাম এবং জাতি বলে না এবং কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে তাহাও বলে না; যাহা হউক ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে এ পরমহংস কি না। যদি মহাত্মা হয়েন তাহা হইলে অন্ন আহার করিবেন এবং আপনার হস্তেও খাইবেন

না; কোন ব্যক্তি আহার করাইয়া দিলে তবে আহার করিবেন, নচেৎ চুপ করিয়া থাকিবে। সেই সময়ে ইহাকে কোনরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। এরূপ ভাবিয়া পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্যের যাহা আহার—যাহা তুমি খাইয়া থাক, তাহাই আমি খাই; যে কোন মনুষ্য হউক না কেন যে আহার করাইয়া দিবে তাহারই হস্তে খাইব।

পণ্ডিত বলিলেন, যদ্যপি তোমাকে মুসলমান অথবা ইংরাজগণ আহার করাইয়া দেয়, তাহা হইলে কি তুমি খাইবে?

শিবনারায়ণ বলিলেন, মুসলমান ও ইংরাজ কাহাকে বলে এবং উহা কি বস্তুর নাম, ইহাদের স্বরূপ কি—লাল না কাল? আপনার এবং উহাদের পঞ্চতত্ত্বনির্ম্মিত হাড় মাংস ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যাহা আছে তাহার নাম কি মুসলমান ও ইংরাজ, না উহার কথা বলার নাম মুসলমান ইংরাজ। তাহা হইলে ত ঐ সকল আপনাদেরও আছে এবং উহাদেরও আছে। যখন কোন বস্তু ইংরাজ কি মুসলমান দেখিতে পাইব তখন উহাদের ঘৃণা করিয়া আহার করিব না। যদি বল উহাদিগকে অভক্ষ্য ভক্ষ্য তাহার জন্য ঘৃণা করিতে হইবে? তাহা করিতে পারি না, কেননা যাহা উহারা ভক্ষণ করে—মদ্য মাংস ইত্যাদি—তাহা অনেক হিন্দু শব্দবাচ্যেও আহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলকেই ঘৃণা করা যাইতে পারে—এবং তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্মের নিন্দা ও ঘৃণা করা হয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছিলেন,

"অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণীনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানিসমাযুক্তোপচামান্নং চতুর্ব্বিধং॥"

অর্থাৎ চরাচর ইত্যাদি যে চারি প্রকার আহার করে তাহা আমি পরিপাক করি, অর্থাৎ আমি আহার করিয়া থাকি।

পণ্ডিত বলিলেন, সে যাহা হউক এখন থাক পরে কথা হইবে। বেলা অনেক হইয়াছে চলুন সকলে আহার করা যাউক।

সাধু পরমহংস ও শিবনারায়ণ সকলকে আহার করিতে লইয়া গেলেন। আহারীয় দ্রব্যাদি সকলের সম্মুখে আসিল, শিবনারায়ণ আহার করিতে লাগিলেন, এবং উহার মধ্যে একজন পরমহংসও আহার করিতে লাগিলেন। অপর দুই জন পরমহংস তাঁহারা আপন হস্তে আহার করিতেন না, অপর লোক খাওয়াইয়া দিলে তবে খান কিন্তু আপন মুখে হাঁ করিয়া খাইতেন। উহারা বসিয়া আছেন দেখিয়া তখন অপর একজন পণ্ডিত নিজ হস্তদ্বারা ঐ দুই জন পরমহংসকে আহার করাইয়া দিতে লাগিলেন এবং তাহারা অল্প অল্প আহার করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী পরিমাণে আহার করিলেন। যত পরিমাণে ঘটের আহারের পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ মত আহার করিয়া লইলেন—যেরূপ ইঞ্জিনেতে কয়লা ও জল দিবার যে পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ মত ঐ সকল দ্রব্য দিতে হয় যাহাতে অগ্নি ভস্ম করিলে এত ক্রোশ পরিমাণে গাড়ী চলিতে পারে। সেইরূপ শরীরের ইঞ্জিনেও অন্ন জল দিতে হয় শরীর দিবারাত্র চলাচল করিতে পারে। কিন্তু শিবনারায়ণের কথঞ্চিৎ বেশী আহার করা এবং নিজ হস্তে খাওয়ার দরুণ পণ্ডিতগণের শিবনারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল যে, ইনি পরমহংস নহেন, যদি পরমহংস হইতেন তাহা হইলে অল্প আহার করিতেন ও নিজ হস্তে খাইতেন না। পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে এই প্রকারে পরীক্ষা করিলেন। আহারের পর সকলে একত্রে আসিয়া বসিলেন, এবং যে যে পরমহংসগণ অল্প খাইয়াছিলেন এবং নিজ হস্তে খান নাই তাঁহাদিগের সহিত আদব পুর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু শিবনারায়ণের সঙ্গে প্রীতিপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিলেন না।

শিবনারায়ণ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্য জীব সঙ্গা যদ্যপি পরব্রহ্ম চেতনের সঙ্গত করে অর্থাৎ উহাঁর অভেদ হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি জ্ঞান-স্বরূপ থাকিবে কিম্বা সে জড় পশু তুল্য হইবে?

পণ্ডিত বলিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ হইবেক কিন্তু এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ কি?

শিবনারায়ণ বলিলেন, ইহার কারণ এই যে, মনুষ্যদিগের সংস্কার পড়িয়াছে, পরমহংস অন্ন আহার করেন এবং নিজ হস্তেও আহার করেন না কিন্তু ইহার বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, চরাচর সমস্ত বিরাট ব্রহ্মের শরীর ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। যদ্যপি আমি নিজ হস্তে আহার করি, তাহাতে হানি কি এবং যদ্যপি অপরের হস্তে আহার করি, তাহাতে লাভ কি হইবেক? সকল হস্তই ত বিরাট পরব্রহ্মের এবং যখন আপন ইন্দ্রিয় মুখ হা করিলাম, তখন নিজ হস্তে আহার করিতে কি দোষ? পরব্রহ্ম চেতন কি আপনার নিজ হস্তকে জড়ীভূত করিয়া দিয়াছেন ও কেবল মুখ ইন্দ্রিয়কে আহার করিবার জন্য চেতন রাখিয়াছেন? এরূপ বিচার ও বুদ্ধি ধারণে ধিক্, যে লজ্জা হয় না। মানের জন্যে এই মিছা পরাধীনতার একশেষ! যদ্যপি চেতন হইবে তবে সর্ব্বদা সকল ভাবে কষ্ট এড়াইয়া স্বাধীন থাকিবে, যাহা খুসি তাহাই করিবে এবং সেই মত চলিবে। তাহার কোন বিধি নিষেধ থাকিবে না। এ সংসারে কোন কার্য্যে কাহারও কিছুই দোষ নাই, কারণ, মায়ারূপী পরব্রহ্ম যাহাকে যেরূপ খেলাইতেছেন সে সেইরূপ খেলিতেছে। কোন কার্য্যই কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, সকলই পরব্রহ্মের ইচ্ছা।

উক্ত স্বল্পাহার দুইজন পরমহংস কিয়ৎকাল পরে স্বল্পাহার করা হেতু ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিবার ছলে উঠিয়া যাইয়া

কোন এক মুদীর দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি ক্রয় করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে বসিয়া খাইতেছিলেন এমন সময় শিবনারায়ণ ঘটণাক্রমে সেখান উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা শিবনারায়ণকে দেখিয়া লজ্জায় নিতান্ত কাতর হইলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া সুস্থ হইবার জন্য উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহাতে লজ্জার বিষয় কি আছে? ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি সকলই পরব্রহ্মের নিয়মাধীন এজন্য আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ কি? সমাজে প্রতিষ্ঠা হউক আর নাই হউক আমাদের সত্যের উদ্দেশে ধাবমান হওয়া কর্ত্তব্য। সত্য বস্তুই আমাদের আরাধ্য। কিন্তু সেই সত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া অনিত্য প্রতিষ্ঠা মানের জন্য অভিমানে উন্মত্ত হওয়া পশুবুদ্ধির কার্য্য।"

তাঁহাদের সহিত কথোপকথন শেষ হইলে শিবনারায়ণ সেই দিনই তথা হইতে গঙ্গাপার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ কোন একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রী-দিগের আশ্রয়ের যে ঘর ছিল তাহাতে বিশ্রাম করিবার মানসে যাইয়া বসিলেন। তখন বৈকাল বেলায় ছুটির পর সন্নি-কটস্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগের ছুটী হওয়ায় তাহারা সেই স্থান হইয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই ঘরের ভিতর শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইল এবং কোন মৃত মনুষ্য ভূত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে এই রূপ ভাবিয়া সকলে মিলিয়া শিবনারায়ণকে ঢিল ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া একজন ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। তিনি বালকগণকে ঢিল ছুড়িতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, "দেখুন মহাশয়, মড়া রাখিবার ঘরে কি একটা ভূতের

মত বসিয়া রহিয়াছে, ও ক্ষেপা, না কে ও? ও বেটা আমাদিগকে গালি দিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অন্তর হইতে শিবনারায়ণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুই কে ওখানে বসিয়া রহিয়াছিস্? উত্তর দে!"

শিবনারায়ণ হস্তদ্বারা ইঙ্গিৎ করিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিলেন। তিনি শিবনারায়ণের নিকটে যাওয়াতে শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "বালকগণের কোন দোষ নাই, সকলই পরব্রহ্মের ইচ্ছা। বালকগণের মাতাপিতা তাহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিতেছে তাহারা সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যদ্যপি মাতাপিতা ভদ্র হন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা নিজ সন্তান-গণকে ভদ্রোচিত কার্য্যে উপদেশ করেন এবং তাহার লঙ্ঘন জন্য শাসনও করেন। কিন্তু যাহাদের মাতাপিতা ভদ্র নহে তাহারা কিরূপে ভদ্রোচিত কার্য্যের উপদেশ পাইবে? এবং উপদেশ লঙ্ঘ-নের জন্য কেইবা তাহাদিগকে শাসন করিবে? অতএব এই সকল বালকগণ যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে সেইরূপ আচার ব্যবহার করিয়া বেড়াইতেছে।"

কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অতিশয় বিনীত গদ্ গদ্ ভাবে শিব-নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। পরে বালকদিগকে মারিতে উদ্যত হইয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "তোরা গ্রামের সর্ব্বনাশ করিলি, এমন মহাতেজা মহাত্মার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলি। উনি যদ্যপি কোপ দৃষ্টি করেন তবে কি আর গ্রামের রক্ষা আছে?" এই কথা বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে শিবনারায়ণের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা

করুন, আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র গ্রামের ভিতর যাইয়া সকলের নিকট শিবনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, এমন মহাত্মা কখন দেখি নাই, এমন আর কখন হইবেও না। কিন্তু শিবনারায়ণ ইহা বুঝিতে পারিয়া বহু-লোকের সমাগম পরিত্যাগ মানসে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে কোন একটী বৃক্ষতলে বসিলেন। সেখান রাত্রি যাপন করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে কোন একজন জমীদারের চাকরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি মনুষ্য"।

চাকর জিজ্ঞাসা করিল, "তুই চাকরি করিবি ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন "হাঁ, করিব, কি চাকরি ?"

চাকর বলিল "ঘোড়ারসহিসী। ঘাস ছিলিতে হইবেক, মাসে ছয় টাকা মাহিয়ানা পাইবি।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার মাহিয়ানার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি আমাকে বাবুর নিকট লইয়া চল, কেবল খাওয়া পরা দিলেই আমি চাকর থাকিব।" তখন শিবনারায়ণ এই মনে করিয়াছিলেন যে, ইহারত এই রকম বুদ্ধি দেখিতেছি, ইহার মনীবের কি প্রকার বুদ্ধি একবার দেখা যাউক।

সে ব্যক্তি শিবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া নিজ মনীবের নিকট উপস্থিত হইল। এবং বাটী প্রবেশ করিয়া শিবনারায়ণকে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া দোতালা বৈঠকখানায় মনীবকে সংবাদ দিতে উঠিল। কিন্তু শিবনারায়ণ তাহার আদেশ মান্য না করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে একেবারে বৈঠকখানায় বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সে ব্যক্তি শিবনারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে

বসিতে দিলেন। তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে, কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল যে, একটা কদর্য্য পাগল আসিয়া উপস্থিত হইল ইহাকে বসিতে আসন দেওয়া কেন। কেহ বা বলিতে লাগিল, "বোধ হয় কোন সাধু মহাত্মা হইবেন।"

কেহ কেহ উক্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, ইহাকে যে শশব্যস্ত হইয়া আসন প্রদান করিলেন, এ ব্যক্তি কে?" বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা নিজ নিজ কার্য্যে মন দেও। সম্মুখে দেখিতে পাইতেছ যে হস্তপদবিশিষ্ট একজন মনুষ্য। তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার বিষয় কি আছে।"

পরে বাবু শিবনারায়ণকে আহার করাইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আহারের কিরূপ ব্যবস্থা হইবেক? আপনি ত সকলই জানেন এবং দেখিতে পাইতেছেন যে, আমরা মৎস্য মাংসাহারী বাঙ্গালী। আপনি মৎস্য মাংস আহার করেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার আহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই। আপনারা যাহা আহার করিবেন আমিও তাহাই আহার করিব।"

কিছুক্ষণ পরে বাবু ঈশ্বর সম্বন্ধে শিবনারায়ণকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং শিবনারায়ণ যথারীতি সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তমরূপে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া সেখানকার সকল লোক স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং কিছুক্ষণ পরে বাবুকে কহিল, "মহাশয়, আপনার চাকর খুজিয়া খুজিয়া উত্তম সহীসজী আনিয়াছে।"

বাবু উত্তর কহিলেন, আমার চাকর যে কার্য্য করিয়াছে সে পারিতোষিক পাইবার যোগ্য।

শিবনারায়ণ আহারান্তে গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করি-

লেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ৺রাণী রাসমণীর কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে কালীবাটীর ভিতর একটী বৃক্ষের নীচে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। যখন শিবনারায়ণ সেই ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন ঐ কালীবাটীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে? তোর কি জাত? তোর বাড়ী কোথায়? তোর নাম কি? তুই কোথা হইতে আসিতেছিস?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, আমি মনুষ্য তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ। আমি মায়াপুরী হইতে আসিতেছি, সত্যপুরী আমার বাটী. মিথ্যা আমার নাম, আমার জাতি অদ্বৈত।

অধ্যক্ষ বলিলেন, এ বেটা এ কি বলিতেছে? তুই কি? কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছিস?

শিবনারায়ণ বলিলেন, এ সমস্ত শাস্ত্র পড়িবার কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি?

অধ্যক্ষ বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক আছে। তুই গৃহস্থ না সাধু?

শিবনারায়ণ বলিলেন, গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে? তাহাদের স্বরূপ কি? তাহারা কোথায় থাকে তাহা আমাকে বলিয়া দাও।

অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, তুই সাধু দেখিতে পাইতেছিস্ না?

শিবনারায়ণ বলিলেন, সম্মুখে ত একটী জটাধারী মনুষ্য দেখিতেছি। উহার মধ্যে কি বস্তু রহিয়াছে যাহাকে সাধু বলিতেছ? যাহা এ সংসারে সকল মনুষ্যেতে রহিয়াছে তাহাই উহাতে রহিয়াছে তবে উহাকে কি জন্য সাধু বলিতেছ?

তখন সেই ব্রহ্মচারী অতিশয় রাগ করিয়া ঐ অধ্যক্ষকে বলিলেন, এ বেটা ক্ষেপার মত কি বলিতেছে বুঝা যায় না। ইহাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট ধরিয়া লইয়া যাও। তিনি ইহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিবেন যে এ ব্যক্তি কি রকমের লোক। তদনুসারে অধ্যক্ষ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট লইয়া গেলেন। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন; রামকৃষ্ণ পরমহংস ক্ষণেক কালের জন্য শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং শিবনারায়ণও তদ্রূপ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে পর রামকৃষ্ণ পরমহংস শিবনারায়ণকে বসিতে না বলায় উক্ত অধ্যক্ষ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া (অবশ্য যেখানে আগন্তুক ভদ্রলোকের বসিবার জন্য বিছানা পাতা ছিল সে স্থান নহে) শিবনারায়ণকে বলিলেন, ঐখানে বোস্।

তখন রামকৃষ্ণ শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সাধু না গৃহস্থ? কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছ? যদ্যপি সাধু হও, কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু? এবং যদ্যপি গৃহস্থ হও তবে কোন্ জাতি?

তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি কি জানেন না আমি এবং আপনি কোন্ জাতি? কোন্ দিক হইতে আসিয়াছি? এবং আমরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, এবং গৃহস্থ কি সাধু। স্বরূপ চক্ষে কি কখন গৃহস্থ এবং সাধু দেখিয়াছেন? গৃহস্থ পক্ষে ব্যবহার কার্য্যের রীতিতে অসংখ্য সম্প্রদায় কল্পনা করা আছে কিন্তু সাধু, যিনি সত্য-উদ্দেশী, তাঁহার সম্প্রদায় এবং জাতি কি?

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন, তাহা সত্য বটে; কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে সকলই আছে এবং বলিতেও হইবেক। ইহাতে শিবনারায়ণ

বলিলেন, যে ব্যক্তি কল্পিত বস্তুতে মগ্ন আছে তাহাকে অবশ্যই বলিতে হইবেক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা হইতে অতীত রহিয়াছেন তিনি কেন উহার অনুসন্ধান করিবেন ?

ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন, যদ্যপি কল্পনার অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে তবেত তাহার পক্ষে এ কথার ব্যবস্থা।

শিবনারায়ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি একাল পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হয় নাই ? যে ব্যক্তি সত্যের উদ্দেশে সত্যপথে চলিতেছেন তাহার পক্ষে অবশ্য সত্য ভাসমান হইবেক এবং যে ব্যক্তি কল্পনায় অর্থাৎ মায়ায় মগ্ন রহিয়াছেন তাহার পক্ষে অবশ্যই কল্পনা ভাসমান হইবেক।

ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পক্ষে কি সত্য ভাসমান হইয়াছেন ?

শিবনারায়ণ কহিলেন, আমার প্রতি ভাসমান হইয়াছেন কি না হইয়াছেন তাহা আমি কি বলিব ? এবং কোন্ স্বরূপ হইয়া কোন্ স্বরূপের ভাসমান স্বীকার করিব ?

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন, আপনি কি পরমহংস সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন ?

শিবনারায়ণ কহিলেন, পরমহংস ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ কি ?

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন, যিনি সত্যকে ধারণ করিয়াছেন সেই অবস্থার ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী বলা হয়, এবং সত্য বাক্য বলা তাহাই সেই ধর্ম্মের স্বরূপ, এবং সত্য অসত্য ভাবের লয় হইয়া কেবল সত্যই যাহার অন্তরে সদা পরিপূর্ণ থাকেন সেই অবস্থার ব্যক্তিকে পরমহংস বলা হয়।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যদ্যপি আপনি ঐ অবস্থার ভাবের

ভাবী হন তবে আর এই সকল মায়া প্রপঞ্চ জিজ্ঞাসার কোন আব-শ্যক নাই। যাঁহার অন্তরে এ ভাব প্রকাশমান হইয়াছে তিনি কখনই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রপাঠ করিয়া কেবল মাত্র আপনার প্রতি উক্ত প্রকার অবস্থা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে সে অবশ্যই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কারণ তাহার ত অন্তরে এ অবস্থা নাই।

তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ আমি কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠ করিয়া বসিয়া আছি এজন্য তোমাকে এসকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? তুমি কি আমাকে জ্ঞান দিতেছ?

শিবনারায়ণ বলিলেন, "যেরূপ ভাবে আপনি কথা কহিতেছেন তাহাতে সকলই বুঝা যাইতেছে—যেমন দূর হইতে ধূম দেখিয়া অগ্নি বুঝিতে পারা যায়।" এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া অধ্যক্ষ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এ বেটা আমার পরমহংসকে জ্ঞান দিতে আসিয়াছে, বেটাকে ধরিয়া বলিদান দেরে!"

পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার আহারের কিরূপ ব্যবস্থা? মৎস্য মাংস খাও, কি নিরামিষ খাও?

শিবনারায়ণ বলিলেন, নিরামিষ খাই, কিন্তু আপনার যাহা বিবেচনা হয় দিবেন।

তাহাতে শিবনারায়ণের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইল। আহারের সময় অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন এবং শিবনারায়ণকে অধিক আহার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত গালাগালি দিতে লাগিলেন। শিবনারায়ণ আহারান্তে কালীবাটীর বাহিরে কোন একটী গৃহে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের ইচ্ছা হইল আর একবার শিবনারায়ণের সহিত কথা কহিবেন।

অপর কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলেন যে, "ঐ পাগলের মত লোক-টাকে লইয়া আইস।" তাহাতে দুই তিন জন যাইয়া শিবনারয়ণকে ডাকিল।

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি এক্ষণে আর কোথাও যাইব না"। ইহাতে তাহারা শিবনারয়ণকে নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্নের লোভ দেখাইতে লাগিল। তাহাতেও শিবনারায়ণ উঠিতে স্বীকার পাইলেন না, দেখিয়া তাহারা রাগ করিয়া বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য পরস্পর বলিতে লাগিল যে, "ধর রে ধর, বেটাকে পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া চল। না হয় এইখানে বেটাকে চেলা কাঠের দ্বারা আচ্ছা করিয়া মারিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া দে।" কিন্তু দৈব-প্রসন্নতা-হেতু তাহারা ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াই চলিয়া গেল। শিবনারায়ণের প্রতি কোনও প্রকার অপ-কার কার্য্যে পরিণত হইল না।

পরদিন প্রাতে শিবনারায়ণ তথা হইতে বাহির হইয়া কালীঘাটে কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। শিবনারায়ণ কালীবাটীর নাটবাঙ্গলার একপার্শ্বে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি একপ্রহর গত হইলে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের অনেক লোক শিবনারায়ণকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "তুই এখানে আর কেন বসিয়া রহিয়াছিস্? এখান হইতে বাহির হইয়া যা।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, এই রাত্রি আমি এখানে থাকিব।

সে বলিল, এখানে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই।

শিবনারায়ণ কহিলেন, কাহার হুকুম?

সে বলিল, কালীমাতার আজ্ঞা আছে এবং কোম্পানীরও এইরূপ হুকুম যে রাত্রিকালে এখানে কেহই থাকিতে পাইবে না।

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য এ প্রকার হুকুম?

সে বলিল, কালীমাতার অলঙ্কার চুরি হওয়াতে এইরূপ হুকুম জারি হইয়াছে।

তখন শিবনারায়ণ কহিলেন, কালীমাতার গহনা? কালীমাতা গহনা পরেন? যেমন সকল স্ত্রীলোকে গহনা পরিয়া থাকে সেইরূপ কালীমাতা ও কি গহনা পরেন? যেমন সকল স্ত্রীলোকে দুর্ব্বলা বলিয়া আপন আপন গহনা রক্ষা করিতে অক্ষম কালীমাতাও কি সেইরূপ আপন গহনা গুলিন রক্ষা করিতে অক্ষম? তবে কেমন করিয়া তিনি জগৎ সংসারকে রক্ষা করিবেন?

সে বলিল, তুই কি কালীমাকে চিনিস্? তুই কি এখানে কালী মাকে দেখিস্ নাই?

শিবনারায়ণ কহিলেন, তোমরা যদ্যপি কালীমাকে চিনিতে তবে কেন তোমাদের এত দুর্দ্দশা হইতেছে? এখানে আমি সকল বস্তুই দেখিয়াছি তোমরা কাহাকে কালীমা বলিয়া পরিচয় দিতেছ আমাকে বল। যাহা দেখিলাম তাহা ত ইট শুরকি চুণ দিয়া একটী পীড়ি বাঁধা ইহার উপর লোহা পাথর ও সোণার জিহ্বা রহিয়াছে— ইহার মধ্যে কোনটী কালীমা? যদ্যপি বল উহার ভিতরে কালীমা আছেন। তাহা হইলে তিনি নিরাকার না সাকাররূপে উহার মধ্যে আছেন? যদ্যপি নিরাকার হন তাহা হইলে বাহ্য চক্ষে দেখা যাইবেন না এবং সর্ব্বত্রই বিরাজমান থাকিবেন। আর যদ্যপি সাকার হন তবে অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবেন। তবে উহার মধ্যে তিনি কিরূপ ভাবে আছেন? তোমরা প্রকৃত কালীমাকে চিনিতে চেষ্টা কর আর ভ্রমে ডুবিও না। সম্মুখে একবার চক্ষু চাহিয়া দেখ দেখি! প্রত্যক্ষ কালীমাতা দিন রাত্রি জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি একেবারে রাগান্ধ হইয়া শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিতে দিতে কালীবাটীর বাহিরে লইয়া গেল।

তখন শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন যে, ইহাদের দোষ কি? ইহারা যেমন কাঠ ও পাথরকে যত্ন করিয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করে সেইরূপ কাঠ পাথরের ন্যায় ইহাদের বুদ্ধি হইয়াছে। ইহারা কাষ্ঠ ও প্রস্তরকে দেবতা বলিয়া মন্দিরে রাখিয়া পূজা করিতেছে আর চেতনপদার্থ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ শিবকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে।

শিবনারায়ণ নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ অনেক ভদ্রলোকের বাটীতে যাইয়া রাত্রিযাপনের জন্য কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করিলেন। একে শীতকাল তাহার উপর আবার দৈব দুর্যোগবশতঃ অত্যন্ত বাদল হইয়াছিল। এ অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেবল মাত্র আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু শিবনারায়ণ যে বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র “দূর হ বেটা, দূর হ বেটা” বলিয়া তাড়াইয়া দিল। অবশেষে শিবনারায়ণ আদ্য গঙ্গার একটী বাঁধা ঘাটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি বর্ষার জলে বসিয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে কালীবাট হইতে যাইবার সময় একজন বাবু একখানি সংবাদ পত্র পড়িয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, “হায়, সমুদয় হিন্দুরাজা মরিয়া গেলেন, এ কি?”

শিবনারায়ণ বলিলেন সত্য শুদ্ধ গুরু আত্মা পিতা মাতা পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে বিমুখ হইলেই এইরূপ অকাল মৃত্যু ঘটে।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া কলিকাতা হইয়া তারকেশ্বরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে সিংহুর নামক গ্রামে সন্ধ্যা হইল। ঐ গ্রামে মল্লিক বাবু নামে এক ঘর ভদ্র কায়স্থ আছেন। তাঁহাদের বাটীতে অতিথি সেবার রীতি আছে। শিবনারায়ণ উপস্থিত হইয়া

তাঁহাদের বাটীর একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীবল্লভ মল্লিক (ইনি মল্লিক বাবুদিগের বাটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে এক জন) আসিয়া শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সম্মুখে জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরমাত্মার দর্শন হেতু নিজ অনিত্য মনুষ্য জীবনের কৃতার্থতা অতি বিনীতভাবে জানাইলেন এবং বাটীর মধ্যে উত্তমস্থানে অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহার অন্তরে প্রকৃত ভক্তি দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

শ্রীবল্লভ বাবু শিবনারায়ণ সেকাল পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন জানিয়া সাদরে তাঁহাকে আহার করাইলেন। পরে রাত্রি কালে আহারাদিশেষ হইলে যখন শিবনারায়ণ নির্জ্জনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীবল্লভ বাবু পরমার্থ প্রসঙ্গে ভক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মানসে শিবনারায়ণের সম্মুখে আসিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে সমাদর করিয়া আপনার নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন। শ্রীবল্লভ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় শিবনারায়ণ এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে এ সংসারে অপর কাহারও সহিত আলাপ করিয়া সেরূপ সন্তুষ্ট হন নাই। কারণ কি যে, উনি পরমার্থপ্রসঙ্গে ইষ্টপক্ষের উপাসনার কথা পশ্চাৎ রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে আন্তরিক প্রকৃত ভক্তিও কাতরতার সহিত এই জগৎ সংসারের দুঃখের পরিচয় দিয়া ইহার মঙ্গলবিধানের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। জগৎ সংসারের দুঃখে তাহাকে প্রকৃতরূপে কাতর দেখিয়া শিবনারায়ণ বারম্বার ধন্য ধন্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "অন্তর্যামী পরমাত্মা ধন্য, যে তিনি তোমার মনে এরূপ দুর্লভ সাধুভাবের উদয় করিয়াছেন। কিন্তু কি করিব, বাবা, যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে

তাহাতে বোধ হয় আরও কিছুদিন এ জগতের দুঃখভোগ আছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। যখন পুনরায় পশ্চিম হইয়া এদিকে আসিব তখন সকল কথা সবিশেষ বলিব।"

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া শিবনারায়ণ ক্রমে ক্রমে অযোধ্যাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাজা রামচন্দ্রের জন্মস্থান দেখিতে গিয়া দেখিলেন যে, মুসলমান বাদসাহ হিন্দুদেবতা রামচন্দ্র মূর্ত্তি উঠাইয়া দিয়া মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে শুনিলেন যে, হিন্দুগণ পুনশ্চ আর একটী নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া তথায় রাজা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শিবনারায়ণ যাইয়া সেই মন্দিরের একপার্শ্বে বসিবার কিছুক্ষণ পরে রাজা রামচন্দ্রজীউর ভোগ হইয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইল। এমন সময় একজন সাধু আসিয়া যেমন ঐ মন্দিরের দ্বার খুলিলেন অমনি সেখানকার শ্রীবৈষ্ণব বাবাজীগণ তাহাকে নানা প্রকার গালাগালি দিয়া লাঠি লইয়া সজোরে প্রহার করিতে লাগিল। সাধু এই গুরুতর দুঃসহ উপদ্রবে কাতর না হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

শিবনারায়ণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অতি কাতর অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন যে, হিন্দুগণের একি বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে। যাঁহার উদ্দেশে ভোগ দিতেছে তিনি স্বয়ং চেতন বনবাস হইতে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা করিতে শশব্যস্ত হইল। হায়, হায়! হিন্দুগণের প্রতি অন্তর্যামী পরমাত্মার একি বিড়ম্বনা! যে হিন্দুগণ সদা চেতন উপাসনায় অতি প্রবল তেজস্বী চেতন ছিলেন তাঁহাদের সন্তানগণ এক্ষণে জড়োপাসনা করিয়া একেবারে জড় হইয়া পড়িয়াছে। আত্মহারা হইয়া সর্ব্বদা হাহাকার করিতেছে; আত্মপর বিবেচনা শূন্য

হইয়া বিবাদ কলহ মারামারি করিয়া দিনপাত করিতেছে। শান্তির লেশমাত্রও নাই।

সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে শিবনারায়ণ উত্তরাখণ্ডে চলিয়া গেলেন। সেখানে নানা অরণ্য, পর্ব্বত প্রান্তর পরিভ্রণ করিয়া পুনশ্চ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। বঙ্গদেশে নানা গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় সিংহুর গ্রামে উক্ত মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীবল্লভ মল্লিককে দর্শন দিলেন। শ্রীবল্লভবাবু বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক শিবনারায়ণকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে প্রার্থনা করায় তিনি আর ঐ স্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দয়ার্দ্র হইয়া তিনি একান্তে একটী সামান্য পর্ণকুঠীর নির্ম্মাণের জন্য আদেশ করিলেন। এবং সেই কুটীরে কয়েক দিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া শ্রীবল্লভবাবু ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে জগৎ সংসারের হিতকারী ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শিবনারায়ণ ক্ষণকালের জন্য গম্ভীর ভাবে মৌন থাকিয়া "পরম কল্যাণ গীতা" নামক গ্রন্থ রচনায় স্বাকৃত হইয়া বলিলেন যে, "এসংসারের দুঃখ মোচন বিধান অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রেরণায় আমি বলিতেছি তুমি লিখিয়া এই বিধান সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া দাও।" কিন্তু নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থ রচনার কার্য্যে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল এবং শিবনারায়ণকে আড়াই বৎসর কাল সিংহুরে বাস করিতে হইল।

সিংহুরে অবস্থিতিকালে পেনসন্‌ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ মল্লিক মহাশয়ও বিশেষ যত্ন ও ভক্তি পূর্ব্বক শিবনারায়ণের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতার প্রধান আদালতের মোক্তার লালা মুরলীধর বাবু তারকেশ্বরে শিবনারায়ণের সম্বাদ পাইয়া সিংহুরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। সেখানে

"পরম কল্যাণ গীতা"র যে অংশ লিখা হইয়াছিল তাহা শুনিয়া গ্রন্থখানি হিন্দিভাষায় প্রচার করিবার জন্য মুরলীধর বাবুর বিশেষ আগ্রহ জন্মে। সিংছরে হিন্দি অনুবাদ করিবার জন্য উপযুক্ত লোক না থাকায় মুরলীধর বাবু নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া শিবনারায়ণকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। এবং সেথানেও হিন্দি লেখকের সুবিধা না হওয়ায় শিবনারায়ণকে নিজের দেশে লইয়া চলিলেন। পথে মোকামা ইষ্টেসনে সেথানকার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শীতলপ্রসাদ সিংহ মহাশয় ঘটনাক্রমে শিবনারায়ণের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিজ ব্যয়ে হিন্দিগ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া ছাপাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিবনারায়ণ অল্প বয়স্ক জমীদার সন্তানের সৎবিষয়ে এরূপ আগ্রহ দেখিয়া ধন্য! ধন্য! বলিতে লাগিলেন।

হিন্দিগ্রন্থ অল্প কাল মধ্যে প্রচারিত হইল। পরে "ইণ্ডিয়ান-মিরার" নামক বিখ্যাত ইংরেজি প্রাত্যহিক সম্বাদ পত্রিকার দেশ হিতৈষী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও সুশ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সাহায্যে "পরম কল্যাণ গীতা" বাঙ্গালা ভাষাতেও প্রচারিত হইল। এতাবৎ কাল শিবনারায়ণ কয়েকজন ভক্ত ব্যক্তির অনুরোধে জগতের কল্যাণের জন্য কলিকাতায় কিছুকাল বিরাজ করিয়া বহু সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিকে সদুপদেশ আদি দান করিয়া চরিতার্থ করেন।

এই সময়ে একদিন একজন ভক্তিবান ব্যক্তি শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন,

"হে গুরুদেব! আপনি যে বাল্যকালে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুর উপাসনার জন্য ওঁকার প্রণব জপ করিতেন এবং সূর্য্য-নারায়ণ ও চন্দ্রমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন আর অগ্নিরন্ধ্রে আহুতি দিতেন ইহাতে কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন?"

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, ইহাতে এই ফল পাইয়াছি যে, উক্ত প্রকার উপাসনাদি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রোক্ত পাপ পুণ্য ইত্যাদি নানা প্রকার আশঙ্কায় মনোকষ্ট হইত। কিন্তু যে দিন হইতে উক্ত প্রকার উপাসনাদি শুভ কর্ম্ম সকল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই দিন হইতে বল বুদ্ধি ও তেজ অন্তরে বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে নির্ভয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। পরে একদিন সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ভিতর বাহির জ্যোতিম্ময় ভাসমান হই-লেন অর্থাৎ আপনাকে এবং আমাকে এক স্বরূপ দেখাইলেন। তখন দেখিতে পাইলাম যে আমিই নির্গুণ নিরাকাররূপে এবং সগুণ সাকাররূপে চরাচর সহিত বিস্তার আছি। আমা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয়, কেহই নাই, কেহ হন নাই, হইবেন না, হইতে পারেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। এ সংসারের সমস্ত উপাধিই আমার। অথচ কোন উপাধিই আমার নহে।

পরিশিষ্ট।

[ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিবনারায়ণ এরূপ অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন যাহা মূল গ্রন্থে সন্নিবেসিত হয় নাই। সেইরূপ উপদেশ ও অপর দুই একটা বৃত্তান্ত এই স্থানে সংগৃহীত হইল।]

মনুষ্যগণ! সৎস্বরূপ অর্থাৎ সৎভাবকে গ্রহণ করিবেন।

সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখিবেন এবং বিচার পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য গম্ভীর ও শান্তরূপে সমাধা করিবেন যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারেন। কোন কার্য্যে আলস্য করিবেন না। যে কার্য্যে অলস্য করা যায় সে কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। সকল কার্য্যেতে তীক্ষ্ণ থাকিতে হয়, ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, ও পরোপকারে রত থাকিতে হয়। যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, এইরূপ বিচার পূর্ব্বক, যে যে ধাতু দ্বারা যে যে কার্য্য করিলে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, সেই সেই ধাতুদ্বারা সেই সেই কার্য্য করিবেন, ও যে যে ধাতুদ্বারা যে যে কার্য্য করিলে পরমার্থিক বিষয়ের উন্নতি হয়, সেইরূপ বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয়। যেমন অন্ন, জল সেবন করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে হয়, সেইরূপ পরমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেও তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গ করিতে হয়; অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুরে সঙ্গ করিয়া উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া আনন্দ রূপ থাকিবেন। বার-ম্বার বিচার করিবেন যে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ আত্মা গুরুর স্বরূপ কি? আমি নিজে কি স্বরূপ হইয়া তাঁহার কোন্ স্বরূপের ধ্যান ধারণা ও উপাসনা করিব?

যাহাতে পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারি। আমি এতদিন কোথায় ছিলাম ও কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় আমাকে যাইতে হইবে, এবং আমার কি করা কর্ত্তব্য কি কার্য্য করিলে ব্যবহারিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, ও কি কার্য্য করিলে পারমার্থিক কার্য্য সিদ্ধ হয়। এইরূপ বিচার পূর্ব্বক যে কার্য্য করিলে তোমার স্থূল শরীরের ব্যাধি ও বিকৃতি না জন্মায় ও কোন বিষয়ে পরিবার বর্গের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না হয় এবং আপনাকে ও অপরকে অনর্থক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট না দেওয়া হয়, ইত্যাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করাই ব্যবহারিক কার্য্য জানিবেন। এবং পরমার্থিক বিষয়ে যাহাতে নিজে মন কোন বিষয়ে ভীত বিকৃত বা চঞ্চল না হয় গম্ভীর ভাবে সৎ ও অসতের বিচার পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে সত্যকে ধারণা করিবেন, অর্থাৎ সত্য যিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা আত্মা তাঁহাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখিবেন তাহা হইলে পরমানন্দে নির্ভয়ে থাকিবেন, ইহাই পরমার্থিক কার্য্য জানিবেন। আর ইহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে নানা পদার্থে চিত্ত চঞ্চল ও আসক্ত হয় কেন? ইহার কারণ এই যে অসৎ পদার্থ সৎরূপে মনের নিকট প্রতীয়মান হয় এই জন্য চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে ও আসক্তি জন্মে। যখন অসৎ পদার্থ অসৎ বোধ হইয়া সৎবস্তুতে নিষ্ঠা হয়, তখন সহজে মনের চঞ্চলতা দূর হইয়া শান্তির উদয় হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানা প্রকার অসৎ পদার্থ রমনীয় ও সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং চিত্ত স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থা ভঙ্গ হইয়া যখন জাগ্রত অবস্থা হয়, সেই সময়ে স্বপ্নাবস্থার পদার্থে আর আসক্তি থাকে না। সেইরূপ এই অজ্ঞানরূপী স্বপ্নাবস্থাতে জগতের নানা প্রকার পদার্থ রমনীয় বোধ হইতেছে

ও সেই সেই বস্তুতে আসক্তি জন্মাইতেছে ও সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু যখন এই সমস্ত অসৎ বস্তু অসৎ বলিয়া বোধ হইবে ও সত্যতে নিষ্ঠা হইবে অর্থাৎ যখন অজ্ঞানরূপী স্বপ্নাবস্থা লয় হইয়া জ্ঞানরূপী জাগ্রত অবস্থা হইবে তখন আর এই সমস্ত নানা রমণীয় পদার্থে মন চঞ্চল ও আকৃষ্ট হইবে না। প্রত্যক্ষ দেখ ইহ জগতে যাহা কিছু রমণীয় বস্তু আছে সমস্তই নশ্বর। অর্থাৎ হীরা, মুক্তা, জহর সোণা, রূপা, তামা, শাল, দোশালা প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র স্থূলশরীর, ঘর, বাড়ী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি যাবদীয় পদার্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করিয়া লইয়া আকাশে মিশাইয়া যান, যদি ঐ সমস্ত দ্রব্য সত্য ও অবিনশ্বর হইত তাহা হইলে উহারা কখনই অগ্নিতে ভস্ম হইয়া আকাশে মিলাইয়া যাইত না। এবং নানা প্রকার সুস্বাদু আহারীয় দ্রব্য যাহা তোমরা প্রতিদিন আহার করিয়া থাক, তাহা প্রত্যক্ষ দেখ কয়েক ঘণ্টা পরে মলরূপে নির্গত হইয়া মাটীতে মিশাইয়া যাইতেছে। যদি ঐ নানা প্রকার পদার্থ সত্য হইত তাহা হইলে মাটী হইয়া যাইবে কেন? এই সমস্ত বস্তু মিথ্যা বটে কিন্তু যাবৎকাল তোমরা রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ স্থূল শরীরে সাকার জ্যোতীরূপে থাকিবে তাবৎকাল তোমাদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন আবশ্যক, এবং লজ্জা নিবারণের জন্য একখানি বস্ত্রও আবশ্যক, অতএব অর্থ না হইলে গৃহস্থ ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইহার জন্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে (যাহাতে কোন রূপে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট না হয়) ও সর্ব্বদা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠা রাখিবে। এইরূপ উভয় ভাবে থাকিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে হয়। এবং নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মেও সাকার ত্রিগুণাত্মা শব্দ ব্রহ্মে

কোন ভেদাভেদ মনে করিবেন না। কারণ ভেদাভেদ দ্বারা কখনই মনের শান্তি হইবে না, উভয়কে একই স্বরূপ আপনার আত্মা গুরু মাতা পিতা এই ভাবগ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহা হইলেই পরমানন্দে আনন্দস্বরূপ থাকিবেন মনের কোন অশান্তি উপস্থিত হইবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

সৎশব্দ অর্থাৎ সৎভাবকে গ্রহণ করিবার বিষয়।

অদ্বৈত পরমেশ্বর সম্বন্ধের কথা শিবনারায়ণের মুখে শুনিয়া এক মহান পণ্ডিত বলিলেন যে, মহারাজ আপনি বলিতেছেন যে ঈশ্বরের অংশ জীব, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ মাত্র, কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রে এইরূপ লিখা আছে যে, ঈশ্বর স্বতন্ত্র পৃথক এক পদার্থ, এবং জীব স্বতন্ত্র এক পৃথক পদার্থ, এবং প্রকৃতি এক পৃথক পদার্থ। তিনটিই কারণ পৃথক পৃথক পদার্থ, আদিতেও তিনটিই অনাদি কারণ পৃথক থাকেন; এবং অন্তেও তিনটি কারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকিবেন—কোন মতে এক হইতে পারে না, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর মিলিয়া অভেদ হইয়া এক হইতে পারেন না। ঈশ্বর পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী ও অন্তর্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান। আর জীবও প্রকৃতি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র পদার্থ। ঈশ্বর নিরাকার নির্গুণ, এবং সাকার যাবদীয় পদার্থ প্রকৃতি ও জড়।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে পণ্ডিত, শাস্ত্রে এই তিন বিষয়ের পৃথকভাব লেখা আছে। তাহার কারণ এই যে, যাহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় নাই, যাহাদের অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর অদ্বৈতরূপে উপাসনা করিবার সামর্থ জন্মে

নাই অর্থাৎ যাহারা ভাব গ্রহণ করিতে পারে না—যাহারা অবোধ—তাহারা বলিবে যে, যখন আমিও ব্রহ্ম, তিনিও ব্রহ্ম, তবে কেন তাঁহাকে উপাসনা ভক্তি করিব? যেরূপ কুপুত্র এবং কন্যা আপনার পিতামাতাকে মান্য করে না, বলে যে, আমিও যাহা তিনিও তাহাই (অর্থাৎ রাজাও ত জীব আর আমিও ত জীব) তবে তাঁহাকে কেন মানিব? কিন্তু যখন কোন অপরাধে অপরাধী হয়, তখন শাসন ভয়ে সহজেই রাজাকে মানিতে হয়; তখন আর বলে না যে আমি ও তিনি সমান। এই কারণে অবোধ ব্যক্তিদিগের জন্য শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখান গিয়াছে নতুবা প্রকৃত পক্ষে তিনটী ভিন্ন নহেন। (উদাহরণ।) যেমন জল, মেঘ, ও বরফ, রূপান্তর ও গুণ ক্রিয়া উপাধিভেদে তিনটী নাম পৃথক পৃথক কল্পনা করা গিয়াছে যে জল অনাদি কারণ, ও মেঘ স্বরূপেতে অনাদি কারণ, ও বরফ স্বরূপেতে অনাদি কারণ, অর্থাৎ স্বরূপেতে তিনটী অনাদি কারণ জল স্বরূপ আছে। এবং এই জল, মেঘ, ও বরফ তিনশব্দ ও নাম পরিত্যাগ করিয়া যাহা তাহাই আছে; অর্থাৎ মেঘ ও বরফ গলিয়া যখন স্বরূপেতে মিশ্রিত হয় প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহাই থাকে। এবং উপাধিভেদে যদিও পৃথক পৃথক গুণ ক্রিয়া বোধ হয় তথাপি যাহা স্বরূপেতে তাহাই থাকে। এখানে জল শব্দে ঈশ্বর কারণ স্বরূপ, মেঘশব্দে প্রকৃতি কারণ স্বরূপ, এবং বরফ শব্দে জীব কারণ স্বরূপ বুঝিয়া লইবেন। রূপান্তর ভেদে গুণ, ক্রিয়া, উপাধি হেতু পৃথক পৃথক নাম, রূপ, ও ক্রিয়া বোধ হয় ও মানিতে হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ এক যাহা তাহাই থাকেন। যদ্যপি প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ জগতের কারণ হন তবে কখনই অভেদ হইতে পারেন না। কিন্তু গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখ তাহা হইলে ঈশ্বরকে যে পরিপূর্ণ বলিয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ যদি ইহা সত্য

হয় যে, এই আকাশের মধ্যে ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি তিনটী ভিন্ন পদার্থ আছেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর কি প্রকারে স্বয়ং পূর্ণ এবং অদ্বৈত হইবেন? এরূপে কোন মতেই জীব ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া তিনি পূর্ণ হইতে পারেন না। তাহা হইলে ঈশ্বর ব্যষ্টি ও এক দেশীয় পদার্থ হইবেন, অর্থাৎ গড্ আল্লা, খোদা, ইত্যাদি অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক দেশীয় ব্যষ্টি হইবেন, কোন মতেই পরিপূর্ণ হইবেন না। আর জীবও এক দেশীয় ব্যষ্টি, আর প্রকৃতিও এক দেশীয় ব্যষ্টি, তিনটিই আকাশের মধ্যে ব্যষ্টিরূপে থাকিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনটিকে লইয়াই ঈশ্বর পরিপূর্ণ হন। এবং তুমি যে বলিলে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও তিনি নিরাকার, নির্গুণ, কিন্তু এরূপ হইলে তাহার সর্ব্বশক্তি কোথায় আছে?—আমাকে এইটি দেখাইয়া দাও ও বুঝাইয়া দাও। প্রত্যক্ষ যে দেখাইতেছে সাকার ব্রহ্ম তাঁহাকেত তুমি জড় বলিয়াছ যে, যাবদীয় সাকার পদার্থ প্রকৃতি ও জড়—ইহা ঈশ্বর ও ঈশ্বরের শক্তি নহে। এক্ষণে বিচর করিয়া দেখ যে, যখন পৃথিবী ও পৃথিবী ইত্যাদির শক্তি ঈশ্বরের রূপ ও শক্তি হইল না, জল ও জলের শক্তি ঈশ্বরের হইল না, অগ্নি ও অগ্নির শক্তি ইত্যাদি ঈশ্বরের রূপ ও শক্তি হইল না, বায়ু ও বায়ুর শক্তি ঈশ্বরের হইল না। আকাশে যে শব্দ গুণ আছে তাহাও ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি হইল না। এবং চন্দ্র ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপের তেজ বল, শক্তি, বুদ্ধি, রূপ, জ্ঞান ঈশ্বরের হইল না আর জীব ও জীবের শক্তি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও বিচার এবং জ্ঞান ও বোধা-বোধ ঈশ্বরের হইল না—এইরূপ যখন তৃণ ঘাস হইতে বৃহৎ বৃক্ষ পর্য্যন্ত এবং কীট হইতে হস্তী পর্য্যন্ত, সর্ব্বপ্রাণ রূপ ও শক্তি ইত্যাদি ঈশ্বরের শক্তি হইল না তখন বিচার করিয়া দেখ যে ঈশ্বরের সর্ব্ব-শক্তিমানতা কোথায় রহিল? যখন এই যাবদীয় রূপ ও শক্তি

ইত্যাদি প্রকৃতি জড় ও জীবের, তখন ঈশ্বরের শক্তি কোথায় আছে, আমাকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দাও।

তখন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই সাকার দৃশ্যমান পদার্থ, রূপ ও শক্তি ইত্যাদি যদি ঈশ্বরের না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে আমরা পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান কি প্রকারে বলিতে পারি? কিছুকাল এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন যে, মহারাজ ঈশ্বরের কেবল সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে তিনি ব্যতীত কাহারও সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পণ্ডিত, তাহাহইলে বল, যে ঈশ্বর একদেশীয় ব্যষ্টি। যেরূপ তিনি আছেন সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি করিবারও একটা শক্তি আছে। কিন্তু তাহা হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমানও পূর্ণ নহেন। কেবল একশক্তি মাত্র তাহার আছে—তাহাও নিরাকার নির্গুণ। কিন্তু নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে শক্তি কি প্রকারে হইতে পারে? এবং ইহাও বিচার করিয়া দেখ যে জীবের সৃষ্টি করিবার কত শক্তি আছে। জীব ঘর, দোয়ার, বাজার, হাঁড়া, কলসী, পুত্তলিকা, ছবি, রেল, জাহাজ, বেলুন যন্ত্র ইত্যাদি কত প্রকার বিচিত্র রচনা করিতেছে ও তাহার বিনাশ করিতেছে, তাহার সীমা নাই তবে কি জীবকে সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর বলিতে হইবে? হে পণ্ডিতবর, আপনারা মান অপমান অহংকার ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার শরণাপন্ন হউন, তাহা হইলে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা রস এবং তাঁহার পূর্ণতা ও সর্ব্বশক্তির ভাব সহজে বুঝিতে পারিবেন। দৃশ্যমান সাকার ব্রহ্ম যে দেখিতে পাইতেছ যাহাকে প্রকৃতি জড় ও জীব বল এবং এই সমস্ত রূপ ও নাম, গুণ ও শক্তি ইত্যাদি ঈশ্বরের বলিয়া জানিও অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে জানিও। এবং ভাবিয়া দেখ যে, যদি প্রকৃতি ও জীব ঈশ্বরের অংশ ও

স্বরূপ না হয়, আদি ও অন্তে যদি কখনও এক হইতে না পারে, তাহা হইলে জীবের ঈশ্বর উপাসনার ও প্রেম ভক্তি করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। কারণ ঈশ্বর যখন স্বতন্ত্র ভিন্ন বস্তু, জীব ও প্রকৃতি ভিন্ন বস্তু, তাহা হইলে ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও কোন বিষয়ে কোন সম্পর্ক থাকে না। এখন দেখিতে হইবে যে, তিনটিই যখন কারণ পৃথক হইলেন কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক নাই তবে কেন তাঁহার উপাসনা করিব? যদি আপনার পিতা হন, তাহা হইলে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, পরের পিতার উপর কখন কাহারও শ্রদ্ধা ভক্তি হয় না। পিতা শব্দে ঈশ্বর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ; পুত্র কন্যা শব্দে চরাচর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ। যদি ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অংশ জীব না হইত, তাহা হইলে জীবের স্নেহ প্রেম ভক্তি তাঁহার উপর কেন হয়? এই জন্য হয় যে, জীব ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ এবং ঈশ্বরই কারণ পিতা—এই কারণেই তাঁহাতে জীবের প্রেম ভক্তি হয় এবং জ্ঞান ও মুক্তির ইচ্ছা থাকে এবং ঈশ্বরের জীবের উপর যে কেন দয়া হয়, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর স্বয়ং জানেন যে জীবগণ আমার অংশ আমার আত্মা এবং যাহাতে ইহারা সুখে থাকে তাহাই তিনি চেষ্টা করেন ও জীবকে জ্ঞান প্রদান করিয়া অভেদ করিয়া আপন স্বরূপ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখেন। এবং যাঁহার নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে অর্থাৎ স্বরূপে নিষ্ঠা হইয়াছে তাঁহাকে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা নিরাকার সাকার ব্রহ্মের স্বরূপ ও আপন স্বরূপ ধ্যান ধারণা করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তির জন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে প্রেম ভক্তি করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রথমে নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের কিরূপ ধ্যান ধারণা করিতে পারিবে? কেননা তিনি মন বাণীর অতীত,

ইন্দ্রিয়গণের অগোচর—কিরূপে তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিবে? যে বস্তু কখনও চক্ষে দেখে নাই সে বস্তুকে কি প্রকারে ধ্যানেতে আনিতে পারিবেন। ইহার প্রমাণ এই—যে ব্যক্তি কোনরূপ লাবণ্যবতী রমণীকে কখন দেখে নাই, সে কি প্রকারে মনেতে রমণীর ধারণা করিতে পারিবে? যখন সেই রমণী প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হয়, তখন উভয়ে উভয়ের শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হয়। এইরূপ আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে বুঝিয়া লইতে হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্বরূপ ধারণা করিবার ইচ্ছা করিবে তখন প্রত্যক্ষ সাকার রূপে পরিদৃশ্যমান তেজঃস্বরূপ জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা করিবে অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ তেজোময় জ্যোতিকে পরব্রহ্মের স্বরূপ ও আপন স্বরূপ উভয় এক অখণ্ডরূপ ভাবিয়া ধ্যান ধারণা এবং উপাসনা করিবে—সর্ব্বদা এই জ্যোতিতে প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখিবে। এই চরাচর রাজা প্রজার ইহা কর্ত্তব্য যে যখন প্রাতে ও সায়ংকালে জ্যোতিঃ নিরাকার হইতে সাকার রূপে প্রকাশমান হন তৎকালে প্রেম ভক্তি সহকারে করযোড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবেন উনিই তোমাদিগের আত্মা মাতা পিতা গুরু তোমাদিগের সকল দুঃখ ও দীনতা মোচন করিয়া জ্ঞান প্রদান করিয়া নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে লয় করিয়া অর্থাৎ অভেদ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। তাঁহাকে পূর্ণরূপে উপাসনা করিবে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ পক্ষে জড় শব্দের বিবরণ।

কেহ কেহ বলেন যে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জড়। জড় শব্দে অর্থ দুই প্রকার। এক জড় শব্দে অর্থ কাঠ পাথর ইত্যাদি। এবং

অজ্ঞানকেও জড় কহে। আর অন্য প্রকার অর্থে জড় শব্দ, অচল শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম জ্ঞানরূপ, যিনি বিচলিত হয়েন না অর্থাৎ যিনি অচল, যেমন জড় ভরত। সূর্য্যনারায়ণ ত্রিকালদর্শী অন্তর্য্যামী সদা জ্ঞানস্বরূপ বিরাজমান আছেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব জড় অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে ততক্ষণ সে যেরূপ আপনাকে অজ্ঞানবশতঃ জড় বলিয়া স্বীকার করে অর্থাৎ জীব বলিয়া স্বীকার করে যে, আমি জীব ও ঈশ্বর পরব্রহ্ম অপর একটি পদার্থ এইরূপ ভাবিয়া উপাসনা করে। সেই অবস্থাতে সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বলিয়া তাহার বোধ হয়। এবং যখন বিচার পূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করিয়া জ্ঞান উদয় হয় তখন আপনাকে এবং পরব্রহ্মে অভেদরূপ দেখেন, তখন আপনাকে আর জীব বলিয়া স্বীকার করেন না। সেই অবস্থাতে বলেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। আর সেই অবস্থাতে তাহার প্রতি সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য সচ্চিদানন্দ-রূপে বোধ হন। কিন্তু যতক্ষণ অবধি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চেতন-স্বরূপ না বোধ হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান জড় অবস্থাতে আছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি এই চরাচর জগতকে অন্ধ বলিয়া মনে করে, কিন্তু যাহার চক্ষু আছে সে অন্ধ বলিয়া মনে করে না।

এইরূপে দেখ যে, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যেমন তোমাদিগের মনের জড়তা বুদ্ধি যায় নাই এবং আপনার ও পরব্রহ্মের স্বরূপ বোধ হয় নাই। অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণকে জড় এবং আপনাকে চেতন "অহোমস্মি শিবোঽহং সচ্চিদানন্দোঽহং" বল। কিন্তু গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার পূর্ব্বক আপনাকে দেখ দেখি যে তুমি নিজে জড় কি চেতন। যদি বল যে আমি জড়, তাহা হইলেত জড় রূপে মৃত শরীরের কিছুই বোধ নাই।

আর যদি বল সূক্ষ্ম শরীর আমি চেতন, তাহা হইলে এক অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী চেতন ভিন্ন দ্বিতীয় চেতন নাই। সেই চেতন অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। যদি তুমি নিজে চৈতন্য হইতে, তাহা হইলে সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে কখনই জড় পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে না। কেন না তাঁহার যে গুণ দ্বারা নেত্র দিয়া এই জগতের নানা বিচিত্র অর্থাৎ শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণ, নানা আকার, নানাজাতি এবং নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিচার করিতেছ, তাহা কি জড় গুণ দ্বারা করিতেছ না চেতন গুণের দ্বারা করিতেছ? ইহাই বিচার করিয়া দেখ যে, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপের তেজ ও গুণ দ্বারা তুমি নেত্রদ্বারে সকল বস্তু দেখিতেছ। এবং ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র সমুদায় পাঠ করিয়া তাহার সারভাবার্থ অন্তরে গ্রহণ করিতেছ কি না। যখন একটি পদার্থের সামান্য গুণ দ্বারা চেতিত হইয়া তুমি এই সকল কার্য্য করিতেছ; তখন সেই বস্তু অর্থাৎ চেতনকর্ত্তা কি রূপে জড় হইতে পারেন? দিবসে সেই জ্যোতির্দ্বারা সকল কার্য্য করিতেছ এবং রাত্রিকালেও তাঁহার অংশ স্বরূপ অগ্নি দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। অর্থাৎ দীপ প্রজ্জ্বলিত না করিলে রাত্রে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। জ্যোতিঃ ব্যতীত রাজা, বাদসাহ, পণ্ডিত, ঋষি, মুনি প্রভৃতির কোন কার্য্যই হইতে পারিত না; অন্ধের ন্যায় পথে যাইতে যাইতে কূপে পতিত হইতে হইত। এই নিমিত্ত কহিতেছি যে, তোমরা নানা মত ও পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ পর ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে তোমা-দের জড়তা বুদ্ধি লয় হইয়া চেতন স্বরূপ সদা আনন্দরূপ থাকিবে। বিচার করিয়া দেখ যে, যখন একজন সামান্য বেদিয়া একটি ঝুলির

ভিতর হইতে প্রকাশ্যে বহু লোকের সম্মুখে কত বিচিত্র তামাসা দেখাইয়া পদে পদে ভুলাইতেছে—তোমরা রাজা প্রজা, পণ্ডিত ঋষি মুনি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছ না। তখন ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের লীলারস বিচিত্র সামর্থ কি প্রকারে বুঝিবে যে,তিনি জড় কি চেতন? এবং আপনাকেও বুঝিতে পারিবে না যে নিজে জড় কি চেতন। অন্ধ ব্যক্তি সকলকেই অন্ধ বোধ করে। যাহার কারণ জড় হয় তাহার কার্য্যও জড় হইবে। কিন্তু যাহার কারণ চেতন আছে তাহার কার্য্য চেতনই হয়। যাহার কারন সত্য আছে তাহার কার্য্যও সত্য হয়। এবং যাহার কারণ মিথ্যা আছে তাহার কার্য্যও মিথ্যা হয়, যিনি কারণ পূর্ণ অদ্বৈত এবং চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান আছেন তিনি কার্য্যের সহিতই সদা পূর্ণ চেতন ও অদ্বৈত সর্ব্বশক্তিমান হন। দৃশ্য পদার্থ যদি জড় হয় তাহা হইলে অদ্বৈত শব্দ সিদ্ধ হয় না। কেন না, যদি অদ্বৈত চেতন সিদ্ধ হইল তখন তাহার মধ্যে জড় শব্দ কি প্রকারে হইতে পারে, অদ্বৈত শব্দ একটি মাত্রকে বুঝাইবে। তুমি যখন ক্ষুৎপিপাসায় অচেতন ও ব্যাকুল হও তখন তুমি চেতন হইয়া স্থূল জড় পদার্থ অন্নজল পান ভোজন করিয়া কি প্রকারে সুস্থ ও চেতন হও। যতক্ষণ তোমার নিজের জড় বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ জগতে জড় ও চেতন উভয় বুদ্ধিই প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন নিজের চৈতন্য হইবে তখন দৃশ্যবস্তু প্রভৃতি সকলই চেতন বোধ করিতে থাকিবে। কারণ, যদি সকলেই চেতন না হইবে তাহা হইলে এক অখণ্ড চেতন পরিপূর্ণ অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শ্রুতি কিরূপে হইতে পারে? তোমরা অজ্ঞানরূপ জড় বুদ্ধি দ্বারা সেই পরিপূর্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মে সদসৎ উভয় কল্পনা করিতেছ মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহার স্বরূপে কখনই জড় বা চেতন কিছুই সম্ভব হয় না। ইহা

কেবল ভ্রম মাত্র, ইহাই ইন্দ্রজালবৎ মায়ার কার্য্য। যেমন রজ্জুতে সর্পবোধ হয়। রূপান্তর ভেদে গুণ ক্রিয়া ও উপাধির দ্বারা জড় চেতন উভয় সংজ্ঞা বলা হয়; নচেৎ স্বরূপেতে জড়চেতন শব্দ আদৌ নাই, তিনি যাহা আছেন তাহাই আছেন অর্থাৎ সদাই একরূপ। যেমন তোমার অবস্থা ভেদে অর্থাৎ জাগ্রতে চেতন, ও সুষুপ্তিতে জড় অবস্থা হয় কিন্তু তোমার স্বরূপে ঐ উপাধিদ্বয় থাকে না অর্থাৎ স্বরূপে জড় চেতন থাকে না। সেইরূপ জগতের সমুদায় পদার্থে স্বরূপে জড় চেতন ভাব বুঝিয়া লইবে। যে ব্যক্তির কেবলমাত্র শাস্ত্রের সংস্কার আছে; অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রের সার ভাবার্থ বোধ হয় নাই এবং জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ হয় নাই; অর্থাৎ যাহার স্বরূপ বোধ হয় নাই—সে ব্যক্তি কি রূপ? যেমন অন্ধের হস্তে কোন পদার্থ দিয়া তাহাকে সেইবস্তুর রূপ গুণের কথা যেরূপ কহা যাইবেক তাহার সেইরূপ সংস্কার হইবে। অর্থাৎ যেরূপ তাহাকে বলা যাইবে সেই শব্দমাত্র শুনিয়া বিশ্বাসের উপর তাহাই স্থির করিয়া রাখিবে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহার অন্তরে সে পদার্থের কিছুমাত্র স্বরূপ বোধ হইবে না। কেবল শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার মনে একটা সংস্কার মাত্র হইবে। সেই সংস্কার যেরূপ ভিত্তিহীন সেইরূপ অজ্ঞানী শাস্ত্রব্যাখ্যা শব্দ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্ম সম্বন্ধের সংস্কার ভিত্তিহীন। দ্বৈতবাদীর দ্বৈত সংস্কার অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত সংস্কার, ও চেতনবাদীর চৈতন্য সংস্কার এবং জড়বাদীর জড় সংস্কার সমুদয়ই এইরূপ জানিবেন। তাহাতে সে পদার্থ সেরূপ হউক বা না হউক সে পক্ষে ঐ অন্ধ ব্যক্তির বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জড় চেতনের ভাব বুঝা যায় না। কারণ যে পদার্থের বিষয় সে বিচার করিবে তাহা তাহার দৃষ্টিগোচর নহে। এই

জন্য সে সেই বস্তর যে প্রকার গুণ এবং রূপের বিষয় শুনিবে তাহাই সে ধারণা করিয়া (অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়া) থাকিবে। যথা অন্ধ ব্যক্তিকে যদ্যপি কেহ একটি রক্ত বর্ণের ফুল দিয়া বলে যে, "এই ফুলটি সাদা" তাহা হইলে ঐ অন্ধ ব্যক্তি সেই রক্ত বর্ণের ফুলকে সাদা বলিয়াই মনে নিশ্চয় করিয়া রাখিবে। কারণ তাহার দৃষ্টি শক্তি না থাকায় সে পক্ষে তাহার কোনই উপায়ান্তর নাই; কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা সাদা কি লাল তাহার কিছুই জ্ঞান থাকিবে না তবে সে কেবল সাদা শব্দমাত্র মনে রাখিয়া তাহাকেই দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিবে।

শাস্ত্রের সার ভাবার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের শ্লোকে লিখা আছে যথা—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

এই শ্লোকের অর্থ কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ রচনা করিয়া থাকেন, যে নিগম শব্দে বেদকে বলেন। এবং কল্পতরু বৃক্ষ বেদকেও বলেন, এবং কেহ কেহ এক অপর বৃক্ষ বিশেষের প্রতি নির্দ্দেশ করেন ও সেই বৃক্ষ হইতে ফল সকল গলিত হইয়া পতিত হইতেছে। এই কারণে সেই কল্পবৃক্ষকে ধারণা করিলে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অমৃত তুল্য বাক্য শুকদেব মহাত্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পাঠ করিতে হয়। এবং সর্ব্বরস সংযুক্ত এই যে ভাগবত মুহুর্মুহু শুনিতে হয়। ভুবি ভাবুকা কিনা যিনি এই ভূমণ্ডোলোপরি বাস করেন সেই রসিক জনেরা সর্ব্বদা ভাগবতকে ভাবিবেন।

কিন্তু পাঠকগণ! যে কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অভিধান মতের

াব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ বিষয়ে ভক্তি পক্ষে এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপে যথার্থ ভাব বুঝিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার মনে কোন সংশয় থাকিবে না। এই শ্লোকের সার ভাব গ্রহণ করিলে শ্রীভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্র ইত্যাদি পড়িবার আর আবশ্যক থাকে না। ইহার সার ভাবার্থ এই যে, নিগম শব্দে হরি, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু, যিনি সর্ব্বত্রে পরিপূর্ণ আছেন তিনিই নিগম স্বরূপ, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই কল্পবৃক্ষ রূপে এই জগত স্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে ফল সকল গলিত হইয়া পতিত হইতেছে অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, এই চারি ফল তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিগম পুরুষ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কল্প বৃক্ষ নাই যে জীবগণকে ফল প্রদান করেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষই তোমাদিগকে ফল প্রদানার্থে কল্পবৃক্ষরূপে বিরাজিত আছেন। পাঠকগণ! তোমরা একান্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে অন্তরে ইহাঁকে ধারণা করিলে, এই সকল ফল প্রাপ্ত হইবে। এবং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং কিনা মুখ অর্থাৎ তিনি আনন্দ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, উঁহারই মুখ হইতে এই অমৃত সংযুক্ত যে জ্ঞান তাহা নির্গত হইতেছে। এবং পিবত ভাগবতং অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পান করা, এবং ভাগবত অর্থে কাগজ ও কালীর নাম নহে, অর্থাৎ (ভ) যে সংসার জগত হইতে যিনি উত্তীর্ণ করেন তাঁহার নাম (ভাগবত) এবং রসমালয়ং অর্থাৎ তাঁহাতে বহুরসে সংযুক্ত আছেন, যে রস দ্বারা জীবগণ সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন ও বিচার করিতেছেন, অর্থাৎ দয়া, শীল, সন্তোষ, ধীর, গম্ভীর, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিবেক, নিষ্ঠা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুরস পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতেই আছে। ইহাঁকে বিচার-

পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অন্তরেত ধারণা করিলে এই সমস্ত রস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞান উদয় হইয়া মুক্তস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকা যায়। মুহুরহো রসিকা, কিনা বিবেকী যে রসিক জন তিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু হরিকে মুহুর্মুহু অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্তরে ধারণা করিবেন। তাহা হইলে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু তোমাদের অন্তরে জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া সদা পরমানন্দে মুক্ত স্বরূপ রাখিবেন। এবং 'ভুবি ভাবুকা' কি না পৃথিবী উপরি যে সমস্ত জ্ঞানী ভাবুক ব্যক্তি বাস করেন তাঁহারাই সার ভাবকে গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ সৎ অসতের বিচার করিয়া সার যিনি সৎ বস্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে ধারণা করিবেন।

---

(২)

লৌকিক মহাত্মা।

মোজাফরপুর জেলার অন্তর্গত কোন এক রাজা, এক প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা সুন্দর, হৃষ্ট পুষ্ট মহাত্মাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যত্নের সহিত সেবা করিতেন। ঐ মহাত্মা রাজার নিকট প্রচার করেন যে, তিনি ১২ বৎসরকাল কখন আহারাদি করেন নাই এবং মলমুত্রাদিও কখন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রত্যহ নির্জ্জনে একাকী একটি কুঠরীর মধ্যে দ্বার বন্ধ করিয়া অর্দ্ধমন দুগ্ধের ক্ষীর এবং তদুপোযুক্ত সমস্ত মেওয়া এবং চিনি প্রভৃতি উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল একত্র করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতেন। এবং আহুতির ভস্মাদি স্বয়ং গ্রামের প্রান্তভাগে যাইয়া নির্জ্জনে মাটিতে পুঁতিয়া আসিতেন, বলিতেন যে ঐ ভস্মাদি অন্যে স্পর্শ করিলে অশুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে তাঁহার খ্যাতি তত্রস্থ সমুদায় জনপদে প্রচারিত

হইল! ঐ মহাত্মা সর্ব্বজন পূজিত ও সমাদৃত হইয়া বহু বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে ঐ রাজার অধিকার ভুক্ত কোন এক সুচতুর বুদ্ধিমান জমীদার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে মনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া ইহার কারণ জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। এবং ঐ রাজার নিকট যাইয়া সবিনয়ে অতিধীর এবং নম্রভাবে বলিলেন, মহারাজ! আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা এই যে আমি কিছুদিন এই সর্ব্বজন পূজিত মহাত্মার সেবা করিতে পারি।

তাহাতে রাজা বলিলেন যে, ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, যদ্যপি ঐ মহাত্মা স্বীকার করেন তবে আপনি উহার সেবা করিতে পারেন।

এই কথা শুনিয়া জমীদার ঐমহাত্মার নিকট যাইয়া অতিধীর এবং নম্রভাবে কিছুদিন তাঁহার সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ঐ মহাত্মা বলিলেন যে, ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। তবে রাজা সাহেব যে প্রকারে আমার সেবা করিতেছেন যদ্যপি তদ্রূপ করিতে পার তাহা হইলে আমি যাইতে পারি।

জমীদার বলিলেন, যে আজ্ঞা মহারাজ।

পরে জমীদার মহাত্মাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে একটী স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া ঐ রাজার ন্যায় যত্নের সহিত দুই তিন দিন তাঁহার সেবা করিলেন। পরে চতুর্থ দিবসে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্ষীরের সহিত কুড়ি পঁচিশটা জামাল-গোটা (জয়পাল) উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া আহুতির জন্য মহাত্মাকে দিলেন। এক ঘণ্টা পরে ঘরের ভিতর হইতে পিচকিরির ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিয়া ঐ মহাত্মার সেবার কারণ যে সকল পরিচারক সর্ব্বদা বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিত, তাহারা ঐ জমী

দারের নিকট এই সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল। তাহাতে সেই সুচতুর বুদ্ধিমান্ জমীদার সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ঈষৎ হাসিয়া ঐ মহাত্মার কুটীরের নিকট যাইয়া উচ্চৈশ্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, দ্বার খুলুন! মহারাজ দ্বার খুলুন!

অবশেষে কোন উত্তর না পাইয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া ভিতরে দেখিলেন যে ঐ মহাত্মা ভূপৃষ্ঠে অচেতন হইয়া মৃত শরীরের ন্যায় পড়িয়া অনবরত মল পরিত্যাগ করিতেছেন এবং মলে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। পরে ঐ মহাত্মাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিলেন এবং ঐ মহাত্মা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহাকে ঐ জমীদার বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন যে, মহারাজ! আপনারা যদ্যপি এই প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চে রত থাকেন তাহা হইলে আমরা গৃহস্থ লোকে কি প্রকারে পরমাত্মার সাধন ভজন করিতে শিক্ষা করিব, এবং কি করিয়াই বা তাঁহাতে নিষ্ঠা হইবে। এই প্রকারে গোপন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থূল শরীরে সাকাররূপে থাকিতে হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ রক্ষার্থে ইহাতে অন্ন জল অবশ্য অবশ্য দিতেই হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যখন প্রাণাত্মা নিরাকার হইয়া যাইবেন তখন আর ইহাতে কিছুই দিবার প্রয়োজন থাকে না। যেমন যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদীপে অগ্নির জ্যোতিঃ জ্বলিতে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাতে তৈল সলিতা অবশ্য অবশ্য দিতে হইবে। কিন্তু যখন উহা নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যাইবে তখন আর উহাতে তৈল সলিতা দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা রাখা এবং প্রাণ রক্ষার্থ পরিমান অন্নজল গ্রহন করা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার প্রপঞ্চ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

মহাত্মা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, কি করিব মহারাজ! এ প্রকার প্রপঞ্চ না করিলে রাজা প্রজা কেহই মানা করে না।

জমীদার বলিলেন, মহারাজ, এই বিষয়ে আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আপনি যতদিন ইচ্ছা এইস্থানে আনন্দে বিরাজ করুন আমি আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ সেবা করিব—তাহাতে কোন প্রকার শৈথিল্য বা ব্যতিক্রম হইবে না।

মহাত্মা সেই দিবস তথায় অবস্থান করিয়া লজ্জায় পরদিবস রাত্রে গোপনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে জানা গেল যে প্রত্যহ আহুতি দিবার জন্য যে ক্ষীর প্রস্তুত হইত মহাত্মা তাহাই আহার করিতেন এবং আহুতির ভস্মের উপর মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ঐ ভস্মের সহিত স্বয়ং গ্রামের প্রান্তরে লইয়া পুতিয়া আসিতেন এবং এই জন্য কাহাকেও ভস্মাদি স্পর্শ করিতে দিতেন না

রাজা প্রজা পাঠক বর্গ! তুচ্ছমান ও বৃথা গৌরবের জন্য অথবা কাহারও কুহকে পড়িয়া সৎ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অসৎমার্গ অবলম্বন করা কোনরূপেই উচিত নহে। আপনাদিগের সকল বিষয় বিচার পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য, কোন বিষয় বিনা বিচারে করা কর্ত্তব্য নহে এবং সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভবানীপুরেও একটী এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ভবানীপুর নিবাসী একজন ভদ্রলোক উত্তরাখণ্ড পাহাড় হইতে এক বিখ্যাত মহাত্মাকে আনিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। ঐ মহাত্মা অন্যের হস্তে ভিন্ন আহার করিতেন না, মল মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন না এবং গ্রামের প্রান্তরে পুষ্করিণীতে অথবা স্রোতের জলে স্নান করিতেন। একদা ভবানীপুরের কতকগুলি লোক তাঁহার এই সমস্ত নিয়ম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার ক্রিয়া সকল গোপনে প্রত্যক্ষ করিতে

লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আজ পর্য্যন্ত কোন লোককেই অন্তর্যামী ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে দেখা যায় নাই, এবং শোনাও যায় নাই। কিন্তু এই মহাত্মা কোন্ যোগবলে ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন?"

তাঁহারা সকলে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া মহাত্মাকে বিনয় সহকারে বলিলেন যে, "ভগবন্ আমাদের প্রার্থনা যে আপনি ঘরেই স্নান করেন। আমরা একটী বৃহৎ চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ গঙ্গার জলে তাহা পূর্ণ করিয়া দিব, আপনি এই ঘরেই স্নান করুন।" মহাত্মা কোন মতেই তাহাতে স্বীকার না করায়, ঐ ভদ্রলোকেরা মহাত্মা যেখানে স্নান করেন সেখানে লুকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাত্মা জলে মল ত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা মহাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, গঙ্গায় এরূপ কার্য্য করিতে নাই! তীরে উঠুন।" শুনিয়া মহাত্মা অতিশয় লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইলেন ও কোন উত্তর না করিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঐ ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে স্নানান্তে বাটীতে আনিয়া উত্তমরূপে আহার করাইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনারা সাধু মহাত্মা। আমাদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইলে আপনারা আমাদিগকে অসৎমার্গ হইতে সত্যে প্রবর্ত্তিত করাইবেন। কিন্তু যদ্যপি আপনারা স্বয়ং এই প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চে পড়িয়া অসৎমার্গ অবলম্বন করেন তাহা হইলে আমাদিগের উপায় কি হইবে? দেখুন! এই সংসারে কেহই সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, অন্তর্যামী পরমাত্মার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। আহার করিলে অবশ্যই মল ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে তুচ্ছ মান গৌরবের জন্য প্রপঞ্চ করিয়া আপনি অসৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়া অপরকেও ঐ পথের পথিক করিবার কোনই আবশ্যক নাই।" পরে যে বাবু ঐ মহাত্মার সেবা করিতেন

তিনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ঐ মহাত্মাকে রেলভাড়া দিয়া তাঁহার অভিমত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার প্রপঞ্চী মহাত্মা সাধু নামধারী লোক সকল তুচ্ছমান গৌরবের জন্য বৃথা প্রপঞ্চ করিয়া আপন আপন সম্প্রদায় এবং মান বাড়াইতেছেন এবং লোক সকলকে ভ্রমে ফেলিয়া আপনিও ভ্রমে পড়িয়া রহিয়াছেন। অতএব মিথ্যা ভেকধারী প্রপঞ্চী, সাধু মহাত্মা প্রভৃতির কুহকে না পড়িয়া বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন এবং অন্তরে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতাতে নিষ্ঠা রাখিবেন।

উপসংহার।

বর্ত্তমান গ্রন্থ সমাপ্তির পর এক দিন পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোককে বহুবিধ প্রকারে পূর্ণপর ব্রহ্মের উপাসনা ও জগতের কল্যাণ সম্বন্ধীয় উপদেশ দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন এরূপ সময় গ্রন্থের প্রকাশক তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ—

ভগবন্, কি প্রকার কার্য্য করিলে পরমাত্ম-বিমুখ জীব সকলের কল্যাণ হয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে সৃষ্টি চরাচরের মঙ্গল বিধান হয়—যাহাতে সকলে সমস্ত মল সম্পর্ক বিবর্জ্জিত হইয়া আপন এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে পারে এবং অন্তর্যামী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতাতে নিষ্ঠা রাখিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দ স্বরূপ থাকিতে পারে—কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই মঙ্গলময় উপদেশ দিয়া শান্তি বিধান করুন।

পরম কারুণিক অনাথ-শরণ স্বামীজি তখন প্রসন্ন হইয়া বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—সাধু বৎস! তোমার এই কল্যাণ কর প্রশ্নে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম অতএব যাহাতে সৃষ্টির কল্যাণ হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধু পণ্ডিত, রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলে আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় প্রভৃতি নীচ স্বার্থ-পরতা ও হৃদয়ের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত স্বরূপে, স্থিরভাবে, প্রশান্ত অন্তঃকরণে বিচার পূর্ব্বক সার ভাবার্থ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকে অন্তরে বাহিরে অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে ধারণ করিবে; তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত উপাধি প্রভৃতি মল সম্পর্ক বিবর্জ্জিত হইয়া সদা আপন স্বরূপে পরমানন্দে আনন্দ রূপ থাকিবে। যে প্রকার "জল", "পানি"

প্রভৃতি নামাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া জল পদার্থকে গ্রহণ করিলেই সমস্ত বিবাদ দূর হইয়া যায় সেই প্রকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতার ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণরূপে ধারণ করিলে সমস্ত প্রকার ক্লেশ অন্তর্দ্ধান হয়। যখন যে ভাবে নিরাকার ব্রহ্ম সাকার রূপ হন, তখন ওঁকার স্বরূপ জগৎ রূপে বিস্তার প্রাপ্ত হন। সেই ওঁকার ব্রহ্ম অকার, উকার, মকার অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় বিশিষ্ট হন এবং এই তিন স্বরূপ সাতভাগে বিভক্ত হন। পুনশ্চ এই সাতকেই চব্বিশ অক্ষর ব্রহ্ম গায়ত্রী বলা যায়। এই চব্বিশ অক্ষর হইতে চরাচর বিরাট ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম সমষ্টি শরীর হইয়াছে। এই চব্বিশ অক্ষরকে চব্বিশ তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। সেই ওঁকার স্বরূপ ব্রহ্ম, শাস্ত্রে সাত বস্তু, সাত ধাতু বা সাত দ্রব্য বলিয়া উক্ত আছেন এই সাতকে সপ্তর্ষি, সাত বিভক্তি, অহংকার লইয়া অষ্ট প্রকৃতি ও বেদে চারি পাদ এবং গায়ত্রীতে সপ্ত ব্যাহৃতি কহে। সপ্তব্যাহৃতি যথা—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, এবং সূর্য্যনারায়ণ। পৃথিবীব্রহ্ম হইতে চরাচরের স্থূল শরীর, জলব্রহ্ম হইতে রস রক্তাদি, অগ্নিব্রহ্ম হইতে আহার গ্রহণ এবং পরিপাক, বায়ুব্রহ্ম হইতে শ্বাস প্রশ্বাসাদি, আকাশব্রহ্ম হইতে কর্ণ দ্বারে শব্দ গ্রহণ, চন্দ্রমাজ্যোতিব্র্রহ্ম হইতে বাক্য কথন এবং মন রূপে স্থিতি, এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃব্রহ্ম হইতে নেত্র দ্বারে তেজোরূপে আপন স্বরূপ দর্শন ও সৎ অসতের বিচার করিতেছ এবং সেই জ্যোতির সঙ্গ করিয়া অভেদ হইয়া কারণপরব্রহ্মে স্থিত হইতেছ।

এই যে পৃথক পৃথক সাতটি ব্রহ্মরূপে উক্ত হইল তাহা স্বরূপতঃ এক বলিয়া জানিবে। যে প্রকার তোমার শরীর হস্ত, পদ, নেত্র, মুখ, কর্ণ, নাসিকা রূপে বাহিরে সাত বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু

তুমি সাতটি নহ, ভিতরে বাহিরে তুমি একই পুরুষ বর্ত্তমান আছ, এবং এক এক অঙ্গের দ্বারা তুমি বাহিরে এক এক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। এইরূপে বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ বাহিরে সাত বলিয়া বোধ হইতেছেন, উনি সাতটি নহেন, ভিতরে বাহিরে চরাচরকে লইয়া স্থূল সূক্ষ্ম রূপে পরম চৈতন্যময় উনি একই পুরুষ অনাদি বর্ত্তমান আছেন। এই স্থূল শরীরের মধ্যে যে প্রকার তুমি শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ সমষ্টি চরাচর বিরাট ব্রহ্মে জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা শ্রেষ্ঠ। এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশমান আছেন, এবং এই সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে চরাচর জগৎ স্বরূপ বিস্তার হইয়াছে। এই সূর্য্যনারায়ণ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতেই চরাচর রাজা প্রজা, ঋষি মুনি অবতার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, ইহাতেই বর্ত্তমান আছেন এবং ইহাতেই পরি-সমাপ্তি হইয়া থাকে। যখন এই জ্যোতির্ম্ময়, চৈতন্যময় সূর্য্যনারায়ণ আপন সৃষ্টি সংকোচ করেন তখন এই চরাচরাদি সমস্ত সৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া আপনাতে লয় করিয়া কারণ পরব্রহ্মে কারণ রূপে স্থিত হন। এবং এই কারণ রূপেই জগৎ চরাচরে অনাদি আকাশবৎ সর্ব্বত্র ওতঃ প্রোত ভাবে বর্ত্তমান আছেন, কখন তাঁহার স্বরূপের অন্যথা ভাব হয় না কারণ তিনি সর্ব্বভাবেই অদ্বৈত। বেদাদিতেও লেখা আছে যে বিরাট ব্রহ্মের নেত্র তেজোময় চৈতন্যময় সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম, জ্যোতিঃ-স্বরূপ চন্দ্রমা ব্রহ্ম, তাঁহার মন, অগ্নি ব্রহ্ম, মুখ, বায়ু ব্রহ্ম প্রাণ, আকাশ ব্রহ্ম মস্তক, জল ব্রহ্ম, রস রক্তাদি, পৃথিবী ব্রহ্ম চরণ। এই রূপে চব্বিশ অক্ষর ব্রহ্ম গায়ত্রীভাবেও বুঝিয়া লইবে, এই সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ জগৎ চরাচরের কল্যাণ দাতা, সর্ব্বদুঃখ মোচনকর্ত্তা, জগতের আত্মা গুরু, মাতা পিতা ও আপন স্বরূপ

বলিয়া নিশ্চয় করিয়া জানিবে। এই চৈতন্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যাহারা বিমুখ হয়, তাহারা ব্যবহারিক পরমার্থিক সমস্ত বিষয়ে জড়ীভূত হইয়া থাকে, আপন স্বরূপ জানিতে না পারিয়া যষ্টি ভ্রষ্ট অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাকুলান্তঃকরণে বিচরণ করিতে থাকে। এই পরম চৈতন্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণে আত্মসংযম করিয়া যোগিগণ পরম আনন্দপ্রদ পরম কল্যাণময় শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপন স্বরূপ এবং চৈতন্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের স্বরূপে অভেদ হইয়া, সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, সমস্ত নাম রূপাদি উপাধি রহিত হইয়া কারণ পরব্রহ্মে স্থিত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন; ইহা কেবল নিরপেক্ষ পরিশুদ্ধ চিত্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ যোগিগণ যাঁহারা স্বরূপে বিকাশিত হইয়াছেন তাঁহারাই বিশেষরূপে অবগত আছেন। সুপাত্র পুত্র কন্যা পিতা মাতার নেত্রের সম্মুখে নমস্কার করিলেই তাঁহাদের সমষ্টি শরীরকে নমস্কার হইয়া যায় এবং তাঁহারা অন্তর হইতে তাহা বুঝিতে পারেন। এইরূপে যিনি জগতের পিতা মাতা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট রূপে বিরাজমান আছেন। তাঁহার নেত্র স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বিনয় ও প্রেম ভক্তি সহকারে নমস্কার করিলেই পূর্ণরূপে তাঁহাকেই নমস্কার করা হয়, তিনি তোমাদিগের অন্তর হইতে সমস্ত ভাব বুঝিয়া তোমাদিগের শুভ বুদ্ধি ও কল্যাণ বিধান করিবেন। অতএব চরাচর সকলের কর্ত্তব্য যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সদা নিষ্ঠা রাখিয়া আপন স্বরূপ ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের স্বরূপ অভেদ জানিয়া অন্তরে বাহিরে পূর্ণ রূপে আপন স্বরূপ, মন্ত্রের স্বরূপ এবং পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার স্বরূপ এক এবং স্বতঃপ্রকাশমান ভাবিয়া

প্রেম ভক্তি পূর্ব্বক প্রাণায়াম সহকারে উপাসনা করিবে, একাক্ষর প্রণব ওঁকার ব্রহ্ম মন্ত্রকে গুপ্তভাবে অন্তরে জপ করিবে এবং অগ্নি ব্রহ্মের স্বরূপ, আপনার স্বরূপ ও অগ্নিতে প্রদত্ত হবনীয় ঘৃতাদির স্বরূপ এক ভাবিয়া প্রত্যহ অগ্নিব্রহ্মে আহুতি প্রদান করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাকার সাকার বাহ্যভ্যন্তর পূর্ণ, আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত পূর্ণপরব্রহ্মকে পূর্ণরূপে ধারনা করিতে সক্ষম না হও ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ জগৎ পিতা মাতা জগদাত্মা ব্রহ্মকে আত্ম স্বরূপ জানিয়া ধ্যান ধারণা উপাসনা করিবে, তাহা হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগত চিত্তকে লয় করিয়া এক স্বরূপ করিয়া দিবেন এবং ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা, দিবা রাত্রি, জীবাত্মা পরমাত্মা, প্রভৃতি সমস্ত উপাধি লয় ও সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চের শান্তি করিয়া কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মে অর্থাৎ আপন স্বরূপে স্থিত করিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন—ইহা নিশ্চয় সত্য সত্য বলিয়া জানিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তখন নিরাকার সাকার, নির্গুণ সগুণ ইত্যাদি সমস্ত ভ্রম মিটিয়া, সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চের শান্তি হইয়া, সমস্ত নাম রূপাদি উপাধি প্রভৃতি মল সম্পর্ক বিবর্জ্জিত হইয়া ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে অখণ্ডাকারে পরিচ্ছেদশূন্য একমাত্র স্বয়ং আপনিই সর্ব্বত্র ভাসমান হইবেন ও সর্ব্বদা নিত্যানন্দ বিরাজ করিবে। স্থির, গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার পূর্ব্বক যাহা নিশ্চয় করিবে তাহা তীক্ষ্ণ রূপে সম্পাদন করিবে, কদাচ পশ্চাৎ পদ হইবে না, এই প্রকারে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কোন বিষয়েই ঔদাস্য করিবে না, যে কার্য্যে আলস্য বা ঔদাস্য করা যায় সে কার্য্য কখনও উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না—ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

শ্রোতৃগণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্তর্য্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্ল আত্মা মাতা পিতাকে স্তুতি বন্দনা করিয়া কহিলেন, ওঁসত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্ল মাতা পিতা আত্মা যিনি জগৎ চরাচর রূপে বিস্তার হইয়া রহিয়াছেন এবং জগৎ যাঁহার স্বরূপ মাত্র, যিনি নাম রূপাদি উপাধি রহিত হইয়াও সমস্ত উপাধি অবলম্বন পূর্ব্বক লীলা করিতেছেন; যিনি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ হইয়াও সংসারাসক্ত জীব-সকলের প্রতি কৃপা করিয়া পিতা পুত্র ভাবে আপন লীলামাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই; যিনি অবিচ্ছেদে ধারাবাহীরূপে চলিয়া আসিতেছেন; যাঁহা হইতে সত্ত্ব রজ তম এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছে; যিনি এই ত্রিগুণরূপে বর্ত্তমান আছেন; যাঁহাতে এই গুণ ত্রয়ের পরিসমাপ্তি হয় এবং যিনি স্বয়ং এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও সমস্ত গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক জগৎ চরাচরে আপন অপূর্ব্ব মহিমা বিস্তার করিতেছেন; যিনি আকাশের ন্যায় অচল হইয়াও সচল রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, যিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও স্বয়ং আপন আনন্দে পরমানন্দ থাকিয়া সমস্ত কার্য্য তীক্ষ্ণ রূপে শান্ত এবং গম্ভীর ভাবে সম্পাদন করিতেছেন; যাঁহাকে দর্শন মাত্র চরাচরে চিদানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, যিনি অব্যয় শিব-স্বরূপ, যে পরমানন্দস্বরূপ জ্ঞানময়কে দর্শন করিলে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, সমস্ত কর্ম্ম পরিক্ষীন হইয়া আইসে এবং যাঁহার প্রসাদরূপ অমৃত লাভ করিলে আর অন্য কোটী কোটী লাভকেও লাভ বলিয়া বোধ হয় না; যিনি সর্ব্ব পদার্থের অন্তরে বাহিরে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন; যিনি বিকার রহিত, নির্ব্বিকল্প যিনি নিরীহ, সমস্ত ইচ্ছাদি বিবর্জ্জিত, যিনি নিরবলম্বদিগের অবলম্বন স্বরূপ, যিনি অনাথ দিগের একমাত্র নাথ, যিনি দীনদিগের আশ্রয়, যিনি সংসারাসক্ত, মায়ামোহে অভিভূত, আধি ব্যাধি প্রভৃতি জ্বালায়

প্রপিড়ীত ব্যক্তি দিগের শান্তি নিকেতন, যিনি তেজোময় চৈতন্য স্বরূপ, যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ; যিনি স্বয়ং নির্ম্মল, আশয়শূন্য হইয়াও সকলের সর্ব্ব প্রকার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন, যে শান্তি রসাস্পদ পরম কারুণিক দয়াময় দীননাথ অনাথশরণ জগতের মাতা পিতা অন্তর্য্যামী ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিলে অন্তকরণে স্বতঃ চিদানন্দ অনুভূত হইতে থাকে এবং পরমানন্দ স্বরূপ অগাধ অনন্ত সাগরে প্রাণী সকল আপন স্বরূপে আপনাকে হারাইয়া ফেলে ; যাঁহার মঙ্গলময় নাম দেশ কাল পাত্র ভেদে প্রাণীবর্গ ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনা করিতেছে, যাঁহার মহিমারূপ লীলামাহাত্ম্য বাক্যে ও শাস্ত্রে অথবা কোন প্রকার ভাবেও কেহ কখনও প্রকাশ করিতে পারে নাই, যিনি স্বয়ং মহা ভাবস্বরূপ, জ্ঞানময় বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, যাঁহার শরীরাদি কোন প্রকার উপাধি নাই অথচ যিনি প্রাণী সকলের প্রতি নিজ অপরিসীম দয়াগুণে কৃপা করিয়া শরীর মাত্র উপধি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আপন লীলা মাহাত্ম্য রূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ রূপ ক্ষেত্রে ভক্তিরূপ বীজ অঙ্কুরিত করিতেছেন। বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কোন শাস্ত্রও যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না অথচ যিনি আপন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে সকলের অন্তরে বাহিরে পূর্ণরূপে প্রকাশমান আছেন এবং জগৎ চরাচর যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এই জগৎ যাঁহার লীলা মাত্র, আপ্তকাম যোগিগণ নির্ম্মল আশয় এবং বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রয় করিয়া গম্ভীর স্থির প্রশান্তভাবে বিচার করিয়া অন্তঃকরণে যাঁহাকে লাভ করিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন। পৃথিবী যাঁহার স্থূল শরীর, জল যাঁহার রস রক্তাদি, বায়ু যাঁহার শ্বাস প্রশ্বাসাদি, আকাশ যাঁহার মস্তক, সূর্য্য যাঁহার নেত্র,

চন্দ্রমা যাঁহার মন, অগ্নি যাঁহার মুখ, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময়, চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞানময়, বিনি এই সৃষ্টির মধ্যে বস্তুত সূত্রের ন্যায় ওতঃ প্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বয়ং সৃষ্টির অতীত, যাঁহাতে সৃষ্টি এই উপাধি নাই, যাঁহার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কোন উপাধি নাই যিনি নিত্য, অব্যয়, সনাতন, বিলক্ষণ, সর্ব্বব্যাপী হইয়া অনাদি বিরাজমান আছেন; যিনি অব্যয় কখনও যাঁহার স্বরূপের অন্য ভাব হয় না, যিনি সর্ব্বদা একরূপই থাকেন, যিনি সর্ব্বভাবে অদ্বৈত, যাঁহাতে বীজভাব ও ফল ভাব নাই, যাঁহার সত্ত্বা কেবল মাত্র জ্ঞানে অনুভূত হইয়া থাকে, যাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ ধর্ম্ম শান্তহইয়াছে, যাঁহার কোন প্রকার ক্রিয়া নাই, যিনি সর্ব্বক্রিয়ার অতীত, যিনি অদ্বৈত ও ভেদ রহিত, যিনি শিব স্বরূপ সর্ব্ব মঙ্গলপ্রদ; যিনি একমাত্র বিজ্ঞেয়, যাঁহাকে জানিলে জীব সর্ব্ব প্রকার সংসার মায়া পাশ ছেদন করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, অথচ যিনি বাক্য মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অব্যবহার্য্য এবং সর্ব্ব প্রকার ব্যবহারের মূল, যাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ে বাক্য ও মন ক্ষীণ হইয়া আইসে, যিনি সর্ব্ব প্রকার বিকার বিহীন, মঙ্গলময়, কেবল, পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বৈত, যাঁহার দ্বিতীয় কেহই নাই, যিনি ভাবগ্রাহ্য বলিয়া তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিবান ব্যক্তিই তাঁহাকে নিজ অন্তঃকরণে লাভ করেন, যিনি শরীরবিহীন, ভক্তি ও অভক্তির কারণ, যিনি মায়া বিশুদ্ধ যাঁহাতে মায়া ও তৎকার্য্যাদি রহিত এবং যাঁহা হইতে নিজ নিজ কার্য্যের সহিত অবিদ্যা ও মায়া উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, এবং যাঁহাতে পরিসমাপ্ত হয়, যিনি স্বয়ং অবিদ্যা ও মায়াদির অতীত, যিনি স্থির মাহাত্ম্য প্রভাবে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন, যিনি অতি সূক্ষ্ম, নিত্যানন্দ ময়, ও দোষাদি সর্ব্ব প্রকার মল সম্পর্ক বিবর্জ্জিত, যিনি জন্ম জরা ও মরণ বিহীন

নিত্য এবং চৈতন্য স্বরূপ, যিনি এই অনন্ত জগতের আদি কারণ, অবিদ্যা বশতঃ যাঁহাতে নামরূপ কল্পনা করিয়া জীব সকল সংসার রূপ মায়া পাশে আবদ্ধ হয়, যাঁহাতে কোন প্রকার ভ্রম কল্পনা সম্ভব নহে, যিনি লক্ষণ বিহীন, কোন রূপ চিহ্ন বা অণুমান দ্বারা যাঁহাকে ধারণ করা যায় না; যিনি সদা আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানময়, যাঁহাকে বিষয় রূপ বিষ বিকৃত করিতে পারে না, যাঁহারে পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায় না; যাঁহাতে সর্ব্ব প্রকার দ্বৈতের শান্তি হইয়াছে, যাঁহার কোন কারণ নাই, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কারণ স্বরূপ, যিনি নিরবয়ব অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, যিনি অচঞ্চল, স্থির, গম্ভীর ও যিনি শান্তিপ্রদ এবং যাঁহাতে বিচার পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ চিত্তে হৃদয়ের চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত সমাধান করিলে জীবও তদ্রূপ অচঞ্চল স্থির, গম্ভীর ও শান্তরূপ হইয়া যায়, যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হইলে চিত্ত আর বিষয়ান্তরে প্রবেশ করে না। যে প্রকার সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশ সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না সূর্য্যতেই অবস্থান করে সেই প্রকার আর তাহার চিত্ত বিষয়ান্তরে সংক্রান্ত হয় না। যাঁহার উৎপত্তি ও প্রকার নাই অতএব যিনি বন্ধ ও মোক্ষ এই উপাধিদ্বয় বিবর্জ্জিত, যাঁহাতে সংসারাসক্ত, মায়া মোহে অভিভূত প্রাণীবর্গ সমস্ত প্রপঞ্চ ধর্ম্ম বিরহিত হইয়া বিশুদ্ধ নির্ম্মলান্তকরণে অন্তর্য্যামী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে এই অভিপ্রায়ে যিনি নিজ-অপরিসীম দয়া গুণে আপন লীলা মাহাত্ম্য মুমুক্ষুদিগের পরমানন্দ প্রদ অমৃতময় ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভক্ত বর্গের বারম্বার অনুরোধে গল্পচ্ছলে উপদেশ দিয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, বিচার শূন্য, অবিবেকী জীবগণের চৈতন্য স্বরূপ অমিয় বরিষন করিলেন সেই শান্তি রসাস্পদ, শিবস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময় সর্ব্বময়, অপূর্ব্ব, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, জন্ম-

মৃত্যুরহিত অদ্বয়, অন্তর্বহি শূন্য, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, অচল, নির্গুণ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় সত্য স্বরূপ, নামরূপ শূন্য, চরাচর স্বরূপ অন্তর্য্যামী মাতাপিতা ভগবান শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী পরমহংস দেবপূর্ণ পরব্রহ্মকে উর্দ্ধে নীচে মধ্যে সর্ব্বত্র বারম্বার নমস্কার করি। হে অন্তর্যামিন্! পরমাত্মন্! ভগবন্! আপনার অপূর্ব্ব, অদ্ভূত, অত্যাশ্চার্য্য ইন্দ্রজালবৎ প্রতীয়মান মাহা মায়ার মোহিণী শক্তিতে সদা সমাচ্ছন্ন হইয়া, অবিবেক নিবন্ধন এবং সর্ব্ব বিষয়ে দুর্ব্বলতা হেতু আপনার মহৎ, বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণে অসমর্থতা প্রযুক্ত যদ্যপি এই অমৃত ময়, বিবেকী এবং সাধু মহাত্মাদিগের আনন্দপ্রদ সর্ব্বপ্রকার প্রপঞ্চ ধর্ম্মের শান্তি প্রদ, জগৎ চরাচরের কল্যাণপ্রদ এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে কোন অসংলগ্নতা, বাক্যের বিপর্য্যয় অথবা কোন ভাবের বৈষম্য হইয়া থাকে তাহা হইলে, হে প্রভো! নিজ শুদ্ধ অপরিসীম দয়া গুণে কৃপা করিয়া যাহাতে রাজা, প্রজা, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, হিন্দু, মুসলমান্ খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলে ভাষা বা শব্দার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া হৃদয়ের সমস্ত চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া গম্ভীর এবং প্রশান্ত ভাবে বিচার পূর্ব্বক স্থির করিয়া যথার্থ সত্য অর্থাৎ সার ভাব গ্রহণ করিতে পারে এবং সেই ভাব চরিত্রে ও কার্য্যে পরিণত করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দ রূপ থাকিতে পারে তাহাই বিধান করুন। এবং যে প্রকার আপনি স্বয়ং সর্ব্বদা আপন স্বরূপে অবস্থান করিয়া স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল এবং প্রশান্ত ভাবে অপরিচ্ছেদে ধারাবাহীরূপে নিত্যানন্দ বিরাজ করিতেছেন হে পরমাত্মন্! অন্তর্য্যামিন্! কৃপা করিয়া জগৎ চরাচরকে সেই প্রকার করিয়া শান্তি বিধান করুন্!

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সম্পাদকী
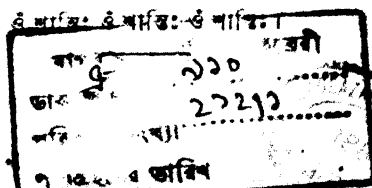
"সময় বেগে ধায় নাহি

ইহা নিছক সত্য। দেখতে দেখতে আমাদের
২৯টি বৎসর পার হয়ে ৩০ বৎসরে পদার্পণ করতে চ
এই পূজার প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে হ
আঙ্গিক জড়িত নেই—নূতনের দল এসে তাঁদের সেই
তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাই সাধুবাদ জানাই আন্ত

এই ফাঁকে একটি কথা বলে রাখি—আমাদের যদি
থাকে—তাহলে অনুগ্রহ করে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

—বিশ্বাস করি সমাজ আজ নূতনের সঙ্গে পাল্ল
পুরাতন তাকে পেছনে ফেলে দিতে সে কুণ্ঠিত হয়নি—
তাঁদের জাতীয় পূজা বলে আদিম কাল থেকে মেনে
কেন—নূতনের যত সাদর আহ্বানই আসুক না কেন—
এই পূজা আমাদের কাছে চিরনূতন তা-সে-যত পুরাতনই
সমাজের এক তীর্থস্থান—নূতন পুরাতনের ইহাই একম
দল মিলিত হয়ে ক্ষণিক আনন্দমুখর অবসর গ্রহণ
আমাদের কাছে এত আদরের—তাই বোধহয় তার এ

দৈন্য আছে দারিদ্র্য আমাদের প্রায় প্রতি
এই পূজার প্রয়োজন আছে, "মা-দুর্গা" যেরূপ বিপুল বি
শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন—আসুন এই তীর্থক্ষেত্রে